যায় সেই জন্ত বালিকাগণ অধিক দিন স্কুলে যাইতে বা শিক্ষকের নিকট শিক্ষা করিবার অবসর পায় না, সেই কারণে অন্তঃপুর-শিক্ষা ভিন্ন কন্তা ও বধূদিগের স্থায়ী উন্নতির আশা করিতে পারা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাস।

ক্যানাডা প্রবাসির পত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অল্পক্ষণ পরে মিস্ বায়রণ্ আলু থালু চুলে নামিয়া আসিয়া বলিলেন কেমন আছেন মিঃ সিংহ! আপনি ভিতরে আসুন" এই কথা বলিয়া আমাকে বৈঠকখানা ঘরে বসালেন এবং বলিলেন "চুল না বাঁধিয়া আসাতে আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন।" আমি তদুত্তরে বলিলাম "সে জন্ত কিছু মনে করিবেন না, বোধ হয় আমি একটু অগ্রে আসিয়াছি।" তাহার পর দুই জনে চা পান করিলাম। তাঁহার নিকট হইতে Rev. Hutcheon, Toronto Unitarian Churchএর Pastorএর বাড়ীর ঠিকানা পাইলাম। তখনি আমি তাঁহাকে 'Phone করিলাম। তিনি তদুত্তরে আমাকে সে দিন বেলা তিনটার সময় তাঁহার বাড়ীতে গিয়া ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতে বলিলেন। আমি মিস্ বায়রণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া Central Y.M.C.A.তে ফিরিয়া আসিলাম। সেখানেই মধ্যাহ্ন ভোজন করিলাম। নির্দ্দিষ্ট সময়ে Rev. Hutcheonএর নিকট গেলাম। তিনি অতিশয় মহাশয় লোক, তাঁহার স্ত্রী ও কন্তাগণ সকলে একে একে আমার নিকট পরিচিত হইলেন। তাঁহারা সকলে আমাকে ঘিরিয়া বসিলেন। ব্রাহ্মসমাজের কাজ লইয়া অনেক কথাবার্ত্তা হইল। প্রায় দেড় ঘণ্টা তাঁহার বাটীতে অতিবাহিত করিলাম। শেষে Rev. Hutcheon আমাকে বিশেষ করিয়া বলিলেন যে পুনরায় যখন Torontoতে আসিবেন তাঁহার বাটীতে উঠিবেন এবং আমার গির্জ্জাতে "ভারতের ব্রাহ্ম সমাজ সম্বন্ধে" বক্তৃতা দিবেন। আমি আগামী শীতকালে সেইজন্ত Torontoতে যাইব এবং বোধ হয় সেই সময় মিস্ ওয়াট্ * ও কলিকাতা হইতে Guelphএ আসিয়া পৌছিবেন।

Torontoতে জীবন স্থন্দর কাটিয়া গেল। Exhibition Ontario হ্রদের অতি নিকটেই হইয়াছিল। হ্রদের জল পরিস্কার, বালক বালিকারা সব সাঁতার দিতেছে। রাত্রিতে হ্রদের উপর নানা প্রকার fireworks (বাজি পোড়ান দেখান) হইত। ওঃ সে সব অতিশয় বিস্ময়কর।

* * * *

*Guelph নিবাসী মিস্ ওয়াটের সহিত লেখকের মাতার পরিচয় ইতি মধ্যে হইয়াছিল।

আজ ১৪ই সেপ্টেম্বর। আজ Spencerকে Michigan হইতে এখানে আনাইয়াছি। Spencerএর মা ভারতবর্ষ হইতে কারি, পাউডার, চাট্নি প্রভৃতি পাঠাইয়া দিয়াছেন। Spencer একজন ইংরাজ ছাত্র, ইহার পিতা Coimbatoreএর পাদরি। আমি মিস্ ওয়াটসনকে বলিয়া Macdonald Instituteএর Kitchen classএতে পড়িবার অনুমতি পাইলাম। তিন জন শিক্ষয়িত্রীকে আমাদের বাসায় নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। আর আমি (of Calcutta), Spencer (of Nilgherry) Slater (of Poona) এই কয়েক জনে মিলিয়া অত্যন্ত স্ফূর্ত্তিতে দ্বিতলার ঘরে কারি ও ভাত রন্ধন করিবার আয়োজন করিতে লাগিলাম। আমার অন্যতম বন্ধু মিস্ ফার্গুসন্ মিস্ ওয়াটসন্ ও মিস্ রড়িক্ এই তিন জন মধ্যে মধ্যে আসিয়া দেখিতে লাগিলেন আমরা ঠিক রন্ধন করিতে পারিতেছি কি না। Spencer আলু ও পেঁয়াজ ভাজিল, Singha আতপ চালের ভাত রন্ধন করিল; Slater ফাউলের কারি রাঁধিল। মিস্ ফার্গুসন্ ও অন্যান্য মহিলারা অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে আমরা আস্বাদন করিয়া দেখিতেছিলাম যে ঝাল, মসলা ও লবণ ঠিক দেওয়া হইয়াছে কি না।

ওঃ সে দিন আমাদের অত্যন্ত স্ফূর্ত্তি; নিম্নতলে যত শিক্ষয়িত্রী ও বালিকা, তাহারা আমাদের লক্ষ ঝম্ফ শুনিয়া, শুধু কি তাই, পেঁয়াজ ভাজার গন্ধ পাইয়া উপরে আমাদের রান্নাঘরে দৌড়িয়া এলেন। "বসুন শিক্ষয়িত্রীগণ!" বলিয়া আমরা চেয়ার দিলাম। কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন "সিংহ! তুমি কি আজ ক্যানেডা ছাড়িবে নাকি?" "না আমি শুক্রবারে Guelph ছাড়িব।" Spencer বলিল—"সিংহ! তুমি কি ভাব যে এই সমস্ত মহিলা আমাদের Indian dishকে পছন্দ করিবেন?" আমার নিকট কতক গুলি দারুচিনি ছিল, আমি এক একটা করিয়া বালিকাদিগের হাতে দিলাম। কেহ বলিল—"এটা কি" "এরূপ আমি ইহার পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই।" তাহার পর এ কথা সে কথার পর আমি বলিলাম:—"Spencer! আমার যেন মনে হচ্ছে আমরা ভারতবর্ষেই আছি।" হা হা করিয়া সকলে হাসিল। তখন বালিকাদের দিকে তাকাইয়া বলিলাম; "ভারতবর্ষে গেলে তোমাদের এই প্রকার অতিরিক্ত ঝাল দেওয়া 'খানা' খাইতে হইবে।" তাহার পর কাঁটা, চামচ, ছুরি, ডিস্, ন্যাপ্‌কিন সব টেবিলের উপর সাজান হইল। ফাউলের কারীটা অতি চমৎকার হইয়াছিল সমস্ত বালিকাদের তাহার একটু একটু আস্বাদন করান গেল। কেবল আমরা তিন জন পুরুষে আর তিন জন মহিলাতে ৬খানা চেয়ার লইয়া টেবিলটাকে ঘিরিয়া বসিলাম। প্রথমে "A toast to Emperor of India"—তার পর ঠং ঠং শব্দ করিয়া খাইতে বসা

গেল। Spencer খাইতে খাইতে বলিল—"ক্যানেডাতে আসার পর আমার ক্ষুধা, কমিয়া গিয়াছে, তাহা না হইলে আমি একলাই এই সমস্ত ভাত খাইতে পারিতাম।" মহিলারা তাহার কথা শুনিয়া হাসিল। খাওয়া দাওয়া শেষ হইয়া গেল, কিছুক্ষণ পরে পিয়ানো বাজান গেল। "Three cheers for India! হিপ্, হিপ্ হুরে প্রভৃতি আনন্দধ্বনি করা হল। তার পর আমরা তিন জনে ঠিক করিলাম যে ভারতে ফিরিলে আমরা একত্র মিলিত হইব, এবং এই Macdonald Institute-তে Indian dish রাঁধার কথা স্মরণ করিব।

Slater-এর কথা পূর্ব্বে একবার লিখিয়াছি। সে ইংরাজ ছাত্র, গত বৎসর B. Sc. উপাধি পাইয়াছে। আর এক বৎসর পরে ভারতে ফিরিবে। Spencer এই কলেজে এক বৎসর পড়িয়া Michigan-এতে পড়িতেছে, আর "সিংহ"তো এখানে দু'বৎসর পড়ে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে চলিল। আমরা তিনজনে ভারতবর্ষ হইতে আসি, আবার এখন তিন জনে ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইতেছি। যদি তিন জনে জীবিত থাকি তো পুনরায় ভারতে মিলিত হইব।

১৬ই সেপ্টেম্বর। আমি আজ কাল Queen's Hotel-এ আছি। এখন রাত্রি ১১টা। এই কতকক্ষণ হইল মিসেস্ ওয়াটদের বাড়ীর সকলকে "গুড্ বাই" বলিয়া আসিলাম। Mrs. Watt বলিলেন:—"তুমি তোমার মাকে লিখ যে তুমি ভাল আছ শুধু তাহা নহে, তুমি সমস্ত বিষয়ে এখন ভাল হয়েছ, ইংরাজী কথা বলিতেও বেশ শিখিয়াছ, তোমার চেহারা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়েছে, এবং তুমি যখন Guelph-এ আসিবে, আর কোথাও নহে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া, আমাদের সহিত থাকিবে। লুই* তোমাকে পেলে খুব খুসী হবে।" আচ্ছা, বলুন ত দেশের কোন লোক একজন বিদেশীকে কি এত খাতির, এত সমাদর করিতে চায়? আমি হিন্দু, Mrs. Watt খ্রীষ্টান, এই দু'বৎসরে আমাদের মধ্যে এতদূর বন্ধুত্ব। (ধন্য ক্যানেডার নরনারীগণ!) Mrs. Watt শেষকালে আমার মধ্যম অঙ্গুলি টিপিয়া শেষ "গুড্ বাই" বলিলেন ও আশীর্ব্বাদ করিলেন "God bless you. Good luck to you." আমি ইংরাজী ভাষায় তাঁহাকে ঠিক রকম প্রত্যুত্তর করিতে পারিলাম না। বিদায় লইতেছি এই কথাটি মুখ দিয়া স্পষ্ট বাহির হইল না।

পর দিন প্রাতে কলেজের তিনজন অধ্যাপককে special dinner-এ Wellington Hotel-এ নিমন্ত্রণ করি। Director Zavitz বলিলেন:—"তুমি আর কিছু দিন থাকিয়া যাও, আমিও তোমাকে ডিনারেতে নিমন্ত্রণ করি।" এই

* ইনি Mrs. Watt-এর কন্যা, সেই সময় তাহার কলিকাতা হইতে আসিবার কথা ছিল।

প্রকারে সকলের নিকট বিদায় লওয়া হইল।

আজ ১৭ই সেপ্টেম্বর। আজ বেলা ৫।৪৫ মিনিটের ট্রেনে Guelph ছাড়িয়া মার্কিণ রাজ্যে যাইবে। আমার পর পত্র সেখান হইতে পাইবেন।

প্রণত শ্রীসত্যশরণ সিংহ।

শিখ গ্রন্থ-সুখমণী সাহিব।

৪৪৫ বৎসর গত হইল, নানক এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ৬৯ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তিনি এরূপ উদার ধর্ম্মজীবন দেখাইয়াছিলেন যে হিন্দু মুসলমান উভয়েই তাঁহাকে আপনার বলিয়া মনে করিত। তাঁহার ধর্ম্মমত হিন্দুশাস্ত্রসঙ্গত একেশ্বরবাদ ছিল।

গুরু নানকের মুখনিঃসৃত ধর্ম্মকথা তাঁহার শিষ্যেরা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পঞ্চম গুরু অর্জ্জুনদাস সে সমস্ত এবং তৎপরবর্ত্তী গুরুদিগের এবং কবির প্রভৃতি সাধুদিগের কথা-সমূহ একত্র করিয়া "গ্রন্থ সাহিব" নাম দিয়া শিখধর্ম্ম-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অর্জ্জুনদাস গুরু নানকের তিরোভাবের ৪৩ বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

গুরু অর্জ্জুনদাস একজন অতি ভক্ত সাধক ছিলেন। তাঁহার প্রণীত সুখমনী নামক গ্রন্থ তাঁহার ধর্ম্মজীবনের পরিচয় প্রদান করে। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে হৃদয় বিশ্বাস ও ভক্তিতে পরিপ্লুত হয়।

সুখমণী—যাহা পাঠ করিলে সুষম্না নাড়ীতে অর্থাৎ সত্ত্বগুণে মন অবস্থান করে। সম্মানার্থ সাহিব কথা ব্যবহৃত হইয়াছে। শিখেরা আপনাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থের পূজা করেন। সেই কারণে সুখমণী সাহিব, গ্রন্থ সাহিব প্রভৃতি নাম প্রদত্ত হইয়াছে। সুখমণী গ্রন্থসাহিবের অন্তর্গত একটী অধ্যায়। ইহাকে একটী পৃথক গ্রন্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সুখমণী-গ্রন্থের পদাবলী সুরলয়-যোগে গান করা যায়। গৌরী রাগিনীতে শিখেরা ইহা গান করেন। পঞ্চম গুরু অর্জ্জুনদাসের রচিত বলিয়া 'মহলা ৫" এই সঙ্কেত দেওয়া হইয়াছে।

সুখমনী গুরুমুখী ভাষায় রচিত। গুরুমুখী ভাষা প্রথমে অত্যন্ত কঠিন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কিছু দিন পাঠ করিতে করিতে অতি সহজ হইয়া যায়। গুরুমুখী ভাষার সহিত বাঙ্গালা ভাষার অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। ইহা অতি শ্রুতি-মধুর। পাঠকগণ অন্যান্য শ্লোকের ন্যায় ইহাও-সুর করিয়া পাঠ করিতে পারেন। ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ এবং ধর্ম্মানুরাগী সুধীবর্গ উভয়েরই এই গ্রন্থ পাঠ করিতে কৌতূহল হইবে, এই ভাবিয়া গুরুমুখী গ্রন্থ বাঙ্গালা অক্ষরে এবং প্রতি ছত্রের

বাঙ্গালা অনুবাদ পৃথক পৃথক সম্বন্ধ করিলাম। আশা করি ইহাতে গ্রন্থখানি পাঠ করিবার অনেকটা সুবিধা হইবে। দুরূহ শব্দের অর্থ অনুবাদের মধ্যে প্রকাশ পাইবে।

পাঠকগণের সুখমণী পাঠে রুচি বোধ হইলে সমগ্র গ্রন্থসাহিব ও তাহার অনুবাদ তাঁহাদিগের হস্তে অর্পণ করিব।

সুখমণী সাহিব।

গৌরী, মহলা ৫।

ওঁ সতি গুরু প্রসাদি।

ওঁ সদ্‌গুরুর কৃপা।

শ্লোক

আদি গুরয়ে নমহ।
যুগাদি গুরয়ে নমহ।
সতি গুরয়ে নমহ।
শ্রীগুর দেবয়ে নমহ॥ ১

আদি গুরুকে নমস্কার
যুগাদি গুরুকে নমস্কার
সদ্‌গুরুকে নমস্কার
শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার॥ ১

অষ্টপদী।

সিমরউ সিমর সিমর সুখ পাবউ।
কল কলেশ তনমাহি মিটাবউ।
সিমরউ যাস বিসুংভর একৈ।
নাম জপত অগনত অনেকৈ।
বেদ পুরাণ সিমৃত সুধাকর।
কিনে রাম নাম ইক আখর।
কিনকা এক জিস জীয় বসাবৈ।
তাকি মহিমা গণি ন আবৈ।
কাংখী একৈ দরশ তুহারো।
নানক উন সংগি মোহি উধারো॥ ১

ভগবানকে স্মরণ কর, স্মরণ করিতে করিতে সুখ পাইবে।
কলির ক্লেশ এই শরীর থাকিতেই নষ্ট কর।
সেই এক বিশ্বম্ভর পুরুষকে স্মরণ কর।

অনেক অসংখ্য যার তাঁহার নাম জপ কর। বেদ পুরাণ ও স্মৃতি, সুধার আকর এক অক্ষর রাম নামেই কেনা যায়। যার হৃদয়ে কণিকামাত্র বাস করেন, তাহার মহিমা গণনা করা যায় না। একবার মাত্র তোমার দর্শন আকাঙ্ক্ষা করি। নানক বলিতেছেন, ঐ (ভক্ত) সঙ্গে আমাকে উদ্ধার কর॥ ১

সুখমণী সুখ অমৃত প্রভ নাম।
ভগত জনাকৈ মন বিশ্রাম॥

সুখ মনিতেই সুখ, প্রভুর নামেই অমৃত।
ভক্তজনের মনেতেই শান্তি বিরাজ করে।

রহাউ।

ছেদ।

প্রভকৈ সিমরন গরভি ন বসৈ।
প্রভকৈ সিমরন দুখ যম নশৈ।
প্রভকৈ সিমরন কাল পর হবৈ।
প্রভকৈ সিমরন দুসমন টরৈ।
প্রভকৈ সিমরত কছু বিঘন ন লাগৈ।

প্রভুর স্মরণ করিলে গর্ভে বাস করিতে হয় না।

প্রভুর স্মরণে যম যন্ত্রণা নাশ হয়।
প্রভুর স্মরণে মৃত্যু পরিহার করে।
প্রভুর স্মরণে শত্রু পলাইয়া যায়।

প্রভুর স্মরণ করিলে কোন বিঘ্ন আসে না।

প্রভকৈ সিমরন অনদিন জাগৈ।
প্রভকৈ সিমরন ভউ ন বিআপৈ।
প্রভকৈ সিমরন দুখ ন সংতাপৈ।
প্রভকৈ সিমরন সাধকৈ সংগি।
সরব নিধান নানক হরি রংগি॥ ২

প্রভুর স্মরণে অর্দ্দ। জাগ্রত রাখে।
প্রভুর স্মরণ করিলে ভয় আসিতে পারে না।
প্রভুর স্মরণে দুঃখ সন্তাপিত করিতে পারে না।
সাধুসঙ্গ লাভে প্রভুকে স্মরণ করিতে মন যায়।
নানক বলিতেছেন, হরিতে অনুরক্ত হইলে সকল বস্তুই মিলে॥ ২

প্রভকৈ সিমরন রিধি সিধি নউ নিধি।
প্রভকৈ সিমরন গ্যান ধ্যান তত বুধি।
প্রভকৈ সিমরন জপ তপ পূজা।
প্রভকৈ সিমরন বিনসৈ দুজা।
প্রভকৈ সিমরন তীরথ ইসনানি।
প্রভকৈ সিমরন দরগহি মানী।
প্রভকৈ সিমরন হোয় সুভলা।
প্রভকৈ সিমরন সুফল ফলা।
সে সিমরহি যে আপ সিমরায়।
নানক তাকৈ লাগউ পায়॥ ৩

প্রভুর স্মরণে ঋদ্ধি অর্থাৎ সৌভাগ্য এবং সিদ্ধি এবং নবনিধি লাভ হয়।
প্রভুরই স্মরণে জ্ঞান, ধ্যান এবং বিশুদ্ধ বুদ্ধি লাভ হয়।
প্রভুর স্মরণই জপ তপ এবং পূজা।
প্রভুর স্মরণেই দ্বিতভাব নষ্ট হয়।
প্রভুর স্মরণে তীর্থস্নানের ফললাভ হয়।
প্রভুর স্মরণে ভগবানের দ্বারে সম্মান পায়।
প্রভুর স্মরণ শুভজনক হয়।
প্রভুর স্মরণে সুফল ফলে।
সেই তাঁহাকে স্মরণ করিতে পারে যাহাকে নিজে স্মরণ করাইয়া দেন।
নানক বলিতেছেন, এমন (ভক্ত) জনের চরণে আমি পতিত হই॥ ৩

প্রভকা সিমরন সভ তে উচা।
প্রভকৈ সিমরন উধরে মূচা।
প্রভকৈ সিমরন ত্রিসনা বুঝৈ।
প্রভকৈ সিমরন সভ কিছু সুঝৈ।
প্রভুকৈ সিমরন নাহি যমত্রাসা।
প্রভকৈ সিমরন পূরণ আশা।
প্রভকৈ সিমরন মনকি মল যায়।
অমৃত নাম রিদ মাহি সমায়।
প্রভজী বসহি সাধকি রসনা।
নানক জনকা দাসনি দসনা॥ ৪

প্রভকে স্মরণ রাখা সকলের শ্রেষ্ঠ কার্য্য।
প্রভুর স্মরণে অনেক লোক উদ্ধার পায়।
প্রভুর স্মরণে তৃষ্ণা মিটে।
প্রভুর স্মরণে সকল সুখ হয়।
প্রভুর স্মরণে যমের ত্রাস থাকে না।
প্রভুর স্মরণে আশা পূর্ণ হয়।
প্রভুর স্মরণে মনের ময়লা দূর হয়।
নামরূপ অমৃত হৃদয়ে প্রবেশ করে।
সাধকের রসনাতে প্রভু বাস করেন।
নানক এইরূপ সাধুব্যক্তির দাসের দাস॥ ৪

নবনিধি—কুবেরের সম্পত্তি—পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুন্দ, নীল, খর্ব্ব এই নয় প্রকার।

প্রভকউ সিমরহি সে ধনবন্তে।
প্রভকউ সিমরহি সে পতিবন্তে।
প্রভকউ সিমরহি সে জন পরবান।
প্রভকউ সিমরহি সে পুরুখ প্রধান।
প্রভকউ সিমরহি সি বেমুহ তাজে।
প্রভকউ সিমরহি সি সরবকে রাজে।
প্রভকউ সিমরহি সে সুখ বাসী।
প্রভকউ সিমরহি সদা অবিনাশী।
সিমরন তে লাগে জিন আপ দয়ালা।
নানক জন কী মংগে রবালা ॥ ৫

প্রভুকে যে মনে রাখে সেই ধনবান।
প্রভুকে যে মনে রাখে সেই পতিব্রতী।
প্রভুকে যে মনে রাখে সেই জনই শ্রেষ্ঠ।
প্রভুকে যে মনে রাখে সেই পুরুষ-প্রধান।
প্রভুর স্মরণে তাহার কিছুই অভাব থাকে না।
প্রভুর স্মরণে সে সকলের রাজা।
প্রভুর স্মরণে সে সুখে বাস করে।
প্রভুর স্মরণে সে সদা অবিনাশী।
স্মরণ করিতে তাঁহারাই পারেন যাঁহাদের প্রতি প্রভুর দয়া হয়।
নানক এই সকল (ভক্ত) জনের পদরেণু প্রার্থনা করে ॥ ৫

প্রভকউ সিমরহি সে পর উপকারী।
প্রভকউ সিমরহি তিন সদ বলিহারী।
প্রভকউ সিমরহি সে মুখ সুহাবৈ।
প্রভকউ সিমরহি তিন সুখ বিহাবৈ।
প্রভকউ সিমরহি তিন আতম জীতা।
প্রভকউ সিমরহি তিন নিরমল রীতা।
প্রভকউ সিমরহি তিন অনদ ঘনেরে।
প্রভকউ সিমরহি বসহি হরি নেরে।
সংত কিরপা তে অনদিন জাগ।
নানক সিমরন পূরে ভাগ ॥ ৬

প্রভুকে যাঁহারা স্মরণ করেন তাঁহারা পর উপকারী হয়েন।
প্রভুকে যাঁহারা স্মরণ করেন তাঁহাদিগকে বলিহারী যাই।
প্রভুকে যাঁহারা স্মরণ করেন তাঁহাদের মুখ উজ্জ্বল।
প্রভুকে যাঁহারা স্মরণ করেন তাঁহারা সুখে কাল যাপন করেন।
প্রভুকে যাঁহারা স্মরণ করেন তাঁহারা আত্মজিত।
প্রভুকে যাঁহারা স্মরণ করেন তাঁহাদের নির্ম্মল রীতি।
প্রভুকে যাঁহারা স্মরণ করেন তাঁহারা আনন্দ ঘন লাভ করেন।
প্রভুকে যাঁহারা স্মরণ করেন তাঁহারা হরির নিকট বাস করেন।
সাধুদের কৃপাতে তাঁহারা অনুদিন জাগ্রত।
নানক বলিতেছেন, সম্পূর্ণ সৌভাগ্য হইলেই মানুষ হরিস্মরণ করিতে পারে ॥ ৬

প্রভকৈ সিমরন কারয পূরে।
প্রভকৈ সিমরন কবহুন ঝুরে।
প্রভকৈ সিমরন হরিগুণ বাণী।
প্রভকৈ সিমরন সহজি সমানী।
প্রভকৈ সিমরন নিহচল আসন।
প্রভকৈ সিমরন কমল বিগাসন।
প্রভকৈ সিমরন অনহদ ঝুনকার।
সুখ প্রভ সিমরন কা অন্ত ন পার।
সিমরহি সে জন জিন কউ প্রভ মায়া।
নানক তিন জন স্মরণী পয়া ॥ ৭

প্রভুর স্মরণে কার্য্য সফল হয়।

প্রভুর স্মরণ করিলে কখন কাঁদিতে হয় না।

প্রভুর স্মরণ করিতে করিতে হরিগুণ-গানে ইচ্ছা হয়।

প্রভুর স্মরণে সহজেই মন শান্ত হয়।

প্রভুর স্মরণে আসন স্থির হয়।

প্রভুর স্মরণে হৃদয়-পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়।

প্রভুর স্মরণে অনাহতধ্বনি শ্রবণপথে আসে।

প্রভুর স্মরণে যে সুখ তাহার অন্ত নাই।

সেই জনই তাঁহাকে স্মরণ করিতে পারে যাহাকে তিনি কৃপা করিয়াছেন।

নানক এই মহাজনের স্মরণ লইয়াছেন ॥৭

হরি সিমরন করি ভগত প্রগটায়।

হরি সিমরন লগ বেদ উপায়।

হরি সিমরন ভয়ে সিধ যতি দাতে।

হরি সিমরন নীচ চহু কুন্ট জাতে।

হরি সিমরন ধারী সভ ধরনা।

সিমর সিমর হরি কারণ করনা।

হরি সিমরন কিয়ো সগল অকারা।

হরি সিমরন মহি আপ নিরংকারা।

কর কিরপা যিস আপ বুঝায়া।

নানক গুরুমুখ হরি সিমরন তিন পায়া ॥৮

হরিকে স্মরণ করিয়া ভক্ত প্রগট হয়েন।

হরি স্মরণ করায় বেদের সৃষ্টি।

হরি স্মরণ করিয়া সিদ্ধ, যতী এবং দানী হয়েন।

হরি স্মরণ করিয়া নীচ ব্যক্তিও চারিদিকে জানিত হন।

হরির স্মরণে সমস্ত পৃথিবী রক্ষিত হয়।

স্মরণ কর স্মরণ কর সেই কারণের কারণ হরিকে।

হরির স্মরণে সকল বস্তুর সৃষ্টি।

হরির স্মরণে আপনি নিরকার বিরাজিত।

হরি কৃপা করিয়া যাহাকে আপনি বুঝাইয়া দেন,

নানক বলিতেছেন, হে শিষ্য হরিকে স্মরণ করিতে সেই পারিয়াছে ॥ ৮

শিখ গ্রন্থ—সুখমনী সাহিব।

২। শ্লোক।

দীন দরদ দুঃখ ভংজনা ঘট ঘট নাথ অনাথ।

সরন তুমারী আয়ো নানক কে প্রভ সাথ ॥ ১

হে দীনদরিদ্র-দুঃখ-ভঞ্জন, সকল অনাথ-জীবের নাথ!

হে নানকের প্রভু, তোমার নিকট আসিলাম, তোমার স্মরণ লইলাম ॥১

অষ্টপদী

যহ মাত পিতা সুত মিত না ভাই।

মন উহা নাম তেরৈ সগ সহাই।

যহ মহা ভয়ান দূত যম দলৈ।

তহ কেবল নাম সংগ তেরৈ চলৈ।

যহ মুসকল হোবৈ অতি ভারি।

হরিকো নাম খিন মাহি উধার।

অনিক পুনহ চরণ করত নাহ তরৈ।

হরিকো নাম কোট পাপ পরহরৈ।

গুরু মুখ নাম জপহু মন মেরে।

নানক পাবহু সুখ ঘনেরে ॥ ১

যেখানে মাতা পিতা পুত্র মিত্র ভাই সঙ্গে নাই,

হে মন, সেখানে হরিনাম তোমার সঙ্গ ও সহায়।

যেখানে মহা ভয়ানক যমদূত দলন করে,

সেখানে তোমার সঙ্গে কেবল হরি নামই যায়

যে সময় অত্যান্ত বিপদ হয়,

হরিনাম এক মুহূর্ত্তে উদ্ধার করে।

অনেক পুণ্য করিয়াও মানুষ তরিতে পারে না,

কিন্তু হরিনামে কোটী পাপ হরণ করে।

হে মন, গুরুদত্ত নাম জপ কর—

নানক বলিতেছে, তাহাতে সুখ ঘন প্রাপ্ত হইবে॥ ১

সগল সৃষ্টি কো রাজা দুঃখীয়া।

হরিকা নাম জপত হোয় সুখীয়া।

লাখ করোরী বংধন পরৈ।

হরিকা নাম জপত নিসতরৈ।

অনিক মায়া রংগ তিষন বুঝাবৈ।

হরিকা নাম জপত আঘাবৈ।

যহ মারগ ইন্দু যাত ইকেলা।

তব হরিকা নাম সংগ হোত সুহেলা।

ঐসা নাম মন সদা ধিয়াইঐ।

নানক গুরু মুখ পরম গতি পাইঐ॥ ২

যদি কেহ সকল সৃষ্ট বস্তুর রাজা হয়, তাহা হইলেও সে দুঃখী।

কেবল মাত্র হরিনাম জপ করিয়াই মানুষ সুখী হইতে পারে

লক্ষ এবং ক্রোর বন্ধন থাকিলেও, হরিনাম জপ করিয়া নিস্তার পাইতে পারে।

অনেক মায়ার রঙ্গেও প্রাণের তৃষ্ণা মিটে না।

এক হরিনাম জপাতেই তৃষ্ণা মিটে।

যে মার্গে মানুষ একা যায়।

সেখানে সুখকর হরিনাম সঙ্গে থাকে।

হে মন, এমন নাম সর্ব্বদা ধ্যান কর।

নানক বলিতেছেন, তাহা হইলে শিষ্য পরমগতি লাভ করে॥ ২

ছুটত নহী কোটি লখ বাহী।

নাম জপত তহ পার পরাহী

অনিক বিঘন যহ আয় সংঘারৈ।

হরি কা নাম তৎকাল উধারৈ।

অনিক যোন জনমৈ মরি যাম।

নাম জপত পাবৈ বিসরাম।

হা মৈলা মল কবহু ন ধোবৈ।

হরি কা নাম কোটী পাপ খোবৈ।

ঐসা নাম জপহু মন রঙ্গ,

নানক পাই ঐ সাধ কৈ সঙ্গ॥ ৩

কোটী লক্ষ সেনা যখন উদ্ধার করিতে পারে না,

নাম জপ করিলে তাহা হইতে উদ্ধার হয়

অনেক বিঘ্ন যখন সংহার করিতে আসে,

হরি নামই তখন বিপদ হইতে উদ্ধার করে।

অনেক যোনিতে যে জন্মিতেছে ও মরিতেছে,

নাম জপ করিয়া সে জন্ম মরণ হইতে বিশ্রাম পায়।

অহঙ্কারের ময়লা যাহার কখন ধোয়া হয় নাই,

হরিনামে তাহার কোটী পাপ হরণ করে।

হে আমার মন, আনন্দের সহিত এই নাম জপ কর।

নানক বলিতেছেন, সাধু সঙ্গ যখন পাই-য়াছ ॥ ৩

যিহ মারগ কে গনে যাহি ন কোশা।
হরিকা নাম উহা সঙ্গ তোসা।
যিহ পৈড়ে মহা অন্ধ গুবারা।
হরিকা নাম সঙ্গ উজীয়ারা।
যহ পংথ তেরা কোন সিয়ানু।
হরিকা নাম তহ নাল পছানু।
যহ মহা ভয়ান তপত বহু ঘাম।
তহ হরি কে নাম কী তুম উপর ছাম।
যহা তৃখা মন তুঝ আকর খৈ,
তহ নানক হরি হরি অমৃত বরখৈ ॥ ৪

যে রাস্তার দূরত্ব (ক্রোশ) গণনা করা যায় না
হরিনাম সেই পথে তোমার সুখকর সঙ্গী।
যে পথে মহা ঘোর অন্ধকার,
হরিনাম সেখানে তোমার আলোক।
যে পথে তোমার কোন পরিচিত নাই,
হরিনাম সেখানে তোমার বন্ধু।
যেখানে ভয়ানক গ্রীষ্ম ও ঘর্ম্ম,
সেখানে হরিনাম তোমার উপর ছায়া।
হে মন, যেখানে হরিতৃষ্ণায় মন আকর্ষণ করে,
নানক বলিতেছেন, হরি হরি! সেখানে অমৃত বর্ষণ হয় ॥ ৪

ভকত জনাকী বরতন নাম।
সংত জনা কৈ মন বিশ্রাম।
হরিকা নাম দাস কী ওঠ।
হরিকৈ নাম উধরে জন কোটি।
হরি যশ করত সংত দিন রাত।
হরি হরি ঔখধ সাধ কমাত
হরি জনকৈ হরি নাম নিধান।
পর ব্রহ্ম জন কীনো দান।
মন তন রঙ্গ রতে রঙ্গ একৈ।
নানক জন কৈ বিরত বিবেকৈ ॥ ৫

ভক্ত জনের উপজীবিকা হরিনাম,
ভক্ত জনের মনে শান্তি বিরাজ করে।
হরিনাম তাঁহার দাসের আশ্রয়.
হরিনামে কোটী কোটী ব্যক্তি উদ্ধার পায়।
সাধুগণ দিবারাত্রি হরিনাম গান করেন,
সাধুগণ হরিনাম ঔষধ কামনা করে,
হরিজনের হরি নামই সম্পদ,
পরব্রহ্ম হরিজনকে. এই নাম প্রদান করিয়াছেন।
মন এবং শরীর সেই একেরই আনন্দে মগ্ন,
নানক বলিতেছেন, হরি জনের ইহাই বিবেক এবং বৈরাগ্য ॥ ৫

হরিকা নাম জন কউ মুকত যুগত।
হরি কৈ নাম জন কউ তৃপ্তি ভুগত।
হরিকা নাম জনকা রূপ রঙ্গ।
হরি নাম জপত কব পরৈ ন ভঙ্গ।
হরিকা নাম জনকী বড়িয়াই।
হরিকৈ নাম জন শোভা পাই।
হরিকা নাম জন কউ ভোগ যোগ।
হরি নাম জপত কছু নাহি বিয়োগ।
জন রাতা হরি নামকী সেবা।
নানক পূজৈ হরি হরি দেবা ॥ ৬

হরিজনের হরিনামই মুক্তি এবং যুক্তি,
হরিজনের হরিনামই তৃপ্তি ও ভো

হরিজনের হরিনামই রূপ ও রঙ্গ,

হরিনাম জপ করিয়া কথনও কষ্ট পান না ;

হরিজনের হরিনামই শ্রেষ্ঠত্ব,

হরিজনের হরিনামই শোভা ;

হরিজনের হরিনামই যোগ এবং ভোগ,

হরিনাম জপ করিলে কিছুরই অভাব থাকে না,

হরিজন হরিনাম সেবাতেই রত থাকেন।

নানক বলিতেছেন, হরি দেবতার পূজা কর ॥ ৬

হরি হরি জন কৈ মাল থজীনা,

হরি ধন জন কউ আপ প্রভু দীনা ;

হরি হরি জন কৈ ওঠ সতানী,

হরি প্রতাপ জন অবরন জানী ;

ওত পোত জন হরি রস রাতে,

শুংন সমাধ নাম রস মাতে ;

আঠ পহর জন হরি হরি জপৈ,

হরিকা ভগত প্রগট নহি ছপৈ ;

হরিকী ভগত মুকত বহু করে,

নানক জন সংগ কেতে তরে ॥ ৭

হরিজনের ধন সম্পদ হরিনাম,

হরিজনকে আপনি দয়া করিয়া প্রভু ইহা দিয়াছেন,

হরিজনের হরিই শক্তি, মান ও আশ্রয়,

হরিজন হরির প্রতাপ ব্যতীত আর জানে না,

হরিজন হরিরসে ওত প্রোত,

বাহ্যজ্ঞানশূন্য সমাধিতে বসিয়া নাম রসে মগ্ন,

হরিজন অষ্ট প্রহর হরিনাম জপ করেন,

হরিভক্ত প্রকাশ হইয়া পড়েন, ছাপা থাকেন না,

হরিভক্ত বহু লোককে মুক্ত করেন।

নানক বলিতেছেন, হরিজনের সঙ্গে কত লোক তরিয়া যায় ॥ ৭

পারজাত ইহু হরিকা নাম।

কামধেন হরি হরিগুণ গান।

সভতে উত্তম হরিকী কথা।

নাম শুনত দরদ দুখলথা।

নামকী মহিমা সংত রিদ বসৈ।

সংত প্রতাপ দুরত সভ নসৈ।

সংতকা সঙ্গ বড় ভাগী পাই ঐ,।

সংতকা সেবা নাম ধিয়াই ঐ।

নাম তুল কছু অবরন হোয়।

নানক গুর মুখ নাম পাবৈ জন কোয় ॥৮

হরিনামই স্বর্গের পারিজাত পুষ্প,

হরিগুণগা ই কামধেনু,

হরিকথা সকলের উত্তম,

নাম শুনিলে দুঃখ কষ্ট দূর হয়,

নামের মহিমা সাধুগণের হৃদয়ে অবস্থান করে,

সাধুগণের প্রতাপে পাপ নাশ হয় ;

সাধুসঙ্গ বড় ভাগ্যে হয়,

সাধুসঙ্গে হরিনাম স্মরণ করায়,

নামের তুল্য আর কিছুই নাই,

নানক বলিতেছেন, কোন কোন শিষ্য গুরু মুখে নাম লাভ করেন ॥ ৮

ও

শ্লোক।

বহু শাসত্র বহু সিমৃতি পেখে সরব ঢং

ঢোল,

খুজসি জহী হরি হরে নাণক নাম অমোল ॥ ১

অনেক শাস্ত্র এবং স্মৃতি খুঁজিয়া দেখিলাম, সে সকল হরিনামের তুলনায় আসে না, নানক বলিতেছেন, হরিনাম অমূল্য ॥১

জপ তপ জ্ঞান সভ ধ্যান,
ষট শাস্ত্র সিমৃত বখান ;
যোগ অভয়াস কর্ম্ম ধর্ম্ম কিরিয়া,
সগল তিয়াগি বন মধে ফিরিয়া ;
অনিক প্রকার কীয়ে বহু যতনা,
পুন্ন দান হোম বহু রতনা ;
শরীর কটায় হোমৈ কর রাতী,
বরত নেম করৈ ভাতী ;
নহী তুল রাম নাম বীচার,
নানক গুর মুখ নাম জপীয়ৈ ইকবার ॥১

সকল প্রকার জপ, তপ, জ্ঞান এবং ধ্যান,
ষড় দর্শন এবং স্মৃতির ব্যাখ্যান,
যোগ অভ্যাস এবং ধর্ম্ম কর্ম্ম ও ক্রিয়া,
সকল ত্যাগ করিয়া বনমধ্যে ভ্রমণ করা ;
অনেক প্রকারের অনেক যত্ন করা,
পুণ্য এবং হোম ও বহু রত্ন দান ;
শরীরকে টুক্‌রা টুক্‌রা কাটিয়া তাহা দ্বারা হোম করা,
বহু প্রকারের ব্রত নিয়ম করা,
এ সকল কিছুই রাম নামের তুলা বিচারে আসে না,
নানক বলিতেছেন, একবার সেই গুরু-দত্ত নাম জপ কর ॥ ১

(ক্রমশঃ)

ভুল ভাঙ্গা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

আজ বিভাময়ীর অসুখ বড় বাড়িয়াছে। যন্ত্রণায় সে এপাশ ওপাশ করিতেছে। সময় সময় নয়নদ্বয় নিমীলিত হইয়া আসিতেছে, এক একবার চকিতের ন্যায় চারিদিকে উৎসুক ভাবে চাহিতেছে। পার্শ্বে জননী অনিমিষনেত্রে রুগ্নকন্যার বিশীর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। তাঁহার নয়ন দিয়া জলধারা পড়িয়া বক্ষ প্লাবিত করিতেছে।

ধীরে ধীরে বিষণ্ণমূর্ত্তি অমর নাথ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। হায়! কত কাল পরে!

বিভার মাতা অন্য দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইতেছিল। অমর নাথ দেখিলেন, সেই সোনার প্রতিমা, মলিন হইয়া যেন শয্যায় মিশিয়া রহিয়াছে। বিভার মুখের দিকে চাহিয়া অমরের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। অমর অবসন্ন ভাবে বিভার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া পড়িলেন। উদ্বেলিত কণ্ঠে ডাকিলেন, "বিভা!—বিভা আমার!"—

চমকিত হইয়া বিভা নয়নোন্মীলন করিল। এমন আদরের আহ্বান তো

বিভা বহুকাল শুনে নাই? কয় দিনই বা শুনিয়াছিল? বিভার হৃদয়তন্ত্রী যেন কি এক সুরে বাজিয়া উঠিল। অমরনাথের মূর্ত্তি অস্পষ্ট ভাবে বিভার মনে জাগিতেছিল সেত ভাল করিয়া দেখিবার অবকাশ পায় নাই! কিন্তু সেই অস্পষ্ট হইতে স্বামীর দেবমূর্ত্তি সুস্পষ্ট ভাবে কল্পনা করিয়া বালিকা মনে মনে প্রণয়-কুসুম দিয়া পূজা করিতেছিল। অন্তরে অন্তরে স্বামীকে দেখিতে পাইত, তাই অভাগিনী স্বামীর দীর্ঘ অদর্শন যাতনা সহ্য করিয়াও জীবিতা ছিল। আজ কত কাল পরে, জীবন-মৃত্যুর এই সন্ধিক্ষণে বিভা স্বামীকে দেখিল, তাঁহার মুখে প্রণয় সম্ভাষণ শুনিল। অসহ্য আনন্দে বিভার নয়নযুগল হইতে জলধারা গড়াইয়া শীর্ণ গণ্ড বহিয়া চলিল। অনুতপ্ত অমর নাথ সেই শুষ্ক মুখ খানি সাদরে স্বীয় অঙ্কে গ্রহণ করিয়া সযত্নে তাহার অশ্রু মুছাইয়া দিলেন। এতক্ষণে বিভার কথা ফুটিল, অত্যন্ত ক্ষীণস্বরে বলিল, "এতদিন পরে মনে পড়েছে!"

অমরনাথ সস্নেহে বলিলেন, "তোমার এমন অসুখ হ'য়েছে, আমায় জানাও নি কেন বিভা! তুমি যদি আমায় আসতে লিখ্‌তে, তবে আমিত অনেক আগে আসতে পারতাম।"

বিভা সেইরূপ স্বরে বলিল "অনেক বার তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে গিয়ে আপনাআপনি ক্ষান্ত হ'য়েছি, পাপ লজ্জা আমায় লিখ্‌তে দেয় নি। আর আমার মনে হ'তো, আমি চিঠি দিলে তুমি কি ভাব্‌বে, হয়ত ঘৃণা ক'রে ফেলে দেবে, এই ভয় আমার বড় হয়েছিল। আমাকে যখন ঘৃণায় ত্যাগ—"

অমর বাধা দিয়া কাতর স্বরে বলিলেন, "আর বলো না বিভা! আমার বুক কেটে যাবে, আমি তো তোমাকে ত্যাগ করি নাই? আমার হৃদয় পাষাণ সত্য, কিন্তু সহ্যেরও একটা সীমা আছে। বিভা! আমার বিভা! তোমার অপরাধী স্বামীকে ক্ষমা কর। তুমি ক্ষমা না করলে আমার কিছুতেই শান্তি নাই।"

বিভা পূর্ব্বমত মৃদুস্বরে বলিল, "তোমার অপরাধ কি? আমার অদৃষ্ট! যা'হোক আর আমার কোন দুঃখ নাই। তুমি এসেছ, আমাকে আদর ক'রেছ, এখন আমি সুখে মরতে পারব।"

অমর বিভার ক্ষীণ শুষ্ক ওষ্ঠ খানি সাদরে চুম্বন করিয়া বলিলেন, অমন কথা বলো না বিভা! আমি প্রাণ দিয়ে তোমাকে বাঁচাব। সেবা শুশ্রূষায় তোমাকে মৃত্যুর হাত থেকে কেড়ে নেব।"

বিভা, ক্ষীণ বাহু যুগল দ্বারা স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া তাঁহার বুকের ভিতরে মুখ খানি রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আমাকে যদি বাঁচাতে চাও, তবে তোমার দেশে নিয়ে চল। এখানে থাক্‌লে আমি বাঁচব না।"

অমর আবেগের সহিত বলিলেন, তাই চল বিভা! তোমাকে পল্লীগ্রামে আমার

সেই মাটির ঘরে নিয়ে যাই। সেখানে এত ঐশ্বর্য্যের মিথ্যা আড়ম্বর নাই। কিন্তু সেখানে যা' আছে, তোমার পিতার এই বৃহৎ অট্টালিকায় তা' নাই। চল বিভা আমাদের পল্লীজননীর শান্তিময় ক্রোড়ে ফিরে যাই। বিভা! অভিমানিনী আমার! আবার বলি, আমায় ক্ষমা কর। আমার ধারণা ছিল, ধনবান হইলেই অহঙ্কারী হয়, তা'দের হৃদয়ে স্নেহ, প্রণয় প্রভৃতি সুকোমল বৃত্তিগুলি কখনই থাক্‌তে পারে না। তোমার পিতার ব্যবহার, আমার সেই সন্দেহ-অনলে ইন্ধন স্বরূপ হ'য়েছিল। কিন্তু তখন আমি জান্‌তে পারি নাই যে, মরুভূমির মধ্যেও বিমলসলিলা স্রোতস্বতী থাকে! কালভুজঙ্গের শিরে নয়ন-মুগ্ধকর উজ্জ্বল মণি বিরাজ করে, এবং পঙ্কিল জলেই নয়নাভিরাম-কমলিনী শোভা পায়। বিভা! আদরিণী আমার! এত দিন পরে আমার ভুল ভেঙ্গেছে।"

অনেকক্ষণ কথা বলিয়া বিভা বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে অবসন্ন-ভাবে নয়ন মুদিত করিল। আর কিছু বলিতে পারিল না। অমরনাথ ধীরে ধীরে তাহাকে শয্যায় শোয়াইয়া দিলেন, এবং পার্শ্বে বসিয়া সযত্নে, মৃদুভাবে ব্যজন করিতে লাগিলেন।

১২

অমরনাথকে দেখিয়া বিভার অশান্ত হৃদয় স্থির হইল। বহুদিনের বাঞ্ছিতকে পাইয়াই হউক, আর অমরের ঐকান্তিক শুশ্রূষার গুণেই হো'ক বিভাময়ী ধীরে ধীরে সুস্থ হইতে লাগিল।

বিভা অপেক্ষাকৃত সবল হইলে অমরনাথ তাহাকে দেশে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। এবার অমরের শ্বশুর শাশুড়ী আর কিছুমাত্র আপত্তি করিলেন না, বরং সানন্দে সম্মতি দান করিলেন। বিশেষ সেবার বৈশাখ মাসেই কলিকাতা সহরে অত্যন্ত গরম পড়িয়াছিল। চিকিৎসকেরা সকলেই একবাক্যে বলিলেন, "এ সময় পল্লীগ্রাম স্বাস্থ্যকর। সেখানে বিভাময়ীর স্বাস্থ্যের উন্নতি শীঘ্র শীঘ্র হইবার সম্ভাবনা।" অমরনাথ শুভদিন দেখিয়া সস্ত্রীক দেশে যাত্রা করিলেন।

চাকুরীতে নিযুক্ত হওয়া অবধি অমর দেশে আসিতে পারেন নাই, স্নেহময় পিতা মাতা বহুদিনের পরে প্রিয়তম পুত্রকে বধূসহিত দেখিয়া আশাতীত আনন্দ লাভ করিলেন। শ্রীনগরনিবাসী স্ত্রী পুরুষ দলে দলে বধূকে দেখিবার জন্য কাশীনাথের ভবনে আসিতে লাগিল। অমরের জননীর আনন্দের সীমা নাই। তিনি পরম আহ্লাদে সকলকে বধূর মুখ দেখাইতে লাগিলেন। সকলেই একবাক্যে বধূর সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিল।

বিভাময়ী জীবনে এই প্রথম স্বামীগৃহে আসিয়াছে। সে যাহা কিছু দেখিতেছে, সবই তাহার চোখে নূতন। সহরের নিরবচ্ছিন্ন গণ্ডগোলের ভিতর হইতে আসিয়া পল্লীগ্রামের অনাবিল-নীরবতা, বিভার নিকটে বড় মনোরম ও তৃপ্তিপদ বোধ হইতে লাগিল। পল্লীজননী, তাঁহার রুগ্ন ক্লিষ্ট সন্তানটীকে সযত্নে স্বীয় শান্তিময়

ক্রোড়ে আশ্রয় দান করিয়া, তাহার দুর্ব্বল দেহে পদ্মহস্ত বুলাইয়া সন্তর্পণে সেবা করিতে লাগিলেন। বিত্ত, পিতার অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও যাহা পায় নাই, স্বামীর তৃণাচ্ছাদিত ভবনে আসিয়া তাহা পাইল। সে বড় সুখী হইল। বড় শান্তি পাইল। বিনা ঔষধে পনর দিনের মধ্যে তাহার পীড়ার অর্দ্ধেক উপশম হইল।

কাশীনাথের প্রতিবেশী এবং বন্ধু রাম সদয় ঘোষের কন্যার সহিত কুমারনাথের শুভ বিবাহ সম্বন্ধ স্থিরতর হইল। ভ্রাতার সম্বন্ধ স্থির করিয়া অমর ভগিনীর বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইলেন। কারণ তাঁহার ছুটীর আর বেশী দিন ছিল না।

সন্ধ্যার পরে কাশীনাথ মিত্র বহির্ব্বাটীতে বসিয়া আছেন, অমরনাথ এবং গ্রামের কতিপয় ভদ্রলোক সেখানে উপবিষ্ট আছেন। উমাবালার বিবাহ সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা হইতেছিল। কাশীনাথ কয়েকটী সম্বন্ধের কথা উত্থাপন করিলেন, কিন্তু অমরনাথের কোনটী মনোনীত হইল না। উপস্থিত ভদ্রলোকদিগের মধ্যে একজন একটী ছেলের কথা বলিলেন। ছেলেটী তাঁহার কোন আত্মীয়ের পুত্র। সবিশেষ অবগত হইয়া অমর এই কার্য্যটী মনোনীত করিলেন। ছেলেটীর বাড়ী কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন্নগর গ্রামে। অমরনাথ তৎপর দিবসেই স্বয়ং কোন্নগর যাইয়া সম্বন্ধ স্থিরতর করিয়া আসিবেন, সাব্যস্ত হইল। সেই ভদ্র লোকটীও সঙ্গে যাইবেন।

রাত্রি অধিক হওয়ায় সকলে উঠিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে একটী মলিনবেশধারী শীর্ণদেহ যুবক ধীরপদে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া সকলে চমকিত হইলেন, কারণ যুবকের পরিধেয় বসনাদি সামান্য এবং মলিন হইলেও তাহার আকার-প্রকার তাহার মহৎ বংশের পরিচয় দিতেছিল। যুবকের মুখমণ্ডল শীর্ণ ও শুষ্ক হইলেও তাহাতে একটী সুকুমার লাবণ্যের আভা ক্রীড়া করিতেছিল। সকলে যুবকের পরিচয় জিজ্ঞাসু হইয়া নানা কথা বলিতে লাগিলেন। কিন্তু যুবক একটীও উত্তর দিল না। সে শূন্যদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে লাগিল। অমরনাথ এক দৃষ্টে যুবকের মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন। হঠাৎ দ্রুতপদে আসিয়া একেবারে আগন্তুক যুবকের কণ্ঠবেষ্টন করিয়া ধরিলেন। আবেগপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "অজিত! ভাই!—"অমর আর বলিতে পারিলেন না, তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। অজিত-কুমারের চক্ষুও শুষ্ক রহিল না। উভয় বন্ধু পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া অনেকক্ষণ রহিলেন, কেহই কোন কথা বলিতে পারিলেন না। কাশীনাথ অকস্মাৎ অজিতকে দেখিয়া বিস্মিত, চকিত ও পরম আহ্লাদিত হইলেন। উপস্থিত ভদ্রলোকগণ বিস্মিতভাবে উভয় বন্ধুর প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

শেষ।

পাঠক! পাঠিকা! আসুন, পাত্র প্রস্তুত। জলযোগের বিরাট আয়োজন। দুইটী বিবাহ এক সঙ্গে হইতেছে। সমারোহের সীমা নাই। এই বিবাহের পাত্র পাত্রী কাহারা? তাহা কি বলিতে হইবে?

যথাসময়ে মহাসমারোহে শ্রীমান কুমারনাথের সহিত রামসদয়ের কন্যা শ্রীমতী কিরণ বালার শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হইল। আর আমাদের অজিত কুমার তাঁহার চির-বাঞ্ছিতা উষাবালাকে জীবনের সহচরী রূপে গ্রহণ করিলেন। অবশ্য অজিতের পিতামাতার সম্মতিক্রমে এই শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। এতদিন পরে অমরনাথ অজিতের হঠাৎ অন্তর্ধানের কারণ বুঝিতে পারিলেন, এবং তাঁহার ভাবান্তরের কারণও অমরের নিকট আর অজ্ঞাত রহিল না। ধনে, মানে, কুলে, শীলে, রূপে গুণে অজিত কুমারের ন্যায় সুপাত্র আর কোথায় পাইবেন? শ্রীনগরনিবাসী সকলে উষাবালার সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিল।

একটী কক্ষে অমর, অজিত, বিভাময়ী ও উষাবালা কথা-বার্ত্তা, আমোদ-আহ্লাদ করিতেছিলেন। সে ঘরে অন্য কেহ ছিল না।

বিভা, উষাবালাকে ধরিয়া অজিতের পার্শ্বে বসাইয়া দিলেন। উষা, তাহার বৌদিদির বুকের ভিতরে মুখ লুকাইল। স্নেহময়ী বৌদিদি সস্নেহে সেই মুখখানি তুলিয়া ধরিলেন, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এই মুখ খানির এমন গুণ, যে একবার দেখে সে পাগল হ'য়ে যায়। কেউ বা বিবাগী হ'য়ে যায়। অজিত বাবু? সাবধানে রাখ্‌বেন। যেন কারো দৃষ্টিপথে না পড়ে।"

অজিতও হাসিয়া বলিলেন, "সকলেই কি পাগল হয়? না, সকলেই বিবাগী হয়? ভগবান যার জন্য যা'কে নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিয়েছেন, তার জন্যই সে পাগল হয়। উষা এতদিন কুমারী ছিল কার জন্য? কই? আর তো কেউ পাগল হয় নি?"

অমর বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! দুই বৎসর এক সঙ্গে থেকেও অজিতের মনের ভাব জান্‌তে পারি নাই।"

বিভা সময় পাইয়া বলিল, "মানুষে যদি মানুষের মনের ভাব জান্‌তে পারত, তা'হলে আর ভাবনা কি ছিল? বিশেষ পুরুষ মানুষ —

অমর অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "ক্ষমা কর বিভা! আর সে কথায় কাজ নাই। সত্যই আমি বড় নির্ব্বোধ।"

অজিত কুমার সেইরূপ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "অমর! যে দিন তোমার মুখে শুন্‌লাম, ধনবানের উপরে তোমার দারুণ বিদ্বেষ, ধনীর পুত্রের সহিত কিছুতেই উষার বিবাহ দিবে না, সেই দিন সংসার এবং জীবন আমার কাছে শূন্য বোধ হ'লো। আমি উষাকে বিস্মৃত হ'বার জন্য বহুদূর গিয়াছিলাম। অনেক স্থানে ভ্রমণ ক'রেছি, কিন্তু দেখ্‌লাম,

স্মৃতি যাবার নয়। তাই আবার ফিরে এলাম।"

অমর কুণ্ঠিত ভাবে অজিতকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "আর কেন ভাই! আমায় লজ্জা দাও? সে ভুল আমার ভেঙ্গে গেছে, তার সাক্ষী এই দেখ,"—এই বলিয়া অমর, এক হস্তে অজিতের এবং অন্য হস্তে বিভার হস্ত ধারণ করিলেন।

সমাপ্ত।

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী ঘোষ।

বিশ্বাসীর জীবন।

মহর্ষি ঈশার জীবনচরিত যতটুকু পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায় যে ৩০ বৎসর বয়সের সময় তিনি দীক্ষা লাভ করিয়া নবজীবন প্রাপ্ত হন। তখন তিনি সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার জীবনের একটী মহান্ উদ্দেশ্য (mission) আছে এবং তাহা পিতার ইচ্ছা জীবনে পূর্ণ করা। তৎপরে তিনি কিঞ্চিদধিক তিন বর্ষকাল জীবিত ছিলেন, এবং আমৃত্যু পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্যই অবিশ্রান্ত খাটিয়াছেন।

যীশু বিদ্বান্, ধনী বা পদস্থ লোক ছিলেন না। তিনি গরিব সূত্রধর-সন্তান। আজ কি খাইবেন এরূপ সংস্থানও তাঁহার ছিল না। কিন্তু কি খাইব কি পরিব, কোথায় মাথা রাখিব? তিনি সে চিন্তা আদৌ করিলেন না। পিতা আছেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ সকল অভাব দেখিতেছেন ও সকল অভাব পূর্ণ করিবেন, এই বিশ্বাসে তাঁহার উপর সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। তাঁহার কার্য্য কেবল প্রাণপণে পিতার আদেশ পালন করা। পিতার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইলেন।

ঈশা তাঁহার পিতার ইচ্ছা কি বুঝিয়াছিলেন? "পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করা।" এই স্বর্গরাজ্য কি? তাহা তিনি অনেক রূপে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার সার এই মাত্র বুঝা যায় যে সংসারে সত্য, ন্যায়, প্রেম ও পুণ্যের জয় ঘোষণা করিয়া ঈশ্বরের মহিমাকে মহীয়ান করা আর ঐশীশক্তি দ্বারা দুঃখি-দুর্ব্বল এবং পাতকীদিগকে সুখী, সবল ও পবিত্র করিয়া ঈশ্বরের অলৌকিক শক্তির পরিচয় প্রদান করা। ঈশা অনেক অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন—অন্ধকে চক্ষু, খঞ্জকে গতি শক্তি এবং মৃতব্যক্তিকে জীবন দিয়াছেন। ইহা বাহ্যিকভাবে আমরা স্বীকার করি আর না করি, আধ্যাত্মিকভাবে অবশ্যই করিব। তাঁহার কার্য্যে এবং চরিত্রে এই যে অদ্ভুত কার্য্যসকল সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে

তিনি নিজের গৌরব কিছুই দেখেন নাই—পিতারই মহিমা দেখিয়াছেন এবং মুক্ত-কণ্ঠে তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঈশ্বরে বিশ্বাস সর্ষপকণার ন্যায় হইলেও তাহা দ্বারা প্রকাণ্ড পর্ব্বত টলটলায়মান হয়। তিনি প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বরকে সত্যভাবে ও অধ্যাত্মভাবে পূজা করিতেন এবং সরল অন্তরে সমুদয় হৃদয়-মন-প্রাণের সহিত তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। ইহাতেই তিনি ঐশ্বরিক ভাবে অনুপ্রাণিত হইতেনও অসম্ভব যাহা, তাহা সম্ভব করিতে পারিতেন পিতার ইচ্ছা মস্তকে লইয়া তিনি কয়েকটী জেলে মালাকে সহচররূপে গ্রহণ করিলেন এবং তাহারা স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হইবে এই বিশ্বাসে তাহাদিগকে সতেজ করিয়া তাহাদের দ্বারা পিতার কার্য্য সম্পন্ন করিতে সচেষ্ট হইলেন। বৎসরের পর বৎসর যত চলিতে লাগিল, ততই তিনি ব্যস্ত হইলেন "I must finish my Father's work" (পিতার কার্য্য আমি অবশ্য সমাধা করিব) এই বলিয়া নানা স্থানে প্রাণপণে খাটিতে লাগিলেন। তিন বৎসর অতীত হইতে না হইতেই দেখিতে পাইলেন, তাঁহার মৃত্যুর আয়োজন সকলই প্রস্তুত, তাঁহার কার্য্য করিবার সুযোগ শেষ হইয়া আসিয়াছে। তখন পিতার ইচ্ছার সহিত নিজের ইচ্ছার ঘোর বিরোধ উপস্থিত হইল। তিনি চান আরও বাঁচিয়া পিতার কার্য্য করিতে, কিন্তু পিতার এ কি ইচ্ছা—কার্য্য সমাধা হইতে না হইতেই তাঁহার জীবন যাত্রার সমাধা হইবে। তখন ঈশা আশ্চর্য্যরূপে সে বিরোধ ভঞ্জন করিলেন,—"তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক" বলিয়া তিনি আপনার ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার নিকটে বলিদান দিলেন। তাঁহার জীবন শেষ হইল, কিন্তু পিতার কার্য্য কি অসম্পন্ন রহিল ? পিতার কার্য্য পিতাই সম্পন্ন করিয়া লন। ঈশার তিন বৎসরের জীবনের প্রভাব দুই সহস্র বৎসর চলিয়া আসিতেছে এবং তাঁহার কার্য্যের ফল অনন্ত কাল ফলিতে থাকিবে, তাহার সন্দেহ নাই। পিতার অনন্ত ঐশ্বর্য্য গৌরবের তিনি যে অধিকারী হইয়াছেন, তাহারও সন্দেহ নাই। পিতার ইচ্ছায় জীবনে ও মরণে আত্মবলিদান করিলে পিতার ইচ্ছা পূর্ণ হয় ও পিতার কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, ঈশা এই মহা শিক্ষা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। বিশ্বাসী ঈশ্বর-তনয় ঈশার ন্যায় আমরা প্রত্যেকেই ঈশ্বরের সন্তান এবং পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া পিতার কার্য্য সম্পন্ন করাই আমাদের প্রত্যেকের জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু ঈশা যে দীক্ষা লাভ করিয়া পিতার ইচ্ছায় আপনার জীবনের উদ্দেশ্য (mission) বুঝিয়াছিলেন, আমরা অনেকে তাহা বুঝিতে পারি না বলিয়া জীবনের কার্য্য প্রকৃত ভাবে সম্পন্ন করিতে পারি না। পিতার উপর আমাদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর নাই, সুতরাং কি খাইব কি পরিব, কোথায় বাস করিব এবং স্ত্রীপুত্র-বংশপরম্পরার দশা কি হইবে, সেই জন্য

আমাদিগের অশেষ ভাবনা আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিয়া যে কার্য্য আরম্ভ করি, তাহা সম্পাদনের পথে কত ভয় বাধা ও প্রতিবন্ধক দেখিয়া ভঙ্গ দিয়া থাকি। প্রবল বিশ্বাসের অভাবে অন্ধ নর অন্তরের রিপু-সকল বিষম প্রতিবন্ধক হয় এবং বাহিরের প্রতিকূল অবস্থাসকল আরও স্ফিত হইয়া দাঁড়ায়। আমরা আপনার ক্ষুদ্র-বুদ্ধিতে কার্য্যের পরিমাণ স্থির করি এবং আপনার জ্ঞান বুদ্ধিতে কার্য্য করিতে গিয়া অক্ষমতা উপলব্ধি করি। এই জন্য আমাদিগের এরূপ দুর্দ্দশা এবং আমাদিগের জীবনে মরণে পিতার ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পায় না।

সকল ধর্ম্মসমাজে বিশ্বাসীরাই ঈশ্বরের কার্য্য দিব্যচক্ষে দেখিতে পান এবং যথা-জ্ঞান, যথাশক্তি সেই কার্য্যে জীবন সমর্পণ করিয়া ঈশ্বরের জ্ঞান ও শক্তির সহায়তা লাভ করিয়া আশ্চর্য্যরূপে কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। বিশ্বাসের কার্য্য কখনও নিষ্ফল হয় না তাহাতে মৃত্যু হইলেও মৃত্যু হইতে নব জীবন উত্থিত হয় এবং ঈশ্বরের কার্য্য নব নব ভাবে সম্পন্ন হইয়া তাঁহার মহিমা উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ করিয়া থাকে।

ভুট্টা।

অনেকেই ভুট্টা গাছ দেখিয়াছেন। ইহার বোটানিক্যাল্ নাম Zea-Mays। এই ভুট্টা অনেক জাতীয় আছে। উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিৎ ষ্টুটিভ্যান্ট্ বলেন যে মার্কিণ রাজ্যে ৫০৭ রকমের ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ভুট্টা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু আমাদের দেশে উহার চতুর্থ অংশও নাই। ইহা তৃণ জাতীয় বলিয়া ইহাকে Gramineœ (তৃণজাতি) অন্তর্গত করা হইয়াছে। ইহার বৃন্ত (stem) কিন্তু অন্যান্য তৃণের মতন ফাঁপা নহে।

ইহার পুং-অংশ (tassel) ১ নং ছবিতে "T" চিহ্নিত অংশ ও স্ত্রী-অংশ (ear) "E" চিহ্নিত অংশ একই গাছে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকায় ইহার ফুল monœcious (এক লিঙ্গ)।

ইহার (tassel) পুষ্প-মঞ্জরী (spike-let) র গুচ্ছের আকারে সাজান। প্রত্যেক পুষ্প-মঞ্জরীর মধ্যে দু'টী করিয়া ফুল, প্রত্যেক ফুলের তিনটি করিয়া পরাগ-কেশর (stamens) ও কেশর দণ্ড (filamentes) আছে। ২ নং ছবিতে তাহা বেশ দেখা যাচ্ছে। যখন anther সম্পূর্ণাকারে পরিণত হয়, পরাগ-কেশর-গুলি সুদীর্ঘ কেশর-দণ্ড হইতে ঝুলিতে থাকে। Anther গুলি দ্বিকোষ-যুক্ত, তাহারা পরিণত হইলে উভয় দিক হইতে কাটিয়া যায়, ৩ নং ছবিতে দেখুন। কার্স-

বার্গার বলেন যে এক একটী antherর মধ্যে ২৫০০ পুষ্পরেণু থাকে, এবং ১৮০০০০০০ পুষ্পরেণু একটা ভুট্টা গাছের tasselতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক পুষ্পরেণু অতি ক্ষুদ্র, অতি সহজেই বাতাসে উড়িয়া যেখানে সেখানে পড়ে। প্রত্যেকেরই একটী করিয়া nucleus মধ্যস্থানে আছে। ঐ পুষ্পরেণু ৮ দিবস ধরিয়া পড়িতে থাকে, কখন কখন উহা অপেক্ষা কম দিন ধরিয়াও পড়ে। পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে tasselর পুষ্পরেণু অগ্রে মধ্যস্থল, তাহার পর পার্শ্ব দিক, সর্ব্বশেষে নিচের দিক হইতে মুকুলিত হয়।

ইহার silk (অর্থাৎ female part) কে কেঁকড়ি (shoot বা ear) এতে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা আবার খোসা (husk) এর দ্বারা আবৃত। যখন ঐ খোসা চতুর্দ্দিকে স্ফীত হয়, silk তখন সূক্ষ্মাগ্রদেশ হইতে উদগত হয়। এক একটী "সিল্ক" লম্বায় ৬ হইতে ১৬ ইঞ্চি, ৪ নং ছবিতে দেখুন। অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে আমরা দেখি যে ঐ "সিল্কের" অগ্র কেশযুক্ত (hairy)। প্রত্যেক "সিল্ক" হইতে এক প্রকার আটাল পদার্থ বহির্নিঃসৃত হয়, এই আটাল পদার্থ অতি সহজে পুষ্পরেণুকে পড়িবা মাত্র ধরিয়া রাখে।

কখন কখন "সিল্ক" বাহির হইবার পূর্ব্বে anther পূর্ণাঙ্গ হয়, কখন কখন পুষ্পরেণু পড়িবার পূর্ব্বে "সিল্ক" গ্রহণক্ষম অবস্থায় উপস্থিত হয়। আবার কখন কখন anther ও "সিল্ক" সমকালীন পরিণত হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে একটী একটী পুষ্পরেণুতে একটী করিয়া পুং-জীবাণু (nucleus বা male germ) আছে। ঐ পুষ্পরেণু যখন বাতাসের বশতঃ অথবা আপনা আপনি যে "সিল্কের" মধ্যে স্ত্রী-জীবাণু (nucleus) আছে তাহাতে পড়ে, তখন ঐ পুং ও স্ত্রী-জীবাণু একত্র মিলিত হয়, এবং এইরূপ মিলনে ভুট্টায় একটী বীজ (Kernel) এর সৃষ্টি হয়। বীজের সৃষ্টি হইবা মাত্র "সিল্ক" শুষ্ক হইতে থাকে।

এক একটী "সিল্কের" উপর অনেকগুলি পুষ্পরেণু পড়িতে পারে, ৫ নং ছবিতে দেখুন। কিন্তু যতই পড়ুক না কেন কেবল একটী মাত্র পুষ্পরেণু বীজমূল (ovule) কে গর্ভবতী করে।

প্রকৃতি এই গাছ সম্বন্ধে এমন সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে যে একই সময় সমস্ত পুষ্পরেণু পড়িবে না ও সমস্ত "সিল্ক" ও বাহির হইবে না। প্রথমে ভুট্টার প্রান্ত দিক হইতে "সিল্ক" বাহির হয়, এই গুলি গর্ভ সঞ্চার করিলে, তাহার পর মধ্য স্থল হইতে "সিল্ক" বাহির হয়, সে গুলিরও গর্ভাবস্থা হইলে, পরিশেষে অগ্রভাগের "সিল্ক" বাহির হয়, তখন অবশিষ্ট পুষ্পরেণু সেগুলিরও গর্ভোৎপাদন করে। এইরূপে একটী সমস্ত ভুট্টার সৃষ্টি হয়।

এখন যদি যত্নের সহিত ভুট্টার (খোসা husk) ছাড়ান যায়, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে প্রত্যেক বীজের এক

একটী করিয়া "সিক্ত" আছে। আমরা আরও দেখি যে কোন না কোন ভুট্টাতে এক একটী বীজের ঘর ফাঁকা—তাহার কারণ যে সেই ফাঁকা বীজের "সিক্তেতে" পুষ্পরেণু আদৌ পড়ে নাই।

(ক্রমশঃ)

হারানিধি।

১

আমি যখন সবে দুই বৎসরের তখন আমার জননীর মৃত্যু হয়। শৈশবে মাতৃহীন বলিয়া আমি বাবার ও বড় দাদার অত্যধিক স্নেহভাজন ছিলাম। তা' ছাড়া মাতামহী আমাকে এত আদর করিতেন, যে তাঁহার কোল আমার বত্রিশ সিংহাসন অপেক্ষাও বুঝি ঐশ্বর্য্যশালী ছিল। দিদিমার নিকট আব্দার করিয়া পাই নাই, এমন জিনিষ বোধ হয় আমার চক্ষে কখন পড়ে নাই। এই অনন্ত স্নেহের মধ্যে আমার বাল্য জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল।

এল, এ একজামিন দেওয়ার পর কয় মাস বাড়ী বসিয়া থাকায় আমাকে জ্বরে ধরিল। গেজেটে পাসের সংবাদ পাওয়ার পর আর বাড়ীর সকম্প জ্বরের স্বাদ ভাল লাগিল না। এই বড় দাদা বহরমপুরে বদলী হইলেন। আমিও জ্বর-অজীর্ণ-ভরা দেহ লইয়া তাঁহার কাছে চলিয়া আসিলাম। এখানে আসিয়া এক মাসের মধ্যেই আমার শরীর বেশ সুস্থ হইয়া উঠিল, তখন আমি কলেজে ভর্ত্তি হইলাম।

পড়া শুনা বেশ চলিতে লাগিল। এই ভাবে এক বৎসর যাওয়ার পর বড় দাদা বহরমপুর হইতে বদলী হইলেন আর এক বৎসর পরেই আমার বি, এ পরীক্ষা, সুতরাং বড় দাদা বাসা, চাকর ও রাঁধুনী বামুনের যোগাড় করিয়া দিয়া আমাকে বহরম পুরেই রাখিয়া গেলেন। উকিল যোগেন্দ্র বাবুর সহিত দাদার খুব বন্ধুত্ব হইয়াছিল, তাঁহার উপর আমার তত্ত্বাবধানের ভার বিশেষ করিয়া দিয়া গেলেন।

২

এই স্থানে যোগেন বাবুর সংসারের একটু পরিচয় দিই। জীবনে সকলেই বিবাহ করিয়া থাকে বটে কিন্তু যোগ্যাং যোগ্যেন যোজয়েৎ কথাটা খুব অল্পই দেখা যায়, এমন কি কাহারও ভাগ্যে তাহা একবারেই দেখা ঘটে না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু যোগেন বাবুর পারিবারিক জীবন এই কথার আশ্চর্য্য সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিল। যোগেন বাবুর শ্বশুর বহরম পুরেই থাকিতেন, তাঁহার সন্তানের মধ্যে সবে দুটী কন্যা, জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিয়া জামাতাকে নিজ গৃহেই রাখিয়া ছিলেন এবং শেষে চতুর্থ বর্ষীয়া দ্বিতীয় বালিকাটিকে তাঁহাদের হাতে সমর্পণ করিয়া তাঁহারা পতিপত্নী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। যোগেন বাবু নিজে নিঃ-

১নং ছবি
একটি ভুট্টা গাছ, "T" tassel,
"E" ear বা ভুট্টা।
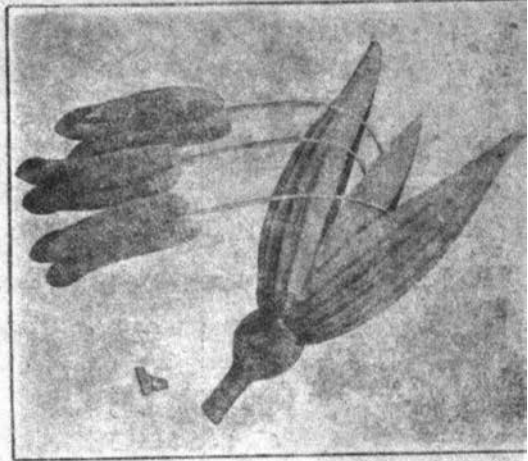
২নং ছবি—ভুট্টার একটি পুংপুষ্প।
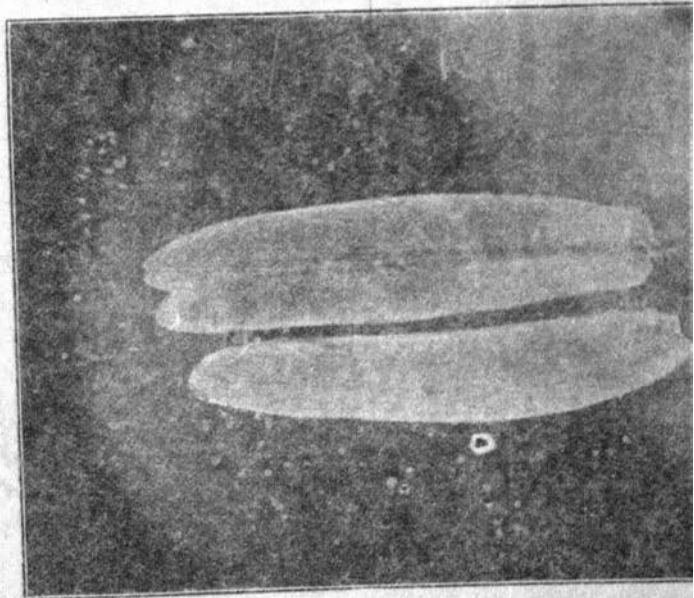
৩নং ছবি। Anther ফাটিয়া পুষ্পরেণুর পতন।

নং ছবি—৫টী স্ত্রী-অংশ বা Silk.
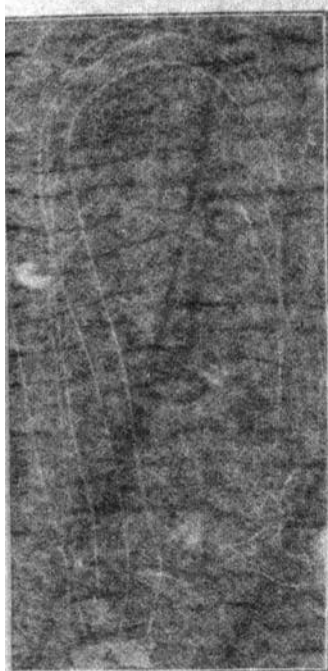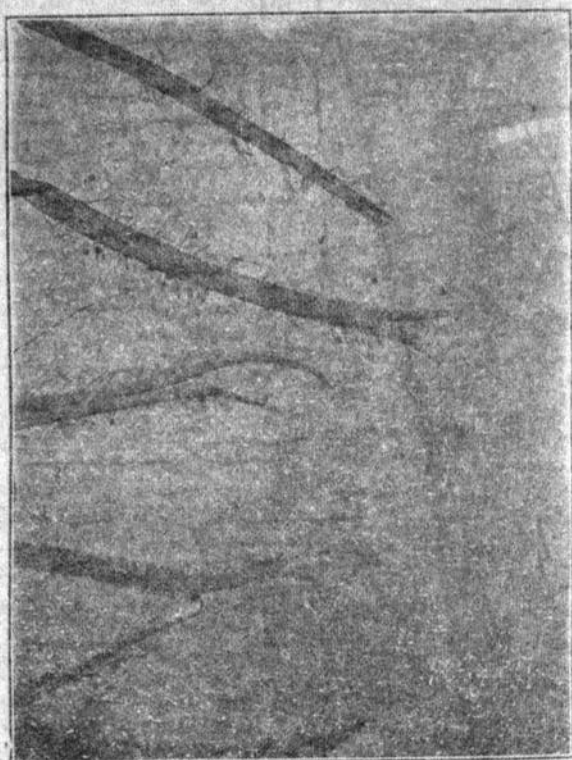
৫নং ছবি—এক একটি Silkর উপর অনেকগুলি করিয়া পুষ্পরেণু পড়িয়াছে।

লেখক ১নং ছবির জন্য Sargent, ২নং ছবির জন্য De Vries, ৪নং ছবির জন্য Bull, ৩ ও ৫নং ছবির জন্য Hopkinsর নিকট কৃতজ্ঞ।

সন্তান, বালিকা লীলাই তাঁহাদের এক মাত্র স্নেহের ধন। এই দশ্পতীর সংসার খানি সর্ব্বদা আনন্দ উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত থাকিত, তাঁহাদের দেখিলেই মনে হইত দুইটি আনন্দ প্রবাহ পূর্ণ উচ্ছ্বাসে মিলিত হইয়াছে। যোগেন বাবুর শ্বশুর তাঁহার প্রথমা কন্যার নাম "শিব জায়া" রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পূর্ণ আনন্দে সদাই রহস্য পূর্ণতা দেখিয়া তাঁহার আনন্দময় স্বামী আদর করিয়া তাঁহাকে "তরঙ্গ" নাম দিয়াছিলেন, বন্ধু মহলে তিনি "তরঙ্গ" নামেই পরিচিত ছিলেন।

বলা বাহুল্য যোগেন বাবুর স্ত্রীর সহিত বৌ দিদির নিতান্ত বন্ধুতা জন্মিয়াছিল, তাঁহার সম্পর্কানুসারে তরঙ্গ দিদি আমাকে সর্ব্বদাই ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেন। যখন হাসির উচ্ছ্বাস লইয়া তিনি আমায় আক্রমণ করিতেন আমি তখন নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পলাইবার পথ খুঁজিতাম। সেজন্য আমি যোগেন বাবুর ও তরঙ্গ দিদির একটী অপূর্ব্ব শীকার হইয়া পড়িয়াছিলাম এবং তরঙ্গ দিদির পার্লামেণ্ট হইতে একটী নূতন টাইটেল লাভ করিয়াছিলাম—"গো বেচারা"।

একদিন যোগেন বাবুর লাইব্রেরী ঘরে গিয়া দেখি তাঁহার আলমারীর উপর তিনি তরঙ্গ দিদির নাম লেখা কাগজ আঁটিয়া দিয়াছেন। আমি অবাক হইয়া অর্থ জিজ্ঞাসা করিলাম যোগেন বাবু উত্তর দিলেন অবে ও পিছু, রোজ বই গুলি পড়ে তোরা ছড়িয়ে ফেলে রাখি তাই আজ আমি ঐগুলি রীবন করে রেখেছি, এইবার আলমারীতে হাত দাও দেখি। এই কথা শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

৬

দাদা বদ্‌লী হইবার পর আমার আহারাদিটা প্রায়ই যোগেন বাবুর বাসায় চলিত, আর আমি গেলেই লীলা "শরৎ দাদা" "শরৎ দাদা" বলিয়া ছুটিয়া আসিত। জগতে লোকের যতই সুখ সম্পত্তি থাকুক না তথাপি মাতৃহীন হইলেই বুঝি সে অনাথ হয়। লীলার কোন কষ্ট নাই, পিতৃদত্ত অজস্র অর্থ লীলার জন্য সঞ্চিত রহিয়াছে, তরঙ্গ দিদির ও যোগেন বাবুর সরল অন্তরের অকৃত্রিম স্নেহ লীলার ক্ষুদ্র হৃদয়ে অবিরত বর্ষিত হইতেছে। সুস্থ দেহে, বিমল লাবণ্যে লীলা স্থলকমল সদৃশ চারিদিক আলো করিত, তথাপি লীলার সেই প্রফুল্ল বদনে, সেই উজ্জ্বল গণ্ডে, সেই নীল চক্ষু দুটীতে, যেন মাতৃহীনতার মর্ম্মভেদী দুঃখ অঙ্কিত থাকিত। সেই সুকুমার তরল লাবণ্যের ভিতর দিয়া একটী মলিন ছায়া ফুটিয়া উঠিত। কিম্বা বোধ হয় এই মাতৃহীন অভাগাকে দেখিলে ইহার অন্তরনিহিত গুপ্ত বেদনা অধিকতর ফুটিয়া উঠিত। ব্যথিত হৃদয় ব্যথার ব্যথী খুঁজে, তাই লীলাকে দেখিলে আমার বড়ই তৃপ্তি বোধ হইত, তাহার মুখের আগড়ম্ বাগড়ম গল্প আমার বড়ই মিষ্ট লাগিত। লীলাও বুঝি মনে মনে বুঝিত শরৎ দাদাও জগতে আমারি মত অভাগা, আমি যেমন জগতে "মা"

বলিয়া ডাকিতে পাই না, শরৎ দাদাও কেমনি সেই সুধাস্বাদে বঞ্চিত। তাই লীলাও আমার সঙ্গে তাহার পুতুলের, তাহার ইস্কুলের, সহপাঠির, পুস্তকের, গাছের, ফুলের গল্প করিতে এত ভাল বাসিত। আমি যোগেন বাবুর বাড়ী যতক্ষণ থাকিতাম লীলা যেন আমার ছায়ার মত বেড়াইত। এই সরলা বালিকা আমায় এত মুগ্ধ করিয়াছিল যে কোন কাজ না থাকিলেও শুধু লীলাকে দেখিবার জন্ত আমি যোগেন বাবুর বাসায় যাইতাম।

জন্ম দিনে।

নমো পিতঃ স্বর্গবাসি!
ভক্তি-অশ্রু নীরে ভাসি
তব এ মানসী বালা করিছে প্রণতি,
দেহ শুভ আশীর্ব্বাদ,
পূর্ণ হোক মনোসাদ,
দেহ আজি জন্মদিনে অলক্ষ্য শকতি।
সদা এ স্নেহের মেয়ে,
ও চরণে আছে চেয়ে,
শত শত দুখ দৈন্য অবহেলি চিতে,
তোমারি সে মন্ত্রপূতা,
এই দীনা হীনা সুতা,
ক্ষুদ্র ভোগসুখ কিবা চা'ব পৃথিবীতে ?
তুচ্ছ এ জীবন মম,
জলে জলবিম্ব সম,
এখনি মিলায়ে যা'ক বিশ্বের বাতাসে—
কিম্বা যুগ যুগ ধরি
কর্ত্তব্য পালন করি—
বিধি যা' চাহেন তাই হোক্ অনায়াসে।
আমি শুধু এই চাই,
যে ক'দিন বেঁচে যাই,
তোমারি আদেশ লয়ে জগতের পথে,
যেন গো চলিতে পারি—
তব লক্ষ্য অনুসরি
সমস্ত জীবন সঁপি বামা-হিত-ব্রতে।
আট বর্ষ যায় এই—
তুমি চলে গেছ সেই,
ভূতলে রাখিয়া তব সাধের সন্তান,
শুনিনা মধুর কথা,
পাইনা ক' সে মমতা,
দেখি না সে দেব কান্তি পবিত্র মহান!
তবু আমি জানি মনে,
স্বর্গপুরে দেবাসনে,
অজর অমর তুমি রয়েছ বসিয়া,
এ ভক্ত কুমারী প্রাণ
এই টুকু ব্যবধান—
সহিয়া রয়েছি পিতঃ! ও পদ স্মরিয়া।

প্রণতা—
বামাবোধিনী।

সমালোচনা।

"মহাত্মা প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবন চরিত।—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত, মূল্য ৵৹ আনা।

এই পুস্তক খানির লেখিকা প্রথমে তাঁহার স্বামীর (প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের) অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী দিয়াছেন, পরে শাস্ত্রী মহাশয়ের রচিত অপ্রকাশিত পত্র ও প্রবন্ধাদি সন্নিবেশিত হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্যাখ্যা করিবার শক্তি অতি সুন্দর ছিল, তাঁর মুখে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা বড় মধুর শুনাইত, তাঁহার লেখার মধ্যেও সেই ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। এই জীবন চরিতে তাঁহার জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা গেল না।

ধ্রুবের সাধনোপাখ্যান—শ্রীঅনঙ্গচন্দ্র দত্ত প্রণীত, মূল্য দুই আনা মাত্র।

ইহাতে ধ্রুবের সাধনোপাখ্যান সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। ইহা মাতৃ উদ্দেশে উৎসর্গিত।

নূতন সংবাদ।

১। ইউরোপের সাতটী যোদ্ধৃজাতি বর্ত্তমান কুরুক্ষেত্রে সর্ব্বসমেত ১ কোটী ২০ লক্ষ সৈন্য লইয়া সমবেত হইয়াছেন। স্থলে, জলে, ব্যোমে যুদ্ধ চলিতেছে,—স্থলে কিল্ড গান, মেশিনগান, বড় বড় সীজ-গান ও উইপার,—জলে অতি ভীষণ অতিকায় ড্রেডনট ও সব্‌মেরিণ,—শূন্যে জেপেলিন ও এয়োপ্লেনে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চলিতেছে—প্রত্যহ এই যুদ্ধে ১৮ কোটী টাকা ব্যয় হইতেছে।

২। কুচবিহারের মহারাণী—বরোদারাজ গাইকোয়াড়ের কন্যা,—ইন্দিরা—সম্প্রতি একটী কন্যা সন্তান প্রসব করিয়াছেন। কন্যা আয়ুষ্মতী হউক।

৩। বিক্রমাদিত্যের প্রতিমূর্ত্তি। "কালীদাস" সমিতির সভ্যগণ নবদ্বীপের নিকট প্রাপ্ত এক প্রস্তর মূর্ত্তির পাদদেশে শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিয়া ঐ প্রতিমূর্ত্তিটীকে রাজচক্রবর্ত্তী যশোবর্ম্মা বিক্রমাদিত্যের বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহারই সভায় কবি কালিদাস প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। প্রতিমূর্ত্তি শীঘ্রই কবির সাধনপীঠে রক্ষিত হইবে।

৪। দানশীল স্যার তারক নাথ পালিতের লোকান্তর—বঙ্গের অন্যতম সুসন্তান দানশীল স্যার তারকনাথ পালিত মহোদয় আর ইহ জগতে নাই। ৩রা অক্টোবর শনিবার প্রাতে সাড়ে নয়টার সময় তিনি তাঁহার বালিগঞ্জস্থ বাসভবন হইতে পরলোকগমন করিয়াছেন। পালিত মহাশয় ১৮৪১ অব্দের ২৫শে অক্টোবর তারিখে হুগলী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। কাল-

কাতায় শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি ১৮৬৭ সালে আইন অধ্যায়নের জন্ত বিলাতে গমন করেন এবং শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৮৭২ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া হাইকোর্টে ব্যবসা আরম্ভ করেন। আইন ব্যবসায়ে তিনি অত্যুচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি স্বোপার্জ্জিত বহু অর্থ স্বদেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্ত দান করিয়াছেন। এতদ্দেশে শিক্ষার বিস্তৃতি হইলেও উচ্চ গণিত এবং বিজ্ঞান শিক্ষাগারের সম্পূর্ণ অভাব দেখিয়া তিনি বিজ্ঞান কলেজ স্থাপনের জন্ত ১৯১২ সালে কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের হস্তে ১৫ লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। সেই অর্থে আজ কলিকাতায় বিজ্ঞান কলেজ স্থাপিত হইতেছে। দানশীল তারকনাথের অভাবে দেশের যে ক্ষতি হইল, শীঘ্র তাহা পূরণ হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না।

মীর বাইয়ের অলৌকিক ধর্ম্মবল সম্বন্ধে কুচবিহারের রাজমাতা শ্রীমতী সুনীতি দেবী গত সোমবার ২১শে ভাদ্র অতি সুন্দর কথকতা করিয়াছিলেন। তাহাতে সভাস্থ সকলে যারপর নাই তৃপ্ত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিছুদিন হইতে এক সত্য ভগ্নী দল সংগঠিত করিয়া তাহা দ্বারা তিনি ধর্ম্মপিপাসু তৃষিত আত্মার পিপাসার বারি দান করিয়া বেড়াইতেছেন। সকলেই অবগত আছেন মহারাণী সুনীতি দেবী স্বর্গীয়া মহাত্মা আচার্য্য কেশব চন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠা কন্যা। ইনি গত দুই বৎসরের মধ্যে পতিপুত্রহীন হইয়া এই মহা শোকাগ্নির মধ্য দিয়া ভগবানের কি এক মহা দান প্রাপ্ত হইয়াছেন যে তাহাতে অনুপ্রাণিত হইয়া, সেই অপূর্ব্ব স্বর্গসুধার আস্বাদন পাইয়া, আজ জগতের নিরাশ্রয় দুর্ব্বল ভগ্নীদিগকে সেই সুধা পান করাইবার জন্ত নিজে ভগ্নীগণকে অতি সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার প্রাপ্ত দান বণ্টন করিবার জন্ত একান্ত উৎসুক হইয়াছেন। এ দৃশ্য কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত কন্যাই বটে!

চিন্তা

আমরা সীতা, সাবিত্রি, দময়ন্তী প্রভৃতি স্ত্রীচরিত্রের আলোচনা অনেক স্থলে দেখিতে পাই, কিন্তু শ্রীবৎস মহিষী চিন্তা দেবীর কথা অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। মহাভারতের চিন্তা-চরিত্র রমণীগণের একটী প্রধান আলোচনার বিষয়। চিন্তা দেবী প্রাতঃস্মরণীয়া রমণী! সীতা, সাবিত্রি, দময়ন্তী অপেক্ষা তিনি কোনও অংশে ন্যূন নহেন। চিন্তা দেবীর পতিভক্তি, ধর্ম্মজ্ঞান, পরোপকারিতা, সত্যনিষ্ঠা, প্রভৃতি অতি প্রগাঢ়। তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তিও তদ্রূপ সুমার্জ্জিত। যখন গ্রহদেবতা শনি এবং সিন্ধুসুতা লক্ষ্মী উভয়ে আপন আপন শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে পরস্পর বিবাদ করিয়া মহারাজ

শ্রীবৎসের নিকটে বিবাদ মীমাংসার্থ উপস্থিত হইলেন, তখন মহারাজ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাঁহাদিগকে পর দিবস আসিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। পরে মহিষীর নিকটে তাঁহাদের আগমন বার্ত্তা প্রকাশ করিয়া তিনি দুঃখ করিতে লাগিলেন। বুদ্ধিমতী মহিষী চিন্তা রাজাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। কাশীরাম দাস লিখিয়াছেন —

"চিন্তা বলে মহারাজ চিন্তা করা মিছা।
যে দিন যা হবে তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

কি সুন্দর ভগবানে বিশ্বাস! কি গভীর ধর্ম্মনিষ্ঠা! রাজা ভবিষ্যৎ চিন্তায় কাতর হইয়াছিলেন, কিন্তু রাণী কিছু মাত্র বিচলিত হয়েন নাই। তাঁহার ন্যায় সহিষ্ণুতা কয় জন রমণীর আছে? তাঁহার এই অসীম ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা, রমণী মাত্রেরই শিক্ষনীয়!

যখন গ্রহদেবতা শনির কোপে শ্রীবৎস রাজার রাজ্য ধ্বংস হইল, তখন রাজা বন গমন করিবার অভিপ্রায় করিয়া রাণীকে তাঁহার পিত্রালয়ে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সতী কি তাহা পারেন? পতির দুর্দ্দিনে পতিকে পরিত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে গিয়া সচ্ছন্দতা লাভ করা কি সতীর সাধ্য? সুতরাং তিনি পিত্রালয়ে যাইতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না, পতিসহ বনগমন করাই তিনি শ্রেয় ও সুখকর মনে করিলেন। রাজমহিষী সামান্যা স্ত্রীলোকের ন্যায় পথ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। পথে মায়া নদী সৃজন করিয়া শনি রাজা ও রাণীর সঞ্চিত মণি, মুক্তা, প্রবালাদি সহ কন্থা খানি লইয়া প্রস্থান করিলেন, রাজা ও রাণী তাহাতে সর্ব্বশান্ত হইলেন। রাজা হায়! হায়! করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা বনমধ্যে পর্ণ কুটির প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন। কাননে কত বিপদ, কত দুঃখকষ্ট, চিন্তা অকাতরে সে সব সহ্য করিতেন। রাজরাজেশ্বর স্বামীর কষ্ট দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। কিছু দিন বনে বনে ভ্রমণ করিয়া মহারাজ শ্রীবৎস দীনবেশে এক কাঠুরিয়ার আলয়ে সস্ত্রীক আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, এবং কাঠুরিয়াদিগের সহিত কাননে কাষ্ঠাহরণ করিয়া দিনপাত করিতে লাগিলেন। মহারাণী চিন্তাও কাঠুরিয়া পত্নীগণের সহিত সানন্দ চিত্তে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি যে রাজমহিষী এ গর্ব্ব তাঁহার উন্নত হৃদয়ে আদৌ স্থান পাইত না। তিনি স্বহস্তে নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া কাঠুরিয়া ও কাঠুরিয়াপত্নীগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। চিন্তার এ মহত্ত্ব স্মরণ করিলে বাস্তবিক বড় আনন্দ হয়।

এক বণিকের নৌকা যখন দেবমায়ায় আবদ্ধ হইল, ছদ্মবেশী শনি দৈবজ্ঞের বেশে গণনা করিয়া কহিলেন কাঠুরিয়া পত্নীগণের মধ্যে একজন সাধ্বি রমণী আছেন, তিনি আসিয়া নৌকা স্পর্শ করিলেই নৌকা উদ্ধার হইবে। তৎশ্রবণে সেই বণিক কাঠুরিয়া ভবনে গমন

পূর্ব্বক অতি বিনীত ভাবে তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া আনিলেন। একে একে রমণীগণ সকলে নৌকা স্পর্শ করিতে লাগিল কিন্তু বণিকের নৌকা উদ্ধার হইল না। বণিক হতাশ্বাস হইয়া দৈবজ্ঞের কথা মিথ্যা বলিয়া ভাবিলেন। পরে জানিতে পারিলেন একজন কাঠুরিয়া পত্নী আসেন নাই। তখন বণিকের দৃঢ় বিশ্বাস হইল সেই রমণীই সাধ্বী, সেই রমণী আসিয়া নৌকা স্পর্শ করিলেই তাঁহার নৌকা উদ্ধার হইবে। বণিক তখন পুনর্ব্বার কাঠুরিয়া-আলয়ে উপস্থিত হইয়া অতি কাতরভাবে চিন্তা দেবীকে নিজের বিপদের বার্ত্তা বর্ণনা করিয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিলেন। চিন্তা দেবী তখন বিষম সমস্যায় পতিত হইলেন। এক দিকে শরণাগতকে রক্ষা করিতে হইবে, অপর দিকে পতির বিনা অনুমতিতে তিনি কি প্রকারে যাইবেন। শরণাগতকে প্রত্যাখ্যান করা মহা অধর্ম্ম, বণিক বিপদে পতিত, রাজার আসিতে এখনও অনেক বিলম্ব, তিনি কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। বণিকের কাতরতা দেখিয়া তাঁহার দয়ার্দ্র হৃদয় বিচলিত হইল। আর্ত্তকে রক্ষা না করিলে মহা অধর্ম্ম হইবে, হয়ত রাজা শুনিয়া রাগ করিবেন, শ্রীবৎস ধর্ম্মশীল, এই ভাবিয়া তিনি সেই অপরিচিত বণিকসহ গমন করিলেন। কি গভীর ধর্ম্মবিশ্বাস! কি উদার হৃদয়! তিনি নিজের বিপদ আদৌ চিন্তা করিলেন না। তিনি পরের উপকারের জন্য সকল কথা বিস্মৃত হইলেন। চিন্তা পরের উপকারের জন্য অপরিচিত পুরুষের সহিত গমন করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। তিনি তরণী স্পর্শ করিবা মাত্র তরণী উদ্ধার হইল, জলের উপর ভাসিয়া চলিল।

দুর্ম্মতি ধূর্ত্ত বণিক প্রথমতঃ চিন্তার রূপ-গুণে বিমোহিত হইয়াছিল, দ্বিতীয়তঃ সে মনে ভাবিল পুনরায় যদি নৌকা কোন স্থলে আবদ্ধ হইয়া যায়, এই রমণী নৌকায় থাকিলে সে আশঙ্কা থাকিবে না, অতএব এই স্ত্রীলোকটীকে যেমন করিয়া পারি লইয়া যাই। এই ভাবিয়া দুর্ম্মতি নরাধম বণিক বলপূর্ব্বক চিন্তাকে নৌকায় উত্তোলন পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। সে চিন্তার অনুনয় বিনয় ও কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিল না। সতীকে পতি-সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া পাষণ্ড পলায়ন করিল। চিন্তা তখন অনন্যোপায় হইয়া স্বীয় রূপরাশি লুক্কায়িত করিবার নিমিত্ত ভগবান অংশুমালীর নিকট বর প্রার্থনা করিলেন। ভগবান অংশুমালী সতীর প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন, এবং শীঘ্র পতিসহ মিলন হইবে ও স্বীয়রূপ পুনঃ প্রাপ্ত হইবে বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন। সতী জরাগ্রস্ত, রোগক্লিষ্ট দেহ লইয়া নিষ্ঠুর বণিকের নৌকার এক পার্শ্বে পতিত রহিলেন। মনে মনে পতি পদ চিন্তা এবং ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে কত দিন অতিত

হইয়া গেল। দুঃখে, কষ্টে, পতিবিচ্ছেদে তাঁহার দুর্দ্দশার সীমা পরিসীমা রহিল না, তথাপি তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও স্বীয় ধর্ম্ম বিস্মৃত হন নাই।

চিন্তা অসীম ধর্ম্ম বলে পুনরায় পতি সহ মিলিত হইলেন। তাঁহাদের ধর্ম্মনিষ্ঠা দর্শনে গ্রহ দেবতা শনি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে বর প্রদান করিলেন। মহারাজ শ্রীবৎস পুনশ্চ স্বীয় রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। পরে ভদ্রা নাম্নী এক রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া চিন্তা, ভদ্রা, দুই মহিষী লইয়া মহারাজ সুখে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। চিন্তা দেবীর সহিষ্ণুতা, ধর্ম্মনিষ্ঠা, পতিভক্তি, ঈশ্বরে বিশ্বাস সকলই অতুলনীয়! তাঁহার চরিত্র পাঠ করিলে হৃদয়ে অপার আনন্দ এবং পবিত্রতার উদয় হয়। চিন্তার ন্যায় ধর্ম্মশীলা নারীগণ ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই আমরা ভারত রমণী বলিয়া গৌরব করিয়া থাকি। আমাদের দোষ এই, আমরা পরের গৃহে উত্তম দ্রব্য দেখিয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকি। আমাদেরই গৃহে যে কত অমূল্য রত্ন রাশি বিরাজিত, আমরা তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহি না। সাহসে, ধর্ম্মে, সতীত্বে, ভারত রমণীর ন্যায় আর কোন দেশের রমণী আছে? ভারতে বিদুষী রমণীরও অভাব নাই। পুরাকালের স্ত্রীচরিত্র আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় আমরা কি ছিলাম, আর এখন কি হইয়াছি। বারান্তরে এ বিষয়ের আরও কিছু আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। আমরা যদি পুরাকালের রমণীগণের দৃষ্টান্তানুযায়ী কার্য্য করিতে শিখি, তাহা হইলে আমাদের গৃহে গৃহে সুখ শান্তি বিরাজ করিবে। মনোমালিন্য, কলহ-বিবাদ আমাদের গৃহ হইতে দূরে পলায়ন করিবে। সংসার ধর্ম্ম বড় কঠিন ধর্ম্ম, এখানে স্বার্থ বলিদান দিয়া ঈশ্বর-চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া কার্য্য করিতে না পারিলে সংসারের সুখ, শান্তি, ধর্ম্ম সকলই নষ্ট হইয়া যায়, গৃহ অশান্তির আলয় হইয়া উঠে।

শ্রীমতী চারু শীলা মিত্র।
হুগলী।

বামারচনা।

পালিব আদেশ তাঁর।

পরম ব্রহ্মের নাম নিয়ে সদা সত্য পথেতে
চলিব
আসুক দৈন্য, আসুক দুঃখ, না টলিব না
টলিব।
মঙ্গলময়ে করিয়া আশ্রয় চলিব মঙ্গল পথে।
আসুক রোগ, আসুক শোক, ফিরিব না
কোন মতে।
সত্যের নাম করিয়া স্মরণ ছুটিব সত্যের
পানে।

আড়ম্বর হীন সাধু জীবন আশিস তাঁহার ধ্যানে।
আনন্দময়ের অনন্ত মহিমা বুঝিবে শকতি কার?
শুধু আনত মস্তকে পলকে পলকে গাহিব আদর্শ তাঁর।

অম্বুজা সুন্দরী দাস গুপ্তা।

স্মৃতি।

শ্রাবণের ঘন আঁধারের মাঝে
এসেছিল সে যে ধরা উজলিতে।
জুড়াইতে মার ছোট বুক খানি
ক্ষণিকের হাসি পরাণে ছাইতে॥
কত সুখ-উৎস ছুটিল হিয়ায়
বুকে লয়ে এই অযাচিত দান।
দেবতা নির্ম্মাল্য চরণ রেণুকা
ফুলবাস সম তার ক্ষুদ্র প্রাণ॥
পথ ভুলে সে যে এসেছিল হেথা
চকিতের দেখা এ নর ভবনে॥
ক্ষণেকের তরে বাঁধিতে আশায়
আঁধারি শুধুই কুহেলি নয়নে?
ছিল বুঝি কিম্বা কোন অভিশাপ
নীরবে এসেছিল মায়ের কোলে।
শুধু ছিল সে গো নিরাশা স্বপন
ভেসে গেছে কোথা তীব্র আঁখি জলে॥
এসেছিল কি না বলে লয় হয় মনে
ঘুমায়ে ছিলুন যবে আশার কুহকে।
গেল ফিরে উঁকি মেরে এই হৃদি কোণে
আঁকিয়া অমর নাম হৃদয় ফলকে॥

শ্রীসুনীতি ভাদুড়ী।

---

৩৭ নং অপুরায়ের লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীমন্মথলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক ৩৯ নং অ্যান্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

মূল প্রাপ্ত ।

রাখালদাস হালদার রাজি ১।০
কালীমোহন মুখোপাধ্যায় দরজী ১।০
ভুবনময়ী দাসী রঙ্গপুর ৮০
কামিনী ও অন্নমিনী সুয়াপুর
(ষ্ট্যাম্পের কমিসন বাদে)/
যজ্ঞেশ্বর সিংহ ভক্তাডা ২।৶০
রামেশ্বর দাস রাজি ২।০
দ্বারকানাথ রায় মূলতান ৩,
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লক্ষ্ণৌ ২।৶০
মহামায়া দাসী টাকি ২।৵০
ডাক্তার কেদারনাথ চন্দ্র নলডাঙ্গা ২।৶০
যোগেন্দ্রনাথ সরকার টাকি ২।৶০
হরিমতি চট্টোপাধ্যায় কালনা ২।০
অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জনাই ২।৶০
রাখালচন্দ্র দত্ত ইংরাজ টোলা ২।০
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পাতুরে ঘাটা ২।০
প্রিয়নাথ দত্ত ইংরাজ টোলা ২।০
দীননাথ বসু বাগবাজার ২।০
উমেশচন্দ্র দত্ত রামবাগান ২।০
অঘোরকামিনী রায় মতিহারি ২।৶০
ঈশানচন্দ্র বসু গয়া ১।৵০
হরিমোহন বন্দ্যো তেলিনীপাড়া ২।৵০
কৈলাসচন্দ্র রায় দেহুডদা ২।৶০
প্রসন্নকুমার বন্দ্যো বঙ্গাসবাক ২,
মধুসূদন সেন ঐ ১৵০
কৈলাসচন্দ্র বিশ্বাস কন্ট্রোলার আফিস ১।০
যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ ১,
মথুরানাথ ঘোষাল মণিঅর্ডারআফিস ১৵০
নীলমণি চট্টোপাধ্যায় আহিরীটোলা ১
জয়গোপাল মুখো ঝামাপুকুর ১৵০
উপেন্দ্রনাথ মিত্র ঐ ৮০
কিশোরীমোহন অধিকারী কর্ণতলা ২।০
গোপালচন্দ্র ঘোষ ইংরাজটোলা ১৵০
ব্রজনাথ ধর শ্রীহট্ট ২।৶০
পরেশনাথ বিশ্বাস হরিপাল ১
বামাসুন্দরী দত্ত কোচবিহার ২।৶০
বঙ্গমহিলা ঢাকা ২।৵০
স্বর্ণময়ী দেবী ভবানীপুর ২।০
শশীভূষণ বিশ্বাস শঙ্খতলা ২।০
কালীনাথ বসু নারিকেলডাঙ্গা ২।০

সন ১২৮৪ সাল

সচিত্র

অম্বিকাচরণ আদিত্য এলাহাবাদ ২।৶০
রাখালদাস হালদার রাজি ১।৵০

বিজ্ঞাপন ।

বামাবোধিনী পত্রিকার ১০ ম ভাগ অর্থাৎ ১২৮১ সালের দ্বাদশ সংখ্যা একত্র উত্তম বিলাতী কাপড়ে বাঁধাই হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য ২৸০ মাত্র। সামান্য রূপ বাঁধান চাহিলে ২।০ টাকা লাগিবে। যাঁহাদিগের প্রয়োজন হয় কলিকাতা কলেজ স্কোয়ার ২১ নং বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে অনুসন্ধান করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

বিবৃত আখ্যায়িকা সত্য বা মিথ্যা হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি, অনন্ত কালের তুলনায় বর্ত্তমানের 'আমরা' শিশুমাত্র। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বিবৃত গল্পে এইমাত্র পাইয়াছি যে, এক বালক সরল বিশ্বাস বলে যোগিজন দুর্লভ, শিব-বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত রাতুল চরণের অধিকারী হইয়াছিল। প্রণিধান করিলে দৃষ্ট হইবে যে, সেই সরল বিশ্বাসের মূল কোথায়? আমি বলিব, উহা আমাদের সেই প্রাচীন শাস্ত্রে—যাহা অতীত হইলেও বর্ত্তমানে বালক-স্বভাব-সুলভ বিশ্বস্ত-হৃদয়ে গ্রহণ করিলে, ভবিষ্যতে অর্থাৎ জীবনান্তে নহে—জীবিতাবস্থায়ই আমাদিগকে সেই অতুল মিলনানন্দ রসের অধিকারী করে। আধুনিক উন্নতির আলোকপ্রাপ্ত নবাভিধানে সহজ সরল বিশ্বাস নামান্তরিত হইয়া অন্ধবিশ্বাসরূপে পরিগণিত হইলেও, তদুভয়ের কার্য্যফল বা সার্থকতা তুল্যরূপ; তাহাতে সংশয়ের কোন কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না। অঙ্কশাস্ত্রানুসারে ব্যষ্টিযোগে সমষ্টির উৎপত্তি—এ বিশ্বাস অসার হইতে পারে। কিন্তু হায়! যে মহা সমষ্টি হইতে বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমরা ব্যষ্টিরূপে তাঁহারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ ঘোষণা করিতেছি—তাহাই বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। যে শাস্ত্র সেই পরম যোগে আমাদিগকে অনুরাগী হইতে প্রবৃত্তি জন্মায়, কালবশে তাহাই অনাদৃত এবং উপেক্ষণীয়। ভোগবিলাসের উৎকর্ষ সাধনের জন্য অনুকূল বিশ্বাসের অনুরাগী হইতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু সেই বিশ্বাসই ধর্ম্মের নামে, শাস্ত্রের নামে অন্ধ হইয়া পড়ে, ইহা অপেক্ষা বিচিত্র আর কি হইতে পারে?

বর্ত্তমান সময়ের ধর্ম্মাধিকরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তথায় অর্থি-প্রত্যর্থিগণ নিজ নিজ স্বার্থ-রক্ষার জন্য বিচারপ্রার্থী হইলে, ব্যবহারাজীবগণ অতীত মীমাংসিত আদর্শ বর্ত্তমান বিচার্য্যবিষয়ে প্রয়োগ করিয়া ঈপ্সিত ফললাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, প্রাচীন এবং নবীন উভয় কালেই অতীত-আদর্শে কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে, ভবিষ্যতে তদনুরূপ ফল লাভ হয়, চিরন্তন বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই, সুকুমারমতি বালকদিগের ভবিষ্যৎ চরিত্র গঠনের জন্য অতীত সাধু মহাত্মাদিগের জীবনী পাঠ রূপে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।

সূক্ষ্মদর্শিগণ হয় ত বলিবেন যে, ঐহিক হিতকল্পে যাহা প্রযোজ্য, পারত্রিক মঙ্গলে তাহা সম-ফল-প্রসূ না হইতে পারে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, একই নীতি, বিষয়ভেদে প্রযুক্ত হইলে ভিন্নফলপ্রসবিনী হইবে, এরূপ উক্তি কি নিতান্ত অসার নয়? আমাদিগের ঐহিক এবং পারত্রিক উভয়বিধ মঙ্গলই কি পরস্পর তুল্যরূপে সংশ্লিষ্ট নহে? দেহের অবসানের সহিত আমাদের অনুষ্ঠিত কার্য্য-সমুদয় কি মহাকালের অনন্ত তিমির-গর্ভে যুগপৎ অন্তর্হিত

হইয়া যায়? ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য? যিনি জননীরূপে বক্ষঃস্থ পীযূষধারা সেচনে আমাদিগের বর্দ্ধন, পিতারূপে অদম্য উৎসাহ এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে পালন, স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু এবং আত্মীয় স্বজনরূপে হৃদয়ানন্দবর্দ্ধন, গুরুরূপে জ্ঞানোপদেশ দ্বারা চিত্তোৎকর্ষ সাধন করিতেছেন, এক-বাক্যে যিনি আমাদের ঐহিক জীবনের সমুদয় কার্য্যবলীর মধ্যে, সমগ্র ইন্দ্রিয়-নিচয়ে, বুদ্ধি-জ্ঞান-বিবেকাদি সদ্বৃত্তিসমূহে ওতপ্রোতভাবে চিরবিরাজিত, সেই পরম প্রেমময় পরমপুরুষ,—তাঁহার সাধের সন্তান তাঁহার নিকটে যাইতে চাহিলে, তাহার বনবাস-ব্যবস্থা করিবেন, ইহাও কি কখন সম্ভব? না—কখনও না—তিনি ত বলিয়াছেন,—"কর্ম্ম কর, 'কর্ত্তব্য' বুদ্ধিতে কর্ম্ম কর, তোমার ঐহিক এবং পারত্রিক উভয়ই আমি।" সে কথা শুনিলাম কই? সে কথা মানিলাম কই? সে কথা বিশ্বাস করিলাম কই, 'তিনি আমার' এই ভালবাসার কথা তাঁহাকে বলিতে পারিলাম কই? ভালবেসে তাঁর কাছে যাইতে চাই কই? অধিকন্তু সর্ব্ব-নাশিনী রাক্ষসী অহমিকা আমায় জপাইতেছে,—'আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা'। এই আত্মঘাতী মন্ত্র হইতেই আমার ও তাঁহার মধ্যে একটি বিস্তৃত ব্যবধান আনিয়া সেচ্ছায় তাঁহার নিকট হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছি! একবারও ভাবি না,—তিনি দূরে নহেন—অতি নিকটে, বুঝি বা তার চেয়েও নিকটে, আরও আরও নিকটে; প্রাণে আর তাঁহাতে বুঝি প্রভেদ নাই; অথবা বুঝি তিনি প্রাণ, আমিটা দেহ; না, তাও নয়; দেহ সেই প্রাণের, নতুবা 'আমিত্বের' দুর্গন্ধ যায় না। সেই নিত্য প্রাণের ঐহিক বিলাস-ভূমি এই দেহ এবং সৃষ্ট জগতের মূলে সেই বিলাস-রস-মাধুরী ঝরঝরে নিত্য প্রবাহিত! কিন্তু হায়, তথাপি ব্যবধান ঘুচে না। সকল বুঝিয়াও, দেহের সহিত নিত্য বস্তুটির নৈকট্য সাধিত হয় না। নিত্য প্রাণের সহিত দেহের এত ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও কেন যে সে বস্তু দেহগ্রাহ্য নয়, হায়! এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে!

প্রাচীন শ্রাদ্ধবিধি মধ্যে উক্ত হইয়াছে—

মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ,
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ, মধু নক্তমুতোষসঃ,
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ, মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা,
মধুমান্নো বনস্পতিঃ মধুমাংস্তু সূর্য্যো,
মাধ্বী র্গাবো ভবন্তু নঃ।

ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু।

ইহার তাৎপর্য্যার্থ আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতটুকু ধারণা হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, জীব-জন্মের প্রত্যক্ষ দেবতা—যাঁহাদের অকৃত্রিম স্নেহ ভালবাসায় অক্লান্ত আত্যন্তিক যত্নে শৈশব কৈশোর উত্তীর্ণ হইয়া, কালে আবার তাঁহাদেরই অবলম্বন হইতে পারিয়াছিলাম, কালের নিদারুণ বিধানে তাঁহাদের সহিত পার্থিব সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলেও সে স্নেহ সে ভালবাসা সন্তানে বিস্মৃত হইতে না পারায়, অন্তরে

অন্তরে এক অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যময়ী পরমা শক্তি চিরবদ্ধ থাকিয়া যায়। তৎপ্রভাবে এবং শাস্ত্রানুশাসিত নির্দ্দিষ্ট তিথিবিশেষে গোত্র নাম প্রভৃতির পুনঃ পুনঃ উল্লেখে পার্থিব স্থূল এবং দ্যুলোকবাসী পিতৃদেবগণের সূক্ষ্ম দেহ এতদুভয়ের মধ্যে দূর ব্যবধান ঘুচাইয়া বিচিত্র-সুখ-সামীপ্য উপস্থিত করে। স্থূল-সূক্ষ্মের সে মিলনে দেহী তখন মধুময় হইয়া জীবনের যাহা কিছু প্রয়োজন, তৎসমস্ত মধ্যে সে মাধুর্য্য নিবদ্ধ দেখিতে প্রয়াসী হইয়া থাকেন। তাই উক্তি, জীব-প্রাণরক্ষাকারী অনিল মধুর মধুর প্রবাহিত হউক, বারিধিকুল মধুস্রাবী হউক, ওষধি সমূহ মধুময়তা লাভ করুক, রাত্রি মধুময়ী হউক, প্রাতঃকাল মধুময় হউক, পার্থিব রজঃকলাপ মধুমৎ হউক, পিতা মধুময় হউন, দ্যুলোক মধুময় হউক, বনস্পতিগণ মধুমান্ হউক, সূর্য্য মধুময় হউক। গাভী সকল মধুময় হউক, পরিশেষে 'ওঁ' এই প্রণব মন্ত্র দ্বারা সমস্ত চরাচর সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় মধুর মধুর মধুর হউক। আমার ধ্রুব বিশ্বাস, আসক্তির অভাবই আমাকে আমার সেই প্রাণের সহিত বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। আমি দেহকে ভাল বাসি কিন্তু যাঁহাকে লইয়া—যাঁহার অস্তিত্বে দেহের অস্তিত্ব, তাঁহাকে ভালবাসি না, তাই দূরত্ব—তাই ব্যবধান। অতীত-পূজায় এই দূরত্ব নষ্ট করিতে চাহে। কারণ, প্রাচীন ব্যবস্থাদি বিশেষতঃ নৈমিত্তিক ক্রিয়াসমূহে দৃষ্ট হয় যে, তিথিবিশেষে কার্য্যবিশেষ অনুষ্ঠিত হইলে, দুঃসাধ্য সুসাধ্য হয়। একই বিষয় পুনঃপুনঃ আচরিত হওয়ায়, সাস্ত এবং অন্তরের মধ্যে অনুরাগ বা আসক্তি বদ্ধমূল হইয়া পড়ে এবং ক্রমে সেই বাক্য ও মনের অগোচর অচিন্তনীয় অখণ্ড অব্যয় বস্তু প্রকৃতপক্ষে সুগোচর অর্থাৎ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয়। যাগ, যজ্ঞ, হোম ব্রত জপ ধ্যান কীর্ত্তন প্রভৃতি সমস্তই সেই আসক্তি বৃদ্ধির পরিপোষক। আজি যে শুভ তিথি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই দিন হইতে সেই আসক্তি বা অনুরাগ সিদ্ধির প্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল। আজিকার এই দিন হইতে জগৎ বুঝিয়াছিল যে, এই চরাচর বিশ্বসংসার তাঁহার বিলাস ভূমি। অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড আপনা হারাইয়া 'শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ' বলিয়া সমস্ত কর্ম্মফল তাঁহাকে অর্পণ পূর্ব্বক তাঁহারই রস তাঁহাকে আস্বাদন করাইয়া জীবজন্ম সার্থক করিতেছে। এখনও কি বলিতে হইবে, কেন আমরা অতীত ভালবাসি? শ্রুতি বলিয়াছেন, ধীবর মাছ ধরিবার জাল বিস্তার করিলে, তাহার নিক্ষিপ্ত জাল এবং পদের নিকটবর্ত্তী স্থানে যে ব্যবধান রহিয়া যায় তন্মধ্যে যে সকল মৎস্য অবস্থান করে, তাহাদের যেমন জালে আবদ্ধ হইবার ভয় থাকে না, তদ্রূপ সেই পরমপুরুষরূপ ধীবর কর্ত্তৃক কালরূপ বাগুরা অহর্নিশ বিস্তৃত হইয়া, নিয়ত জীবকুলকে ধ্বংসপুরে প্রেরণ করিতেছে, কিন্তু তাঁহার শ্রীচরণ সমীপাগত জীবকুলের আর ভয়ের কোন কারণ থাকে না, যেহেতু তাহারা

কালভয় নিবারণ অভয় পদের সন্নিহিত। আমাদের অতীত-পূজা সর্ব্বকালে সমভাবে সেই শ্রীচরণ-সমীপে অবস্থান করিতে শিক্ষা দেয়। এই শিক্ষার সহিত তিথিবিশেষ রূপ অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হইয়া বহুদিন সাপেক্ষ কার্য্য নিমেষ মধ্যে সংঘটিত হইয়া থাকে। শ্রীযতীন্দ্রকুমার ভাদুড়ী।

১৩১৯ ফাল্গুন, কল্পনা হইতে উদ্ধৃত।

হারানিধি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমি যে কি দেখিলাম তাহা কি বলিব! যখন আমি লীলাকে বিবাহ করি তখনও লীলা সুন্দরী ছিল, এখন এই পূর্ণ যৌবন সমাগমে সে রূপ কি অপূর্ব্ব শোভায় বিকশিত হইয়াছে। বুঝিলাম লীলাদেবী এই অধমের ভোগ-কলুষিত হওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্যা! এ পাপ দেহের বায়ু লাগিলে অচিরে এ ফুল্ল নলিনী শুকাইয়া উঠিত তাই ভগবান তাঁহার এ পবিত্র কুসুমটি নিজেরই অর্ঘ্যের জন্য সাজাইয়া রাখিয়াছেন। অমি অনিমেষ চক্ষুতে লীলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। লীলা কিন্তু চকিতে আমার মুখের দিকে একবার চক্ষু তুলিয়া চাহিল তার পর গললগ্নীকৃত বাসে আমার পায়ে প্রণাম করিল। আমি তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিতে যাইতেছিলাম কিন্তু লীলা আপনিই উঠিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল "বিধাতা আমার প্রতি অত্যন্ত সদয়, আমি তোমরই খোঁজে হরিদাস দাদাকে পাঠাইতে ছিলাম কিন্তু তিনি আমার দুয়ারেই তোমাকেই আনিয়া দিলেন। তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে।"

"কি কথা শীঘ্র বল, লীলা! আমার বিপদের কথা জানতো, অধিকক্ষণ আমার অপেক্ষা করিবার যো নাই। সেই ফুল শয্যার পর এই দেখা, কিন্তু লীলা! আমাদের মিলনেই বিধাতার অভিসম্পাত আছে, দুই বারেই ভীষণ মনোকষ্টে দেখা হইল।

"তোমার পত্রে আমি গত সপ্তাহ পর্য্যন্ত সংবাদ পাইয়াছি। পরে প্রায় এক সপ্তাহ তোমার পত্র না পাইয়াই নিতান্ত বিপদ আশঙ্কায় এখানে চলিয়া আসিয়াছি। যোগেশ বাবুর খুড়তুতো ভাইয়ের এই বাসা, তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে সকলেই এখানে আছেন বলিয়া আর দিদির আসা আবশ্যক হয় নাই। তাঁহাকে আসিতে হইলে আমার এত শীঘ্র আসা হইত না। সে কথা যাক্, তোমার চিঠিতে আমি তোমাদের অর্থাভাবের সন্দেহ করিয়াছিলাম, সেটা সত্য কিনা জানিতে চাই।"

বড়দাদার সেইরূপ শয্যাশায়ী মূর্ত্তি মনে জাগিয়া উঠিল, সজল নয়নে বলিলাম, লীলা! দাদার জীবন সঙ্কট, অর্থাভাবে বুঝি চিকিৎসাটিও বন্ধ করিতে হইবে, আমি

পথে পথে সেই চিন্তাতেই বেড়াইতে-ছিলাম।”

লীলা তখন হাঁটু গাড়িয়া আমার পায়ের কাছে বসিল, তার পর অঞ্চল হইতে এক তাড়া নোট খুলিয়া আমার পায়ের উপর রাখিয়া বলিল “প্রাণাধিক! তোমার দাসী তোমার কোনও কাজে লাগে নাই, এ তোমারই অর্থ, তোমার চরণে ইহা উৎসর্গ করে তোমার দাসীকে আজ কৃতার্থ হতে দাও!”

আমার চক্ষু তখন বাষ্পে অন্ধকার দেখিতেছিল, লীলার হাত ধরিয়া বক্ষে টানিয়া লইলাম, তিন বৎসর পরে আবার আজ সেই ওষ্ঠে চুম্বন করিলাম, কি মোহ! কি তৃপ্তি! কি আবেগ! কি মাদকতা! বলিলাম “লীলা! বক্ষ হইতে কি তোমায় বিচ্ছিন্ন করা যায়।” সুখের আবেশে আমার দেহ অবসন্ন হইয়া আসিল।

লীলা বিদ্যুৎ বেগে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইল, একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়া চক্ষু নামাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে বলিল আজ আর দেরী করো না, ২০৲ টাকা করিয়া হাজার টাকার নোট আছে, তুমি ইচ্ছামত বড় দাদার চিকিৎসা করাও। অর্থের জন্ত কোনও ভাবনা নাই।”

একবার, আর একবার মাত্র, লীলার প্রতি চাহিয়া আমি বাহিরে আসিলাম।

১২

রাত্রিতে বাড়ী আসিয়া একেবারে বড় দাদার ঘরে গেলাম, রোগী অর্দ্ধ অচৈতন্য, যন্ত্রণায় অত্যন্ত অস্থির, মেজদাদা মাথার কাছে বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছেন, বৌদিদি বসিয়া পায়ে হাত বুলাইতেছেন। ছেলে পিলেরা সকলেই পৃথক ঘরে মেজ বৌ দিদির জিম্মায় রহিয়াছে। আমি বৌ দিদিকে হস্তসঙ্কেতে বাহিরে আনিয়া বলিলাম “বোধ হয় ঈশ্বর এবার বড়দাদার জীবন রক্ষা করিলেন, চিকিৎসার টাকা যোগাড় করিয়াছি।” বৌদিদি বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন “কেমন করিয়া যোগাড় করিলে? অল্প টাকার ত ব্যাপার নয়, কত টাকার যোগাড় হইল?

“এক হাজার, পরে আবশ্যক হইলে আরও পাওয়া যাইবে” বলিয়া নোটের তাড়া বৌদিদিকে দেখাইলাম। স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের প্রতি চাহিয়া দৃঢ় স্বরে বৌদিদি বলিলেন, “ঠাকুরপো, বিপদে ধর্মচ্যুত হ'য়োনা, টাকা না হ'লেও ভগবানের দয়ায় রোগ আরাম হয়, বল তুমি এত টাকা কোথায় পেলে।

বৌদিদির ভয় দেখিয়া আমার হাসি আসিল, আমি বলিলাম, “তোমার কি বিশ্বাস হয় বৌদিদি! আমি টাকা চুরি করিয়া আনিয়াছি।”

“অন্য কারণে হলে বিশ্বাস হ'ত না কিন্তু আমি জানি তোমার দাদার জীবন রক্ষার জন্য তুমি সব পার।” তখনও বৌদিদির চক্ষু জ্বলিতে ছিল।

“না তোমার সে ভয় নাই, বল দেখি আমাদের এ বিপদে কে সাহায্য করিতে পারে?”

খানিক চিন্তা করিয়া বৌদিদি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "এ জগতে ত এমন কাকেও দেখি না" আমি মৃদু স্বরে বলিলাম "তোমার হতভাগিনী বোন, লীলা।"

বৌদিদি দাঁড়াইয়া ছিলেন বসিয়া পড়িলেন, দর দর ধারে চক্ষু বহিয়া জল পড়িতে লাগিল, বলিলেন "ঠাকুরপো! সেই লক্ষীর শাপে আমার সংসার ভষ্ম হইতে বসিয়াছে, যদি আমি দিন পাই এক দিকে জগৎ সংসার, আর এক দিকে আমার লীলাকে করিব, ওঁকে যদি আবার ফিরে পাই জানিব সে কেবল লীলারই জন্ত।"

প্রাতে উঠিয়া বাবার কাছে যাইতেই বাবা ব্যাকুল স্বরে বলিয়া উঠিলেন "শরৎ বিনা চিকিৎসায় নলিন আমার চলে যায়, টাকার কোনও উপায় হইল না।"

বাবার কথায় আমার চক্ষে জল আসিল। প্রথমে আমার কথা বাহির হইল না, একটু সামলাইয়া বলিলাম "না বাবা ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। আমি টাকার যোগাড় করিয়াছি।

"কত টাকা শরৎ—

এখন ১০০০৲, প্রয়োজন হইলে আরও, পাওয়া যাইবে। কথাটা বলিতে গলাটা একটু কাঁপিল, বাবার কাছে সে টুকু গোপন রহিল না, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন "শরৎ আমি জানি তুমি আমার সহিত পরিহাস করিবে না, কিন্তু এই বিদেশে বিনা বন্দকে এত টাকা তুমি কোথায় পাইলে? যদি বহরমপুর হইত বা যোগেন বাবু কলিকাতায় থাকিতেন তবে আমি সন্দেহ করিতাম না। তুমি তাঁহাদের নিকট হইতে এ টাকা আনিয়াছ তাহা সম্ভব নহে, অথচ এত টাকা তোমায় কে দিল জানিতে চাই।"

কথা আর বাহির হইতে চায় না, কিন্তু বাবার কথার উত্তর দেওয়া চাই, তাই কম্পিত কণ্ঠে বলিলাম "আপনার অনুমান মিথ্যা নহে, আমার স্ত্রী কলিকাতায় আসিয়াছে।"

"তাই জানিতে পারিয়াই তুমি তাঁহার নিকট টাকার জন্ত দৌড়িয়াছিলে?

"আমি যাই নাই, চাইও নাই, রাস্তা হইতে লোক দিয়া আমায় ডাকাইয়া অনেক মিনতি করিয়া এই টাকা দিয়াছে?"

"কত সুদ ধার্য্য করিয়াছ?

"সুদ বা পরিশোধের কথা কিছু বলি নাই।"

"ধিক শরৎ! যাহাকে তুমি গ্রহণ করিতে পার নাই তাহার অর্থে তুমি কোন সত্বে দাবী রাখ। আমি প্রাচীন প্রথার অনুগামী লোক, সমাজকে অত্যন্ত ভয় করি, সেই জন্ত জানিয়া শুনিয়াও স্বর্ণ সীতাকে গৃহহীন করিয়া রাখিয়াছি। বুঝি সেই পাপেরই আজ এই প্রতিফল। কিন্তু তাই বলিয়া আমি পিশাচ নই, শরৎ এ টাকা আমি ঋণের সত্বে ভিন্ন গ্রহণ করিতে পারি না।"

সহসা গৃহে এক নারী মুর্ত্তির আবির্ভাব

হইল। বুঝিলাম এ লীলা, আমি সেখান হইতে উঠিয়া একটু অন্তরালে গেলাম, লীলা সহসা বাবার নিকট কেন আসিয়াছে জানিবার জন্ম অত্যন্ত কৌতূহল হইল। লীলা বাবার চরণে প্রণতা হইয়া বলিল "ইহাতে ক্ষতি কি বাবা। সমাজ ভয়ে আপনি আমায় গৃহে স্থান দেন নাই, তাই বলে কি অন্তরের স্নেহের দাবীও আমি করিতে পারিব না? বাবা, সাক্ষাৎভাবে চরণ সেবায় বঞ্চিত হইয়াছি, তথাপি এই তুচ্ছ অর্থেও যদি একটু উপকার করিতে পারি দাসীকে সে ভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিবেন না।"

বাবা মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "ওঠ মা। তুমি আমার রূপে লক্ষী, গুণে সরস্বতী, আমিই অভাগা তাই এমন মায়ের কোল হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। মা তুচ্ছ অর্থ নয়, আজ তোমার অর্থে আমার নলিনের জীবন রক্ষার উপায় হইবে। তবে মা ছেলের একটা আবদার রাখ, লোকে যেন তোমাকে কুপুত্রের মা বলিয়া গালি না দেয়, তুমি ঋণ হিসাবে আমায় টাকা দাও।" লীলা সহাস্যে উত্তর করিল" কিন্তু সুদের বোঝা চাপাইবেন না ত?"

বাবা বলিলেন, "বাবা মায়ের কাছে ছেলেরা পাইয়া বসে কিন্তু সেয়ানা মাকে ত পারিবার যো নাই মা?"

তখন লীলা আবার বাবার পায়ের কাছে মাথা নোয়াইয়া বলিল, ''বাবা আমি আর একটী„ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।

''কি মা।"

"যতদিন বড়ঠাকুর পীড়িত থাকিবেন আমায় রোগীর সেবায় অনুমতি দান করুন, তিনি আরোগ্য হইলে আমি আবার চলিয়া যাইব।" বোধ হয় বাবার চক্ষুতে জল আসিয়াছিল, কেন না গলাটা একটু ধরা ধরা বোধ হইল। তিনি বলিলেন, "মা তুমি আজ আমার পুত্রবধূ নও, আমি দেখিতেছি স্বয়ং জগদ্ধাত্রী আমার বিপদ নাশ করিতে আসিয়াছ মা, আজ কার সাধ্য তোমায় প্রত্যাখ্যান করে।

১৩

সেই দিন হইতে লীলা তাহার দেহ, মন, অর্থ, সকলই আমাদের সংসারে উৎসর্গ করিয়া দিল। বড় বৌদিদি দিবানিশি দুঃসহ মনঃকষ্টে পীড়িত হইয়া এক রূপ বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন, বড়দাদাকে দেখা যেমন প্রয়োজন বৌদিদিকে দেখাও সেইরূপ হইয়া উঠিল, কেহ ধরিয়া স্নান আহার না করাইলে একই ভাবে সারাদিন বড় দাদার পায়ের তলাতেই বসিয়া আছেন। বালিকা হইতে বৌদিদির যে শ্বশুরের সেবা দেবসেবা অপেক্ষা অধিকতর আদরনীয় ছিল আজ বাবার খাওয়া হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিতেও তাঁহার মনে থাকে না। ছেলে মেয়ে গুলি ত মায়ের মুখ দেখা হইতেও বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছে, একবার ভ্রমেও তাহাদের নাম মুখে আনিতে শুনি না। নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিয়া না শোয়াইলে কিছুতেই ঘুমাইতে চাহেন না।

আমরা ত বড় দাদাকে লইয়াই অস্থির মেজবৌদিদি বেচারি ছেলে পিলে ও সংসার লইয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল, লীলা বড় বৌদিদির ভার লইয়া পড়িল। আমি জানিতাম লীলার মানসিক গুণ অসামান্য হইলেও কার্য্যদক্ষতা কখনই তাহার নিকট প্রত্যাশা করিতে পারিব না, কিন্তু আমি তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। ছেলে মেয়েরা আজকাল মেজ বৌদিদির অঞ্চলচ্যুত হইয়া লীলার অঞ্চল প্রান্তে আসিয়া আড্ডা গাড়িয়াছে। সমস্ত দিন ইহাদের লইয়া কাটাইয়া রাত্রিতে লীলা রোগীর শিয়রে বসে। এইবার আমার সঙ্গে তাহার খানিক কথাবর্ত্তা হয়। আমিও তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গের ভয় দেখাইয়া বসিতে দিব না, সেও আমার বিষয়ে ঐরূপ কারন দেখাইয়া বসিতে দিবে না, আমার সাধ্যমত ঝগড়া চালাইতে ত্রুটি না হইলেও অবশেষে প্রায়ই আমাকে হারিতে হইত। তার পর লীলার প্রসাদে যখন অবসন্ন মস্তক উপাধানে ন্যস্ত করিয়া নাসিকাধ্বনি করিতাম তখন লীলার যুক্তির সারবত্তা ভালরূপেই অনুভব করিতাম।

এক দিকে যেমন ঐশ্বর্য্য সেবিতা, চির-সুখ পালিতা লীলা নিজের বক্ষের রক্ত ঢালিয়া সংসারে সকলের সেবায় যেমন নিযুক্ত হইল অপর দিকে তেমন এই ভীষণ অর্থাভাবের সময় লীলার অর্থরাশি স্বর্গের পূত মন্দাকিনী ধারার মত আমাদের সকল অভাব বিদূরিত করিতে লাগিল। আমরা বুঝিতে পারিলাম এই সময়ে লীলা না থাকিলে আমাদিগের কি দুর্গতি হইত। সে দুর্দ্দশার কথা মনে করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠিত। "ঈশ্বর বড়দাদাকে সুস্থ করুন, লীলার এই কঠোর তপস্যা সফল হউক" আমি সর্ব্বদা এই প্রার্থনা করিতাম।

এক মাস কাল কখনও আশা কখনও নিরাশার সহিত অবিরত সংগ্রাম করিয়া শেষে ডাক্তার একদিন বলিয়া গেলেন "আর ভয় নাই।"

গল্পে আছে যে মায়া পাহাড়ের নিম্নদেশে বহু রাজপুত্রের পাষাণ দেহ স্তূপে স্তূপে পড়িয়াছিল, রাজকন্যা ঝরনার জল ছিটাইতে সকলে জীবিত হইয়া উঠিল, আমাদেরও বুঝি তাই হইল, এই একটী কথার উপর একটী প্রলয়ের মেঘ যেন বুকের উপর হইতে সরিয়া গেল। হতাশ পরিবারের মধ্যে আবার আশা আনন্দ একটু খানি সাড়া দিল।

বড়দাদা আরোগ্য হইতেছেন ইহা অপেক্ষা আমাদের আনন্দের আর কি আছে। কিন্তু তবু বুক কেন দুর দুর করে? থাকিয়া থাকিয়া চোখ কেন জলে পুরিয়া আসে। আজ প্রায় দুই মাস আমি যে আনন্দে, যে সুখ স্বপ্নে ভোর হইয়াছিলাম সে সুখের কি অবসান হইয়া আসিতেছে? বড়দাদা আরোগ্য হইলে সত্যই কি লীলা চলিয়া যাইবে? আবার কি সংসার আমার পক্ষে অন্ধকারময় হইয়া যাইবে? হায়! এ হতভাগা তবে কি লইয়া সংসারে থাকিবে? তবে এই সুখস্বপ্ন

থাকিতে থাকিতেই হে ঈশ্বর আমার মৃত্যু হউক, আমার আর দুঃখ বহনের শক্তি নাই।

বড়দাদা যে দিন প্রথম বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছেন, বৌদিদি ধীরে ধীরে বাতাস করিতে ছিলেন। বাবা কাছে বসিয়া ছিলেন, আমি অনেক দিনের পরে আজ বারান্দায় ফুলের টবগুলার মাটী খুঁড়িয়া দিতেছিলাম, দেখিলাম লীলা সুরুয়ার বাটি হাতে করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। বড়দাদা বাবার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন "মার অভাব এতদিনে পূর্ণ হইয়াছে। তিনি থাকিলেও বোধ হয় এত যত্ন করিয়া উঠিতে পারিতেন না। বাবাও তেমনি হাসিয়া বলিলেন "দেখনা নলিন, মা নিজের চেহারাটী কি করিয়াছেন। তুমি জান না, কি করিয়া মা একদিকে তোমার সেবা আর একদিকে এই বুড়ো ছেলে আর এত বড় সংসারের ভার বহিয়াছেন। ছোট বৌমা না থাকিলে তোমায় ফিরিয়া পাইতাম না।"

বড়দাদা ততক্ষণে সুরুয়া খাওয়া শেষ করিয়াছেন। লীলা পাত্র গুলি উঠাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। বৌ দিদি ধীরে ধীরে বাবাকে বলিলেন "লীলা আজকাল যাওয়ার কথা উত্থাপন করিতেছে" আমি প্রায় নিঃশ্বাস রোধ করিয়া বাবার উত্তরের অপেক্ষায় রহিলাম। বাবা বলিলেন "অত্যন্ত পরিশ্রমে শরীর বোধ হয় খারাপ হইয়াছে, মার একটু বিশ্রামের বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে।"

"না, সেজন্য নয়, লীলা বলিতেছেন "এখন ত ইনি আরোগ্য হইয়াছেন আমি আর এখানে থাকিলে যদি কেহ কিছু বলে ?"

দেখিলাম বড়দাদাও বাবার উত্তরের অপেক্ষায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন।

বাবা বলিলেন "তাঁহাকে বলিও যখন তাঁহাকে ঘরে আনিয়াছিলাম তখন লোকের কথাই বড় ভাবিয়াছিলাম বটে, কিন্তু এখন আমার লীলার কাছে লোকের কথা অতি তুচ্ছ, বিধাতার বাণী হইলেও তাহা আর গ্রহণীয় নয়। লীলা শুধু আমার পুত্রবধূ নয় আমার সংসারের সাক্ষাৎ মঙ্গল রূপিনী দেবী।"

দেখিলাম বৌ দিদি কাঁদিতেছেন, বলিলেন "বাবা আপনার কথায় আজ প্রাণ পাইলাম। আজ আমাদের শূন্য মন্দিরের দেবী আবার ফিরিয়া আসিলেন।

১৫

আজ বাড়িতে বড় ধুম, ফুলের মালা, পাতা ও তোড়ায় ঘর পরিপূর্ণ। বিছানায় ফুলের মশারি, ফুলের পাখা, ফুলের মালা ছড়ান, ফুলের ত কথাই নাই। এসেন্সের ত ঢেউ খেলিয়াছে বলিলেই হয়, রজনীও তেমনি জ্যোৎস্না বিধৌতা। জানালা দিয়া শয্যার উপর জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। আমি গৃহের আলো কমাইয়া দিয়া সেই জ্যোৎস্নার উপর দেহ ঢালিয়া দিলাম।

মনোহর ফুলের সাজে ভূষিতা লীলাকে লইয়া বৌদিদিরা ঘরে প্রবেশ করিলেন।
মেজ বৌদিদি বলিলেন "দেখো, ভাত

খাবি, না হাত ধোব কোথা, এতদিন তো ঘোড়ার মত দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে এসেছ আজ একটু বসবারও ক্ষমতা নেই ? বলি ওঠনা গো।” আমিও কেন ছাড়ি, বলিলাম “জানত অতি ক্ষুধায় লোক দুহাতে খায়।”

“তবে অতি দর্পে হতা লঙ্কা হয়ে যাবে, উঠ্‌বে ত ওঠ নইলে লীলাকে নিয়ে চল্লুম।”

বড় বৌদিদি স্নেহ মিশ্রিত স্বরে বলিলেন “ওঠনা ঠাকুরপো” মেজ বৌদিদির ছিল পরিহাস, বড় বৌদিদির আজ্ঞা, এবার আর এড়াবার উপায় নাই। উঠিয়া বসিলাম, তাঁহারা লীলাকে আমার পাশে বসাইয়া দিলেন, দেখিলাম বৌ দিদির চক্ষুতে স্নেহাশ্রু বিগলিত হইতেছে। গদগদ কণ্ঠে বড় বৌদিদি বলিলেন, “লীলা কেবল তোরই জন্য আমি আমার স্বামী পাইয়াছি, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম এবার তোকেও তোর স্বামীর সঙ্গে মিলন করিয়া দিব। কিন্তু সে কেবল আমার অহঙ্কার করাই সার, তুই নিজের গুণে সাবিত্রীর মত আপনিই স্বামীর পায়ে স্থান পাইয়াছিস, লীলা! ঐস্থান তোর অক্ষয় হইয়া থাক এই আশীর্ব্বাদ করি।”

বড় বৌদিদি চলিয়া গেলেন, হাস্যরতা মেজ বৌদিদি যাইতে যাইতে বলিলেন “একটু বড় করে কথা ক’য়ো, ঠাকুরপো! বাহিরে থেকে যেন শুনতে পাই।”

আমি হাসিয়া বলিলাম “লীলা! ফুল শয্যার দিনের মত কি সাধিয়া ঘোমটা খুলাইতে হইবে?”

লীলা হাসিয়া বলিল “কতক্ষণ সাধিয়াছিলে মনে আছে ?”

“আঃ আবার সে কথা, লীলা! আমাদের এই প্রথম মিলন।” লীলা বলিল “তবে আমিই বা কেন তোমার মান ভাঙ্গানর সুখ হইতে বঞ্চিত হই” বলিয়া ঘোমটা দিয়া বসিল।

“লীলা! জানত ‘দেহি পদ বল্লব মুদারম্‌’ কথাটা পুরুষের অনভ্যস্ত নয়, তবে তোমার মত নারী রত্নের চরণ ধরা সত্যই পরম সৌভাগ্যের কথা, লীলা! আমি বড় ভাগ্যবান।”

হায়রে বিধি! সব উল্‌টাইয়া গেল, লীলা ঘোমটা ফেলিয়া দিয়া আমার পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িল, বলিল “ছি, ও কি কথা ? আমি তোমার চরণের রেণু, আজ তোমার চরণে পড়িয়া আমার নারী জন্ম সার্থক হইল, আমায় কেবল এইখানে স্থান দিও আর কিছু আমার প্রার্থনীয় নাই।”

কণ্ঠের হার কি লোকে চরণে ফেলিয়া রাখে। আমার বুকের নিধি বুকে তুলিয়া লইলাম। দুজনেরই ঠোঁটে হাসি, চোখে জল, পূর্ণ বুক, নির্ব্বাক অধর, পরিপূর্ণ সুখে লীলার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলাম। এই চিরতপ্ত প্রাণ দুটির মিলন বন্ধনের প্রতি চাহিতে চাহিতে চাঁদ পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িল।

সমাপ্ত।

শিখ গ্রন্থ—সুখমণি সাহিব।

বিরথী সাকত কী আয়রঞা।
সাচ বিনা কহ হোবত সুচা।
বিরথা নাম বিনা তন অন্ধ।
মুখ আবত তাকৈ দুর্গংধ।
বিন সিমরন দিন রৈন বৃথা বিহায়।
মেঘ বিনা জিউ খেতী যায়।
গোবিন্দ ভজন বিন বৃথে সভ কাম।
জিউ কিরপণ কে নিরারথ দাম।
ধংন ধংন তে জন জিন জিহ ঘট বসিও হরি নাউ।
নানক তাকৈ বলি বলি যাউ ॥৬

শাক্ত অর্থাৎ তান্ত্রিকদিগের চেষ্টা বৃথা।
সত্য বিনা কি প্রকারে পবিত্র হওয়া যায়?
অন্ধ তনু যদি নাম না কয়ে ত বৃথা।
তাহার মুখ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়।
ভগবানের স্মরণ বিনা দিবা রাত্রি বৃথা কাটায়।
যেমন জল বিনা ক্ষেত্র শুকাইয়া যায়।
গোবিন্দ ভজন ব্যতিরেকে সকল কার্য্যই বৃথা
যেমন কৃপণের ধন নিরর্থক হইয়া থাকে।
সেই জন্যই ধন্য ধন্য যাঁর হৃদয়ে হরি নাম বাস করে।
নানক বলিতেছেন, সেই জনকে বলিহারি যাই ॥৬

রহত অবর কুছ অবর কমাবত।
মন নহী প্রীতি মুখহু গংঢ লাবত।
জানন হার প্রভু পরবীন।
বাহের ভেখ ন কাহু ভীন।
অবর উপদেশৈ আপন করৈ।
আবত যাবত জনমৈ মরে।
জিসকৈ অন্তর বসৈ নিরংকার।
তিস কী সীখ তরৈ সংসার।
যো তুম ভানে তিনি প্রভু জাতা।
নানক উন জন চরণ পরাতা ॥৭

মানুষ ও কাজ এ কাজ করিতেছে।
ভিতরে প্রেম নাই মুখে ভালবাসা দেখাইতেছে।
কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ প্রভু সব জানেন।
মানুষ বাহিরে ভেক লইয়াছে কিন্তু ভিতরে প্রেম নাই।
অপরকে উপদেশ দে নিজে কিছু করে না।
আসিতেছে যাইতেছে, জন্মিতেছে, মরিতেছে।
যাঁহার অন্তরে নিরহঙ্কার বাস করে
তাঁহার উপদেশে সংসার তরিয়া যায়
প্রভু তুমি যাহাদের ভাল বাস তাহারাই তোমাকে জানিতে পারে।
নানক এমন সব ভক্তের চরণে পতিত হয় ॥৭

করৌ বেনতি পারব্রহ্ম সভ জানৈ।
অপনা কিয়া আপহি মানৈ ॥
আপহি আপ আপি করতা নিবেরা।
কিসৈ দূরি জনাবত কিসৈ বুঝাবত নেরা ॥
উপাব সিয়ানপ সগল তে রহতে।
সভ কুছ জানৈ আতমী রহত ॥
জিসু ভাবৈ তিসু লয়ে লড়িলাই।
আন অনন্তর রহ্যা সমাই ॥
যো সেবক বিস্ঠকিরপাকরী।
নিমখ নিমখ জপ নানক হরি ॥৮

তাঁহাকে স্তুতি কর, পরব্রহ্ম সকল জানেন
তিনি আপনার কার্য্য আপনি দেখিতেছেন।

তিনি আপনিই কর্ত্তা হইয়া সব করিতে-
ছেন।
কাহাকেও জানান তিনি দূরে আছেন,
কাহাকেও বুঝান তিনি নিকটে।
তিনি ধূর্ত্ততা এবং কূট বুদ্ধি রহিত।
তিনিই সেই আত্মার গতি জানেন।
যাঁহার প্রতি তিনি কৃপা করেন তাঁহা-
কেই তিনি নিজের বশে টানিয়া লন।
তিনি সকল স্থানেই প্রবেশ করিয়া
আছেন।
সেই তাঁহার সেবক যাহার প্রতি তিনি
কৃপা করেন।
নানক বলিতেছেন, প্রতি নিমেষে হরি
নাম জপ কর ॥৮

৬ শ্লোক।

কম ক্রোধ অরু লোভ মোহ বিনশি যাই
অহংমেব।
নানক প্রভু শরণাগতী করি প্রসাদ গুরু
দেব ॥১
কাম ক্রোধ লোভ মোহ এবং অহঙ্কার
তাহার নষ্ট হইয়া যায়।
নানক বলিতেছেন, যাহাকে গুরুদেব কৃপা
করিয়া প্রভুর শরণাগত করিয়াছেন ॥১

অষ্টপদী।

জিহ প্রসাদি ছত্তীহ অমৃত খাহি।
তিস কৌ সিমরত পরম গতি পাবহি ॥
জিহ প্রসাদি বসহি সুখ মংদার।
তিসহি ভিয়াই সদা মন অংদার ॥
জিহ প্রসাদি গৃহ সংগি সুখ সব বসনা।
আট পহর সিমরহে তিসু রসনা ॥
জিহ প্রসাদি রংগ রস ভোগ।
নানক সদা ধ্যাইয়ৈ ধ্যাবন যোগ ॥১
যাঁহার প্রসাদে ছত্রিশ ব্যঞ্জন অন্ন খাই-
তেছ।
তাঁহাকে স্মরণ কর, পরম গতি প্রাপ্ত
করিবে।
যাঁহার প্রসাদে সুখের ভবনে বাস করি-
তেছ।
তাঁহাকে সতত মনমধ্যে ধ্যান কর।
যাঁহার প্রসাদে তোমার জন্য সকল
প্রকার গৃহ সুখ রহিয়াছে।
অষ্ট প্রহর রসনাতে তাঁহাকে স্মরণ কর।
যাঁহার প্রসাদে সুখের ভবনে বাস করি-
তেছ।
নানক বলিতেছেন, সর্ব্বদা তাঁহাকে ধ্যান
কর, তিনি ধ্যানের যোগ্য ॥১
যিহ প্রসাদি পাট পটংবর হইবহি।
তিসহি ত্যাগি কত অবর লুভাবহি ॥
জিহ প্রসাদি সুখি শেজ শেইজৈ।
মন আট পহর তাকা যশ গাবীজৈ ॥
জিহ প্রসাদি তুঝ সব কোউ মানৈ।
মুখি তা কো যশ রসন বখানৈ ॥
জিহ প্রসাদি তেরো রহতা ধর্ম্ম।
মন সদা ধ্যাই কেবল পার ব্রহ্ম ॥
প্রভুজী জগত দরগহ মান পাবহি।
নানক পতিসেতী ঘর যাবহি ॥২
যাঁহার প্রসাদে রেসমের বস্ত্র পরিধান
করিতেছ,
তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য কি বিষয়ের জন্য
লোভ করিতেছ?
যাঁহার প্রসাদে সুখ শয্যাতে নিদ্রা যাও,
হে মন তাঁহার যশ অষ্ট প্রহর গান কর।

যাঁহার প্রসাদে তোমাকে সকলে মান্য করে,
তাঁহার যশ মুখ ও রসনা ব্যাখ্যান করুক।
যাঁহার প্রসাদে তোমার ধর্ম্ম হইয়া থাকে,
হে মন, সেই পরব্রহ্মকে সর্ব্বদা ধ্যান কর।
প্রভুর নাম জপ করিলে তাঁহার দ্বারে সম্মান পাইবে।
নানক বলিতেছেন, সম্মানের সহিত তাঁহার গৃহে যাইবে ॥২

যিহ প্রসাদি আরোগ কংচন দেহী।
লিব লাবহু তিস্থ রাম সনেহী ॥
জিহ প্রসাদি তেরা ওলা রহত।
মন সুখ পাবহি হরি হরি যশু কহত ॥
যিহ প্রসাদি তেরে সগল ছিদ্র ঢাকে।
মন শরনী পরু ঠাকুর প্রভু তাকৈ ॥
জিহ প্রসাদি তুঝ কোন পহুঁচৈ।
মন শাসি শাসি সিমরহু প্রভু উচে ॥
যিহ প্রসাদি পাই দুর্লভ দেহ।
নানক তাকী ভগতি করেহ ॥৩

যাঁহার প্রসাদে তোমার অরুগ্ন এবং স্বর্ণকান্তি দেহ,
হে বন্ধু, সেই রামকে হৃদয়ে ধারণ কর।
যাঁহার প্রসাদে তোমার উপর আবরণ রহিয়াছে,
হে মন, সেই হরি যশোগান করিয়া সুখ লাভ কর।
যাঁহার প্রসাদে তোমার সকল দোষ ঢাকিয়া যায়,
হে মন, সেই প্রভুর শরণাপন্ন হও।
যাঁহার প্রসাদে তোমার তুল্য কেহ হইতে পারে না,
হে মন প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসে সেই উচ্চ প্রভুকে স্মরণ কর।
যাঁহার প্রসাদে দুর্লভ দেহ পাইয়াছ,
নানক বলিতেছেন, তাঁহাকে ভক্তি কর ॥৩

যিহ প্রসাদি আভূখণ পহিরিজৈ।
মন তিস্থ সিমরত কোঁ। আলস কি কৈজে ॥
যিহ প্রসাদি অশ্ব হস্তি অসবারী।
মন তিস প্রভূকৌ কবহুঁ ন বিসারী ॥
যিহ প্রসাদি বাগ মিলখ ধনা।
রাখু পরোহ প্রভু অপনে মনা ॥
যিন তেরী মন বনত বনাই।
উঠত বৈঠত সদা তিসহি দিয়াই ॥
তিসহি ধ্যাই যো একু অলখৈ।
ইহা উহা নানক তেরী রখৈ ॥৪

যাঁহার প্রসাদে সমস্ত ভূষণ পরিধান করিতেছ,
হে মন, তাঁহাকে স্মরণ করিতে আলস্য কর কেন?
যাঁহার প্রসাদে তুমি অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি পাইয়াছ,
হে মন, সেই প্রভুকে কখনও ভুলিও না।
যাঁহার প্রসাদে উদ্যান, বিষয় এবং ধন পাইয়াছ,
সেই প্রভুকে আপনার মনে বাঁধিয়া রাখ।
যিনি তোমার মনকে ক্রমে ক্রমে প্রস্তুত করিয়াছেন,
তাঁহাকে উঠিতে বসিতে সর্ব্বদা ধ্যান কর।
সেই এক অলক্ষ্য পুরুষকে ধ্যান কর,
নানক বলিতেছেন, তিনি ইহলোক ও পরলোক উভয়ই রক্ষা করিবেন ॥৪

যিহ প্রসাদি করহি পুণ্য বহু দান।
মন অষ্ট প্রহর করি তিসকা ধ্যান।
যিহ প্রসাদি তুঁ আচার ব্যাহারী।
তিস প্রভুকৌ সাসি সাসি চিতারী।
যিহ প্রসাদি তেরা সুন্দর রূপ।
সো প্রভু সিমরহু সদা অনুপ।
যিহ প্রসাদি তেরী নীকী জাতি।
সো প্রভু সিমরে সদা দিন রাতি।
যিহ প্রসাদি তেরী পতি রহৈ।
গুরু প্রসাদি নানক যশ কহৈ ॥৫

যাঁহার কৃপায় তুমি অনেক দান পুণ্য কর।
হে মন অষ্ট প্রহর তাঁহার ধ্যান কর।
যাঁহার প্রসাদে তোমার আচার ব্যবহার,
সেই প্রভুকে শ্বাসে শ্বাসে স্মরণ কর।
যাঁহার প্রসাদে তোমার সুন্দর রূপ,
সেই অনুপম প্রভুকে সদা স্মরণ কর।
যাঁহার প্রসাদে তুমি উত্তম জাতিতে জন্মিয়াছ।
সেই প্রভুকে রাত্রিদিন স্মরণ কর।
যাঁহার প্রসাদে তুমি সম্মানিত,
নানক বলিতেছেন, গুরু প্রসাদেই তাঁহার যশ গান করা যায় ॥৫

যিহ প্রসাদি শুনহি কর্ণ নাদ।
যিহ প্রসাদি পেখহি বিসমাদ।
যিহ প্রসাদি বোলহি বোলহি অমৃত রসনা।
যিহ প্রসাদি সুখি সহজে বসনা।
যিহ প্রসাদি হস্ত কর চলহি।
যিহ প্রসাদি সম্পুরণ ফলহি।
যিহ প্রসাদি পরম গতি পাবহি।
যিহ প্রসাদি সুখি সহজ সমাবহি।
ঐসা প্রভু ত্যাগি অবর কত লাগহু।
গুরু প্রসাদি নানক মন জাগাহু ॥৬

যাঁহার প্রসাদে কর্ণ শ্রবণ করিতেছে,
যাঁহার প্রসাদে নানা প্রকার বস্তু দর্শন করিতেছ।
যাঁহার প্রসাদে রসনায় মিষ্ট কথা বলিতেছ,
যাঁহার প্রসাদে সুখে শান্তিতে বাস করিতেছ,
যাঁহার প্রসাদে হস্ত পদ চলিতেছে,
যাঁহার প্রসাদে সম্পূর্ণ ফল লাভ হয়,
যাঁহার প্রসাদে মানব পরম গতি লাভ করে,
যাঁহার প্রসাদে সুখে ও শান্তিতে মানুষ অবস্থিতি করে,
সে প্রভুকে ছাড়িয়া অপর বস্তুতে কেন লিপ্ত হইতেছ?
নানক বলিতেছেন, গুরু প্রসাদে জাগরিত হও ॥৬

যিহ প্রসাদি তু প্রগট সংসারি।
তিস প্রভুকৌ মুনি ন মনহু বিসারি।
যিহ প্রসাদি তেরা পরতাপু।
রে মন মূঢ় তু তাকৌ জাপু।
যিহ প্রসাদি তেরে কারয পূরে।
তিসহি জান মন সদা হজুরে।
যিহ প্রসাদি তু পাবহি সাচু।
রে মন তু মেরে তু তাসো রাচু।
যিহ প্রসাদি সভকি গতি হোই।
নানক জাপু জপৈ জপ সোই ॥৭

যাঁহার প্রসাদে তুমি সংসারে সম্মানিত,
সেই প্রভুকে তুমি কোন প্রকারে ভুলিও না।

যাঁহার প্রসাদে তুমি প্রতাপবান,
রে মূঢ় মন তাঁহাকে জপ কর।
যাঁহার প্রসাদে তোমার কার্য্য পূর্ণ হয়,
তাঁহাকে সর্ব্বদা মনোমধ্যে রাখিও।
যাঁহার প্রসাদে তুমি সত্য লাভ কর,
রে মন তুমি তাঁহাতেই রত থাক।
যাঁহার প্রসাদে সকলের গতি হয়,
নানক বলিতেছেন, জপ কর, তিনিই জপ করিবার যোগ্য ॥৭

আপি জপায়ে জপৈ সো নাউ।
আপি গাবায়েসু হরি গুন গাউ।
প্রভু কিরপাতে হোই প্রগাসু।
প্রভু দয়াতে কমল বিগাসু।
প্রভু সুপ্রসন্ন বসৈ মন সোই।
প্রভু দয়াতে মতি উত্তম হোই।
সর্ব্ব নিধান প্রভু তেরি মায়া।
আপহু কছু ন কি নহু লয়া।
জিতু জিতু লাবহু তিতু লগহি হরি নাথ।
নানক নইকৈ কছু নই হাথ ॥৮

তিনি আপনিই মানুষকে নাম জপ করান,
আপনিই নিজের গুন গান করান।
প্রভুর কৃপাতেই জ্ঞান প্রকাশ পায়।
প্রভুর দয়াতেই হৃদয় কমল বিকাশ হয়।
যাঁহার প্রতি প্রভু সুপ্রসন্ন, তাঁহারই মন প্রভুতে রত থাকে।
প্রভুর দয়াতেই মানুষের সুমতি হয়।
হে সর্ব্ব নিধান প্রভু, সকলই তোমার মায়া।
তুমি নিজে কিছুই কর না বা কিছুই লও না।
হে হরি, হে নাথ, তুমি যাহাতে লাগাও তাহাতেই থাকি।
নানক বলিতেছেন, মানুষের কোন হাত নাই ॥৮

(ক্রমশঃ)

ভূত না মানুষ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

১

একি? একি ইন্দ্রজাল অথবা স্বপ্ন বিভ্রাট?

আদিত্য দেবের আগমন বার্ত্তা শ্রুত হইয়া নীল সৌন্দর্য্যধারিণী নিশীথিনী গমনোদ্যত হইয়াছেন। এই কালে দেবদত্ত পুরমণ্ডল গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইলেন। নন্দক তখনও তাঁহার পশ্চাতে ছিল। দেবদত্ত কৌশল ক্রমে অন্য পথ দিয়া আগমন করিয়া নন্দককে পশ্চাতে ফেলিয়া ছিলেন। কিন্তু নন্দকই অগ্রে পুরমণ্ডলে প্রবেশ করুক এই তাঁহার ইচ্ছা। অতএব তিনি পথ ছাড়িয়া একটী কুসুমিত বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সহসা নন্দকের অশ্বের পদধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল।

তখন নন্দকের আগমনের আর অধিক বিলম্ব নাই বুঝিতে পারিয়া দেবদত্ত লতা পাতা দ্বারা বাসুকীকে বনাভ্যন্তরে বন্ধন করিয়া স্বয়ং একটা কুসুমিত পলাশ বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে নন্দক সেই কুসুমিত বন অতিক্রম করিয়া পুরমণ্ডল গ্রামে প্রবেশ করিলেন। নন্দক চলিয়া গেলেন দেখিয়া দেবদত্ত সেই নিভৃত স্থান হইতে বহির্গত হইয়া অশ্বারোহণে উদ্যত হইলেন।

সহসা তিনি কতকগুলি মানুষের পদ শব্দ শুনিতে পাইয়া চমকিত ও ভীত হইয়া ফিরিয়া চাহিলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে তিনি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন! তিনি দেখিলেন জনকতক লোক দুইটি শব দেহ বহন করিয়া লইয়া আসিতেছে। অস্তমিত চন্দ্রের ক্ষীণালোকে সেই শব বাহক মনুষ্যগণ দেবদত্তকে চিনিতে পারিল। তখন তাহারা এত দ্রুত গতিতে হাঁটিতে আরম্ভ করিল যে দেখিতে দেখিতে তাহারা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল, তাহার আর ঠিকানা রহিল না! দেবদত্ত জ্ঞান হীনের ন্যায় এতক্ষণ সেই দৃশ্য অবলোকন করিতেছিলেন। প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, হায়! একি করিলাম, ইহাদিগকে ধৃত করিলাম না কেন? ইহারা অবশ্যই দোষী লোক, কাহাকে খুন করিয়া অথবা বাঁধিয়া লইয়া পলাইতেছে! আমি চক্ষে দেখিয়াও তাহার কোন প্রতিকার করিতে পারিলাম না। এইরূপ চিন্তাতিশয্যে অবসন্ন হইয়া তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন হায়! আমি কি করিলাম, কি করিলাম! গুরুতর অপরাধ করিয়া কয়েক জন লোক এইরূপে লইয়া যাইতেছে দেখিয়াও আমি তাহার প্রতিকার করিলাম না। ধিক্! আমার বাহুবলে ধিক্! আমার পুরুষত্বে ধিক্! এস বাসুকী এস আমি তোমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অপরাধিদিগের অন্বেষণে গমন করি। বাসুকী হ্রেষারব করিয়া উঠিল, দেবদত্ত ভাবনা চিন্তায় মগ্ন-প্রায়ীর ন্যায় টলিতে টলিতে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক অপরাধিগণ যে দিকে গমন করিয়াছিল সেই দিকে গমন করিলেন। তৎকালে উষা দেবীর আগমন হইয়াছিল এবং সুর সুন্দরী উষার রক্তিমাধর ও কপোল দেশ হইতে আলো রাশি বিক্ষিপ্ত হইয়া পৃথিবীকে আলোকিত করিতেছিল। দেবদত্ত অনবরত যাইতে লাগিলেন। তাঁহার বিরাম নাই, একবারও বিশ্রাম না করিয়া তিনি অশ্বারোহণ পূর্ব্বক দীর্ঘ পথ অবলম্বন করিয়া ছুটিতে লাগিলেন। যখন তপন দেবের প্রখর কিরণে ধরণীতল উত্তপ্ততা প্রাপ্ত হইল, সমীরণ উষ্ণ হইয়া উঠিল, তখনও তিনি গমনে ক্ষান্ত হইলেন না। কিন্তু ক্রমে আদিত্যদেব পূর্ব্বাকাশ পরিত্যাগ করিয়া অস্তাচল চূড়ে লুক্কায়িত হইলেন, সন্ধ্যার ধূসর বর্ণে ধরণী ধূসরিত হইয়া উঠিল, তখন তিনি গমনে অসমর্থ হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ক্ষুদ্র এক ইষ্টকখণ্ডে উপবেশনান্তর একটী সুদীর্ঘ ও সুদৃঢ় তাল তরুতে পৃষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া

রহিলেন। তৎপর আলস্য বশতঃ তাঁহাকে চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই ক্ষণকাল থাকিতে হইয়াছিল। এমন সময় কে এক জন তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিল। তিনি চক্ষু মেলিয়া দেখিতে পাইলেন সুবৃহৎ শিখাধারী চন্দন চর্চ্চিত ললাট, দীর্ঘ অবয়ব ও কুৎসিত উত্তরীয় কৃষ্ণ বর্ণ পরিশোভিত স্কন্ধ বিশিষ্ট একজন মানব তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দেবদত্ত তাঁহাকে দেখিয়া দ্রুতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহাকে কহিলেন "আপনি কে ও কি চান?"

আগন্তুক কহিলেন "আপনাকে ক্লান্ত দেখিতেছি আপনী আমার সঙ্গে আগমন করিলে ক্লান্তি দূর করিতে পারিবেন। দেবদত্ত বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলেন। বায়ুকীও তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল। সন্ধ্যা কালের অন্ধকারে দিকদিগন্ত সমাচ্ছন্ন ছিল। তিনি সাবধানে পথ দেখিয়া চলিতে লাগিলেন। পথের দুই দিকে লতাপত্র ও পুষ্পবৃক্ষ। অন্ধকারের মধ্যেও বিশদ ফুলগুলির প্রফুল্লতা সন্দর্শন করিয়া তাঁহার মন ঐশ্বরীক ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি ঈশ্বর বিষয়ক এই কবিতাটী আবৃত্তি করিতে করিতে চলিলেন :—

১

জগন্নাথ! জয় যুক্ত জগত তোমার
সুখময়ী সর্ব্বরীর সুষুপ্তির কোলে
প্রকৃতি দিয়াছে ঢালি আঁধারের ভার,
হাসিছে তিমির নীরে কুসুমের দলে।

২

দূরে কত দূরে স্থিত আকাশ মণ্ডল,
তথা হতে বরষিছে নিহার সলিল
সুসজ্জিতা হইতেছে মহা মহিতল
শীতলতা লভিতেছে অনন্ত অনিল।

৩

জগন্নাথ! জয় যুক্ত প্রকৃতি তোমার
ফল পুষ্প সু প্রসব করে নিত্য নব
কণ্ঠ ভরা হীরা সুসমা তটিনীর হার
জলধি মেখলা রূপে বাড়ায় সৌষ্টব।

৪

কি সুন্দর কি মধুর জগন্নাথ নাম
এ নামে পাপীর প্রাণে প্রেম ধারা বয়
কোটী কণ্ঠে করে ধরা তব নাম গান
জয় জগবন্ধু! তব জয় জয় জয়।

তড়িতে তড়িং জলে নীরদের কোলে
তাহাতেও তোমারই পাই পরিচয়
বজ্র যে ভাঙ্গিয়া পড়ে নর বক্ষস্থলে
তাহাও মহিমা তব হে মহিমালয়।

৬

শিশুরা বর্দ্ধিত হয় দিবসে দিবসে
জ্ঞান পেয়ে তব নাম শুনিবারে পায়,
বৃদ্ধেরা মৃত্যুতে যায় কালের আদেশে
আত্মারূপে সেখানেও তোমাতে মিশায়।

৭

আদিতেও তুমি নাথ! অন্তেতেও তুমি
উত্তরে দক্ষিণে তুমি, তুমি মধ্য স্থলে
পূর্ব্বে পশ্চিমে তুমি, তোমাময় আমি
অধোতে, উর্দ্ধেতে, মস্তকেতে, পদতলে।

৮

অন্তরে বিরাজ কর হয়ে অন্তর্যামী
নয়নের জ্যোতি হয়ে জগত দেখাও,
দুঃখ দিয়ে শাসন করিছ পূজ্যস্বামী
জ্ঞান জবা ফুটাইয়া নিজেকে জানাও

৯

প্রণাম তোমাকে নাথ! প্রণাম তোমাকে
আজীবন করি যেন তব নাম গান
শিখাও আমাকে নাথ শিখাও আমাকে
তোমাকে সঁপিয়া দিব তব দত্ত প্রাণ।

এই কবিতাটী সমাপ্ত করিয়া দেবদত্ত ঊর্দ্ধমুখে ও যুক্তকরে সেই মহামহিমাময়কে প্রণাম করিলেন। তৎপরে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বন ও মাঠ। মাঠের উপর দিয়া একটি পথ বাহির হইয়াছিল, এই পথ ধরিয়াই তাঁহারা দুই জন গমন করিতেছিলেন। ঘোর অন্ধকারে আকাশ মণ্ডল আবৃত। দেবদত্তের অন্তরে কিঞ্চিৎ ভীতির সঞ্চার হইল। চোর ডাকাইতের ভয়েই তিনি শঙ্কিত হইতেছিলেন। বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে সেকালে এই সব ভয়ই অত্যধিক দেখা যাইত। কিন্তু তিনি খাপবদ্ধ তীক্ষ্ণ তরবারীর উপরে হস্তক্ষেপ করিয়া মন হইতে ভয় ভাবনা বিদূরিত করিয়া দিলেন। সম্মুখে একটী গৃহ দেখিতে পাইলেন। গৃহটী মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বলিয়া বোধ হইল। সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াই তাঁহার বিশ্রামোপযোগী সমুদয় দ্রব্য প্রাপ্ত হইলেন। হস্তপদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক ফল মূল ও দুগ্ধ দ্বারা উদর পূর্ণ করিয়া সুশীতল শয্যায় শয়ন করিয়া তিনি শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্ষণকাল বিশ্রামের পর হটাৎ যেন তাঁহার সমস্ত শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। কি একটা অস্থিরতা যেন তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরেই তিনি যেন বুঝিতে পারিলেন জনকতক লোক তাঁহাকে বন্ধন করিয়া শবাকারে মাথায় করিয়া লইয়া চলিল। তিনি আপনার তীক্ষ্ণ তরবারীর উপরে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিলেন কিন্তু পারিলেন না, চীৎকার করিতে ইচ্ছা করিলেন তাহাও যেন তাঁহার শক্তি হইল না। তাহার পর তিনি বুঝিতে পারিলেন যেন তিনি একখানা নৌকার অনাবৃত কাষ্ঠের উপর শায়িত রহিয়াছেন। বহু লোক একত্র হইয়া নৌকার দাঁড় বাহিলে যেরূপ শব্দ হয় তাঁহার কর্ণে যেন সেইরূপ শব্দ আসিতে লাগিল। তখনও তাঁহার আপন তরবারি ধারণ করিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু পারিলেন না। চীৎকার করিতেও তিনি পারিলেন না। তাহার পরেই তিনি বুঝিতে পারিলেন যেন তিনি এক শিবিকা মধ্যে শায়িত হইয়া কোনও বড় পথ দিয়া নীত হইতেছিলেন। এই সময়েই যেন তাঁহার শ্বাস রোধ হইয়া আসিল এবং ইহার পরবর্ত্তী ঘটনা তিনি দেখিতে পাইলেন শ্যামল তৃণবৃত একখানি বিস্তীর্ণ মাঠের প্রান্তভাগে তিনি শায়িত রহিয়াছেন। নন্দক তাঁহার নিদ্রিত মস্তক ক্রোড়ে

করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। নন্দকের মাতা তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া অধোমুখে তাঁহার চোখে মুখে জল সেচন করিতেছেন। তাঁহাকে জাগ্রত দেখিয়া তাঁহারা দুই জনে আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

শ্রীমতী অম্বুজা সুন্দরী দাস গুপ্তা।
খুলনা।

ক্ষুদ্রের প্রভাব।

THE POWER OF LITTLES.

এই বিশাল ভ্রাম্যমান ও পরিদৃশ্যমান জগৎ ক্ষুদ্রের সমাবেশ মাত্র। আমরা যে দিকে নিরীক্ষণ করি, দেখিতে পাই ক্ষুদ্রেরই প্রভাব বিরাজ করিতেছে। ক্ষুদ্র একটী একটী করিয়া মহত্তের সৃষ্টি করিতেছে। ক্ষুদ্র শক্তিহীন নহে, ক্ষুদ্রের শক্তি আছে। জগতে দশটী ক্ষুদ্র একত্র হইলে মহৎ অতি মহৎ কার্য্য সাধন করিতে পারে। অনেকে মনে করেন এই বস্তুটী ক্ষুদ্র, ইহার ক্ষমতা কি? এই বাক্যটী সামান্য, ইহার ক্ষমতা বা মূল্য কি? এই কার্য্যটী ক্ষুদ্র, ইহার গুরুত্ব বা আবশ্যকতা কি? কিন্তু তাহা নহে, সকল ক্ষুদ্রেরই শক্তি, আবশ্যকতা ও মূল্য আছে। ঈশ্বরের প্রতি কার্য্য তাঁহার মহত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে।

বিন্দু বিন্দু বারিসম্পাতে অকূল প্রকাণ্ড সিন্ধু সংগঠিত হইতেছে, বিন্দু বিন্দু বারি একত্রিত হইয়া জগতের কি না হিতসাধন করিতেছে? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারিকণা সংমিলিত ভাবে ভূধর শিখর হইতে বহির্গত হইয়া স্রোতস্বিনী নামে ধরাতলে অবতীর্ণ হইতেছে। সেই স্রোতস্বিনী কুল কুল নাদে দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে মনোহর মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে পরিভ্রমণ করিতেছে। জীবকুল তাহার মঙ্গলময় সমাগমে কত না উপকার লাভ করিতেছে। তাহারা তাহার জলপান করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে, তাহার আশীর্ব্বাদ রূপ ফল, ফুল, শস্য গ্রহণ করিয়া সুখে কালাতিপাত করিতেছে। আকাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘ একত্র হইয়া বিরাট এবং ভীষণ রূপ ধারণ করিতেছে। তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলধারা দ্বারা পৃথিবী প্লাবিত করিতেছে। বারি বিন্দুর বর্ষণ পাইয়া তরুরাজি সুন্দর ফল, ফুল ও নব পত্র-পল্লবে সুশোভিত হইতেছে, প্রকৃতি ভাণ্ডার ধন ধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া বসুন্ধরাকে হাস্যময়ী করিতেছে। পুষ্করিণীতে বারি বিন্দু একত্র হইয়া তৃষা নিবারণ পূর্ব্বক জীবের জীবন রক্ষা করিতেছে। ঈশ্বরের এই অসীম সৃষ্ট সংসার ক্ষুদ্রের সমাবেশ মাত্র। উন্নত দিগন্তব্যাপী মহীরুহ ক্ষুদ্রের সমষ্টি। দেশ, মহাদেশ

সকল ক্ষুদ্রের সম্মিলন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকা সংমিলিত হইয়া ভূধর ও মহাদেশের সৃষ্টি হইয়াছে। তাই বলি ক্ষুদ্রকে তাচ্ছল্য করিবার কিছুই নাই। ক্ষুদ্র শক্তিমান, ক্ষুদ্র মূল্যবান, ক্ষুদ্র আবশ্যকতার উপযোগী, হিতকর বস্তু। তাই কবি বলিয়াছেন ;—

"Little drops of water, little grains of sand,
Make the boundless ocean, and the beauteous land ;
And the little moments, humble though they be,
Make the mighty ages of eternity."

"বিন্দু বিন্দু বারি করে সাগর গঠন,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালি করে নগর সৃজন,
সামান্য মুহূর্ত্তে করে হইয়া মিলন,
বলশালী অনন্ত সে কাল নিরূপণ।"

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খদ্যোৎ সমবায়ে বনরাজি আলোকিত হইতেছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝিল্লীর ঝি ঝি গহন কানন মুখরিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুসুমে উদ্যান সকল সুসজ্জিত হইয়া সুন্দর শোভা ধারণ করিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুষার কণা সম্পাতে গিরিরাজশিরে সুন্দর মুকুটের সৃষ্টি হইতেছে। তাহাতে সূর্য্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রশ্মিকণাগ্রথিত কিরণমালা পতিত হইয়া কত না অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। তাই দেখিতে পাই ক্ষুদ্রের প্রভাব সর্ব্বত্রই বিরাজ করিতেছে।

কি জীবরাজ্যে কি উদ্ভিদ্‌রাজ্যে সর্ব্বত্রই ক্ষুদ্রের বল ও বিক্রম দেদীপ্যমান। জীব জন্তু প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত্ত, তিল তিল করিয়া বর্দ্ধিত হয়। বিজ্ঞান ও দর্শন জগতে স্বপ্নাতীত অদ্ভুত আবিষ্কার সকল স্বল্প স্বল্প করিয়া সম্পন্ন হইতেছে। আবার উক্ত আবিষ্কার সকল অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইতে সম্ভূত হইতেছে। বৃহৎ দীর্ঘকালব্যাপী মানব জীবন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাবলীর সমষ্টিমাত্র মানব চরিত্রও তাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য দ্বারা মানব-চরিত্র গ্রথিত। আমাদিগের চির জীবনের গৃহ সুখও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা নিচয়ের উপর নির্ভর করে। ক্ষুদ্রই আমাদিগের দৈনিক গৃহ সুখের মূল। দয়া, স্নেহ, মমতা, ভালবাসা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুণসমূহ ঐ সুখের ভিত্তি ও স্বরূপ। উহাতে আমাদিগের গৃহস্থলী পবিত্র ও সুখময় স্বর্গরূপ ধারণ করে।

"Little deeds of kindness, little words of love,
Make the earth an Eden, like the heaven above."

"ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দয়া কার্য্য, প্রণয় বচন,
সুখ স্বর্গ করে এই অবনী ভবন।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা করে স্বভাব সৃজন,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাতে জীবন গঠন।
গৃহ মধ্যে সুখ যাহা ক্ষুদ্র কার্য্যে হয়,
ক্ষুদ্র বলে কেহ তাই ফেলিবার নয়।"

আমাদিগের এই পঞ্চ ভূতাত্মক দেহ ক্ষুদ্র হইতে উৎপন্ন, ক্ষুদ্রতে বিলুপ্ত হয়।

আমরা অল্প অল্প ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মন প্রশস্ত করিতে পারি এবং ইহ জীবনকে সুখের অধিকারী করিতে পারি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মকার্য্য আমাদিগের পরপারে যাইবার সম্বল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মকার্য্য সকলই কেবলমাত্র আমাদিগকে সেই মহাপুরুষের চরণতলে লইয়া যাইতে পারগ হয়। ক্ষুদ্রের প্রভাব সর্ব্বত্রই প্রতীয়মান।

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

সাধু বচন সংগ্রহ।

অন্যের দুঃখের সঙ্গে করিলে তুলনা।
আপন দুঃখের ভারে গুরুত্ব থাকে না। ১
পরেতে দেখিয়া দোষ নিন্দিবে যেমন,
সাবধানে ত্যাগ তাহা করিবে তেমন। ২
নির্দ্দয় মৃত্যুর বুঝি বধির শ্রবণ,
স্তুতি মিনতির বশ নহে সে কখন। ৩
কুচিন্তায় করিওনা অন্তর কুটিল,
কু কথায় করিওনা রসনা পঙ্কিল। ৪
বিপন্ন জীবন রক্ষা করে যে প্রকারে,
সত্য রক্ষা কর সেই বিধি অনুসারে। ৫
স্বার্থ সংস্কারে তত্ত্ব রহে আচ্ছাদিত,
বিচার বিতর্ক তাই নিতান্ত উচিত। ৬
কর্ম্মঠতা আছে যার দরিদ্র 'সে' নয়,
শ্রম সহ ঐশ্বর্য্যের তুলনা না হয়। ৭
দুঃখ আর দরিদ্রতা অঙ্কুশ যুগল,
যত্ন আর পরিশ্রমে রাখিছে সবল। ৮
চিকিৎসায় যে রোগের নহে প্রতীকার।
বিদূরিত করে তারে সংযত আহার। ৯
মন্দ যার অভিসন্ধি, দুষ্ট যার মন,
তারে ছাড়ি দূর দেশে পলাবে সুজন। ১০
দুর্দ্দিনে যাহার তরে অনুতাপ হয়,
করিওনা হেন কাজ সৌভাগ্য সময়। ১১
যে জন আপন কাজে উপযুক্ত হয়,
এক দিন পুরস্কার পাবে সে নিশ্চয়। ১২
প্রভাতে যে কাজ পার রাখিও সারিয়া,
সায়াহ্নের তরে তাহা দিওনা রাখিয়া। ১৩
মন্দ পরিহরি ভাল করিবে সদাই,
মানব কর্ত্তব্য আর ইহা ছাড়া নাই। ১৪
মন্দ বলি কাহারেও করিওনা ঘৃণা,
সংশোধনে চিত্ত শুদ্ধি কাহার ঘটে না? ১৫
সকল বিপদ হ'তে প্রাণে বাঁচা যায়,
আপনার হাত হ'তে পালাবে কোথায়। ১৬
শরীর মনের স্বাস্থ্য মূলধন যার,
কোন দেশে কোন কালে কি অভাব তার?
জানিতে বিশ্বের তত্ত্ব ব্যাকুল সবাই,
আপনার তত্ত্ব কিন্তু কারো মনে নাই। ১৮
শরীরের রোগে করে সবাই ক্রন্দন,
স্মরিয়া মনের রোগ কাঁদে কয় জন? ১৯
বাহিরের পরিচ্ছদে বড় যত্ন যার,
ভিতরে দেখিলে তার উঠিবে হাহাকার। ২০
উন্মিলীত চক্ষু রহে গভীর ভিতরে,
নিমীলিত চক্ষু ছুটে ব্রহ্মাণ্ডের পারে। ২১
না করিলে ইষ্ট দেবে প্রাণ সমর্পণ,
বালকের খেলা সব সাধন ভজন। ২২

দংশক দংশনে হয় যে দেহ চঞ্চল,
সে কিন্তু সহিবে দীপ্ত চিতার অনল।২৩
কি ফল থাকিলে ধন কৃপণের ঘরে?
অনিশ্চিন্ত মণি কার উপকার করে? ২৪
যে মণ্ডুক চিরদিন কূপে করে বাস,
সে কেন বাসিবে ভাল বিমুক্ত বাতাস।২৫

বামারচনা।

উদাসীন দান।

১

দাও ভেঙ্গে দাও সুখের স্বপন
নিশা না হইতে ভোর,
দাও টুটি দাও প্রাণের মধুর
সুদৃঢ় প্রণয় ডোর।

২

নিভাও নিভাও আশার আলোক
শুকাও বাসনাকলি,
বিলাও বিলাও সকলি ধরায়,
যা কিছু আপনা বলি।

৩

আসিবার আগে গোধূলি আঁধার
ভাঙ্গিবার আগে মেলা,
কর সমাধান ওহে জগদীশ!
আমার জীবন খেলা।

কন্যার বিয়োগে মাতার শোকোচ্ছ্বাস।

১

এ হেন চাঁদিমা রাতে চলে গেছ তুমি,
স্নেহ পাশে বেঁধে রাখিতে নারিনু আমি,
কি বার্ত্তা গাইলে, কারো কথা না কহিলে,
ধ্যানযোগে মগ্ন হয়ে অনন্তে মিশিলে।

২

প্রফুল্ল-নলিনী-সম ফুটে ছিলে ঘরে,
কতই আনন্দ শান্তি দিয়েছিলে মোরে,
তোমায় সঙ্গীত ধ্বনি মরমে ধ্বনিছে,
মধুর বীণার তান নীরব হয়েছে।

৩

ভাবেতে বিভোর হয়ে বিধুর বদনা,
গাইতে যখন তুমি আনন্দে মগনা,
স্বর্গ মর্ত্ত ভেদাভেদ থাকিত না আর,
সবায় হৃদয় থেকে দূরে যেতো ভার।

৪

রোগ জীর্ণ পিতা তব শোকেতে আকুল,
সান্ত্বনা না মানে হৃদি পরাণ ব্যাকুল,
তব কণ্ঠে ব্রহ্মনাম শুনিতে শুনিতে,
যাইবেন ভবপারে সাধ ছিল চিতে।

৫

মনের বাসনা সব মনেতে রহিল,
অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা সব শূন্যেতে মিশাল,
সব সুখে সুখী হয়ে ছিলাম সংসারে,
দয়াময় নাম গানে যাব ভব পারে।

৬

ধর্ম্ম কর্ম্ম একাধারে অনুপম রূপে,
ফুটিয়া উঠিতেছিল তোমার ভিতরে,
ধনী, জ্ঞানী, দুঃখী, তাপি সর্ব্বজনে তুষি,
স্মৃতিতে অমর হয়ে স্বর্গে আছ বসি।

৭

তুমি এনেছিলে ঘরে জোছনার রাশি,
তোমার বিয়োগে আমানিশা দিবানিশি,
অমরার ফুল তুমি গেছ কোথা চলে,
বুক ভরা বেদনা যে দিয়ে মোরে গেলে।

৮

বুঝিনু সংসার নহে তব যোগ্য স্থান,
হেথায় পুরেনা আশা নাহি প্রতিদান,
তাই বুঝি চলে গেলে জীবন উষায়,
ত্যজিয়া মরত ভূমি অমর যথায়।

৯

দু দিনের তরে বাছা আসিয়ে হেথায়,
বিভু প্রেম সুধারসে ভাসালে সবায়,
তব তরে আঁখি ঝরে কত নারী নরে,
অকালে নিঠুর কাল লয়ে গেল তোরে।

১০

জীবনে যে ব্রহ্ম নাম সাধন করিলে,
মরণের কালে সবে সাক্ষ্য দিয়ে গেলে,
সে দেশ স্বদেশ তব আগে জেনে ছিলে,
দয়াময় নাম গানে জীবন ত্যজিলে।

১১

ওহে প্রভু দয়াময় কি বলিব আর,
তব ইচ্ছা পূর্ণ হোক্ জীবনে আমার,
তুমি এনে ছিলে হেথা, রেখে ছিলে তারে,
অযোগ্য দেখিয়া মোরে নিলে ত্বরা করে।

১২

এবে এই ভিক্ষা প্রভু মাগি তব ঠাঁই,
তব কোলে হেরে তারে জীবন জুড়াই,
ইহ পরলোক এক করে দাও দেখি,
ঘুচে যাক্ ব্যবধান খুলে যাক্ আঁখি।

১৩

দীন দয়াময় তুমি পতিতপাবন,
শরণাগতেরে রাখ জানে সর্ব্বজন,
সযতনে শান্তি ভাবে রেখো সে আত্মার,
দেহান্তে মিলিব মোরা গিয়ে তব পায়।

বেহুলা।

কবি-কেশরীর মানস-সম্ভবা,
প্রতিভা-শালিনী, সুষমা বৈভবা,
রাণী—মহারাণী সীমন্তিনী কূলে,
সতী-শিরোমণি বেহুলে! ১

সুধীরা সুশীলা, করুণা-রূপিনী,
দিব্য প্রেম তেজে মহা তেজস্বিনী,
অটলা, অচলা বিপদ অকূলে,
দুখিনী—সুখিনী বেহুলে। ২

অয়ি লীলাবতি, তব লীলা ভবে
তব কীর্ত্তি খ্যাতি চিরদিন রবে,
চির দিন কবি তব পাদমূলে
আশ্রয় লভিবে বেহুলে। ৩

পাষাণী পদ্মার নাগকুলভয়ে
সারা নিশি জাগ ব্যাকুল হৃদয়ে,
অঙ্কে লয়ে পতি চরণ রাতুলে
লৌহের বাসরে বেহুলে। ৪

অদৃষ্ট বিধানে সুপ্ত নখিন্দর,
গরজে বাহিরে কাল বিষধর,
"দুর্গা দুর্গা" বলে ডাকিলে আকুলে
তুমি ভক্তিমতী, বেহুলে। ৫

সূচাগ্র প্রমান রন্ধ্র পথে চরে
মনসার নাগ মনসার বরে,
ছিল রন্ধ্র এক কামারের ভুলে
বাসরে তোমার বেহুলে। ৬

পশিল পন্নগ, হায় হায় হায় ?
এ কালের হাতে কে এবে বাঁচায় ?
(তুমি) হানিলা ছুরিকা দৃঢ় করে তুলে,
নাশিলে অরাতি, বেহুলে। ৭

(তবু) বিধাতার লিপি কে করে খণ্ডন ?
মনসার কোপ করে প্রশমন ?
যত বিনাশিলে তুমি অহিকুলে,
তত এলো ধেয়ে, বেহুলে। ৮

কালকূট নাগ কালসহোদর,
অশরীরী পশি বাসর ভিতর
দংশিল নিঠুর শিরে কেশমূলে
নখিন্দরে তব, বেহুলে। ৯

(আহা) মুহূর্ত্তে শুকাল প্রাণপ্রস্রবণ,
কোথা সে সুন্দর দেহের বরণ
কালিমা পড়েছে বদন মণ্ডলে,
নখিন্দরের তব, বেহুলে। ১০

সহসা আতঙ্কে শিহরিল প্রাণ,
ডুবিল চন্দ্রমা, আঁধার গগন।
ঝাঁপিলে অতল বিপদ অকূলে,
শোকে বিবসনা বেহুলে। ১১

নীরব নিস্তব্ধ নিথর অবনী
রাক্ষসীর বেশে আসিয়া রজনী
তব প্রাণপতি নিয়ে পলাইলে।
হায়! অভাগিনী বেহুলে! ১২

বিষাদ বেদনে হৃদয় দহিল
সুখের কল্পনা কোথা মিলাইল ?
শিরে করাঘাত কাতরে হানিলে,
তুমি শোকাকুলা বেহুলে। ১৩

চারিদিক শূন্য, শূন্য এ অবনী,
দুখেতে আচ্ছন্ন শোকে উন্মাদিনী ;
বুকে লয়ে পতি চরণ রাতুলে,
মূরছি পড়িলে বেহুলে। ১৪

হায়, ভগবান কি ভালে লিখিলে ?
বিবাহ বাসরে পতিরে হরালে ?
অদৃষ্টকে নিন্দি কত যে কাঁদিলে,
লৌহের বাসরে বেহুলে। ১৫

সতীর বিলাপে ধরণী কাঁপিল,
কালকূট নাগ তরাসে লুকাল,
(বুঝি) সতী ক্রোধানলে পৃথিবী দহিলে,
অয়ি তেজস্বিনী বেহুলে। ১৬

হৃদয় দেবতা।

জয় সর্ব্বাশ্রয়, তুমি বিশ্বময়,
অগতির গতি,
তোমার চরণে, ভক্তিযুক্ত প্রাণে,
অসংখ্য প্রণতি।
দয়াময় হরি, ভব-ভয়-হারি
করুণা-সাগর,
সৃজন পালন, মঙ্গল কারণ,
জয় পরমেশ্বর!
কোথা কৃপাসিন্ধু, অনাথের বন্ধু,
অনাদি মহান,
এ অভাগা দীনে, অধম সন্তানে,
কর কৃপা দান।
তব প্রেম লাগি, যেন দিবা রাতি
জাগে এ হৃদয়,
তোমার কৃপায়, যেন দিন যায়
ওহে দয়াময়।
তোমার আশীষে, থেকে ভববাসে,
ধর্ম্ম কর্ম্ম যত,
করিয়ে সাধন, করি সমাপন,
জীবনের ব্রত।
জয় বিশ্বপতি, করি এ মিনতি,
তোমার চরণে,—
যখন যে ভাবে, থাকি এই ভবে,
জীবনে মরণে—
হয়ে তব দাস, করি গো নিবাস,
এ ভব ভবনে,
তোমার চরণ, নিয়ত স্মরণ
থাকে যেন মনে।
সে অন্তিমে বল, তুমিই সম্বল
প্রেমময় হরি,
শেষের সে দিনে অভয় চরণে
দিও প্রভো তরি।
নমো ভগবান, সর্ব্বশক্তিমান,
প্রভো নিরঞ্জন!
আমার হৃদয়ে, তিমির নাশিয়ে,
এস নারায়ণ।

শ্রীমনোরমা রায়।
পুকুড়া, ময়মনসিংহ।

পরলোক

পরলোক তোমারে না ভাবি আমি দূর,
প্রেরিয়াছি প্রাণসম সুহৃদ প্রচুর।
তোমার কৌমুদীময় শান্ত স্বর্গলোকে,
হেরিয়া তাদের মুখ ভুলি সব শোকে।
এ আনন্দে মন মম হয় ভরপুর,—
পরলোক তোমারে না ভাবি আমি দূর।
মিষ্ট আলাপন হবে তাহাদের সনে,
হাসিব কাঁদিব কত সুখ সম্মিলনে।
পূর্ব্ব স্মৃতি কত শত জাগি উঠি যত
দিবে যে আনন্দ মোরে শত মনোমত।
মন্দাকিনী তীরে হবে মিলন মধুর—
পরলোক তোমারে না ভাবি আমি দূর।
জুড়ায়ে হৃদয় ব্যথা বহে সমীরণ
শশাঙ্কের হ্রাস বৃদ্ধি না হয় কখন।
যেতে সেই স্বপ্নরাজ্যে মন তৃষাতুর—
পরলোক তোমারে না ভাবি আমি দূর।

শ্রীমতী হে—জ—দেবী।
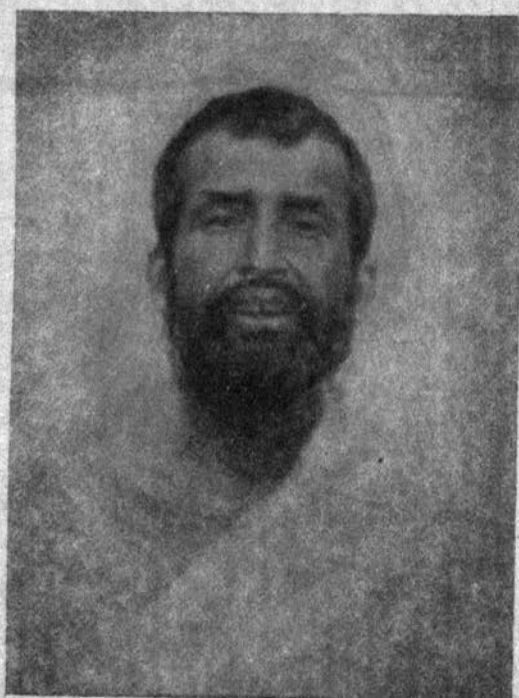
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 617. January 1915.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫২ বর্ষ। ৬১৭ সংখ্যা। | পৌষ, ১৩২১। জানুয়ারী, ১৯১৫। | ১০ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সমাজে রমণীর স্থান।

প্রকৃতির মধ্য দিয়া বিশ্বের শক্তি বিকশিত ও প্রকাশিত হইতেছে। এই প্রকৃতির দুইটি অংশ, একটি বিশ্ব-প্রকৃতি অথবা জড়-প্রকৃতি,—আর, একটি আত্মা প্রকৃতি। এই উভয় প্রকৃতি বিশ্বের মধ্যে যে এক অদ্ভুত রহস্য-জাল বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, যুগে যুগে কত কবির ধ্যান, দার্শনিকের জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধান তাহা ভেদ করিতে চেষ্টা করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ভিতরের প্রকৃত সত্যটী যে কোন কালে ধরা পড়ে নাই তাহা নহে, তাহা অনেক বারই ধরা পড়িয়াছে। প্রত্যেক যুগের সাধক তাঁহার সাধনার মধ্যে সেই সত্য পাইয়াছেন এবং বিশ্বমানবকে তাহা দান করিয়াছেন। কিন্তু সাধকের সাধনাকে নিজের জীবনে সত্যরূপে উপলব্ধি করিতে হইলে ব্যক্তিগত সাধনার প্রয়োজন, তাই পৃথিবীতে এত সাধুপুরুষ থাকিতেও পৃথিবীতে অধিকাংশ মানুষই অসাধু। সেই জন্যই প্রত্যেক নব যুগকে নূতন করিয়া তাহার সাধনপথ খুঁজিয়া লইতে হয়। শক্তিকে আয়ত্ত করিবার এই যে চেষ্টা ইহা কতকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে তাহা কেহ বলিতে পারে না, কতকাল চলিবে তাহাও কেহ বলিতে পারে না। শক্তির একটা বিশেষত্ব এই যে তাহাকে সংযত করিতে না পারিলে তাহা উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি করে। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে—উহা তেমন জিনিষই নয়, সুতরাং সৃষ্টি করিতে না পারিলে তাহা ধ্বংস করিতে আরম্ভ করে। সৃষ্টি ও ধ্বংস একই জিনিষের এপিঠ ওপিঠ।

উচ্ছৃঙ্খলতাকে সংযত করিতে মানুষ যত চেষ্টা করিয়াছে সমাজগঠনকে তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

মানুষ অনেক ভাবিয়া, অনেক ভাঙ্গা গড়া করিয়া, অনেক ত্যাগ করিয়া তবে সমাজ সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে। এই সমাজ-সৃজনের মূল কারণ খুঁজিলে বোধ হয় সেখানে রমণীকেই পাওয়া যাইবে। নারী-সমস্যার মীমাংসা করিতে গিয়াই মানবসমাজের সৃষ্টি, কিন্তু অদ্যাপি সেই সমস্যার মীমাংসা হয় নাই। বিংশ শতাব্দীর এতগুলি সভ্যসমাজ এই দুরূহ প্রশ্নের কোনও সদুত্তর ঠিক করিতে পারেন নাই, সেই জন্যই পৃথিবীর সর্ব্বত্র আজ নারীসমাজের সহিত নরসমাজের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে।

নারীজাতির যথার্থ মূল্য বুঝিতে না পারিলে তাহার যথার্থ স্থান নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। আমাদের ভাষায় রমণীকে 'অবলা' বলে, শক্তিহীন, মৃতজাতির ভাষায়ই নারীকে অবলা বলা সাজে। ভাষার ভিতর দিয়া জাতির চরিত্র প্রকাশিত হয়। পাশ্চাত্য সমাজ রমণী জাতিকে fair sex বলিয়া জানে, সেখানে রমণী বিশেষ ভাবে বিলাসের সামগ্রী। তাঁহারা সভ্যতার যতই বড়াই করুন না কেন, স্ত্রীদিগকে যতই স্বাধীনতা দিন না কেন, স্ত্রীশক্তির যথার্থ কেন্দ্রটীর খোঁজ তাঁহারা পান নাই। সে সন্ধান প্রাচীন ভারত পাইয়াছিল বলিয়া মনে হয়, কারণ প্রাচীন ভারতের সাহিত্যে রমণী অবলা নহে, "fair sex" ও নহে, রমণী সেখানে প্রকৃতি হইয়া দেখা দিয়াছিল। রমণীর আখ্যা ছিল জননী, স্ত্রীজাতিকে তাঁহারা জননীর জাতি বলিয়া জানিয়াছিলেন। তাই বিশ্বের আদি কারণকে সেখানে রমণী বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। বিশ্বশক্তিকে রমণী বলিয়া কল্পনা করিয়া প্রত্যেক নারীকে সেই শক্তির বিশিষ্ট প্রকাশ বলিয়া জ্ঞান করাই তাঁহাদের সভ্যতার সাধনা ছিল। ভগবানকে নমস্কার জানাইবার মন্ত্র ছিল "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।" রমণীকে তাঁহারা শক্তির উৎস বলিয়া জানিতেন বলিয়াই তাঁহারা শক্তিশালী জাতি ছিলেন। যে জাতি যে পরিমাণে এই নারীশক্তির ক্ষমতা উপলব্ধি করিয়াছে সেই জাতি সেই পরিমাণে বড় হইয়াছে। আমাদের অপেক্ষা ইউরোপের আধুনিক জাতিগুলি বড়, তাহার কারণ আমাদের অপেক্ষা তাহারা এই স্ত্রীশক্তির অধিক মর্য্যাদা করিতে শিখিয়াছে। জাতির শ্রেষ্ঠতার প্রধান কারণই নারী, কারণ নারীই জাতির জননী। নারী জাতি নেপথ্যে থাকিয়া প্রত্যেক জাতিকে যে জীবনরসে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতেছেন তাহা কয় জন লোক ভাবিয়া দেখে? ভাবিয়া দেখে না বলিয়াই তাহারা বুঝিতে পারে না, এবং বুঝিতে পারে না বলিয়াই নারীর মর্য্যাদাও করে না। যে জাতি ইহা বুঝিয়াছে তাহারাই এই শক্তিকে সম্মান করিয়া বড় হইয়া গিয়াছে। মানুষ গাছের ফুল দেখিয়াই মুগ্ধ হয়, ফল দেখিয়াই লুব্ধ হয়, কিন্তু কে যে কোথা হইতে এই ফুল

ফুটাইতেছে, ফল ফলাইতেছে তাহা ভাবিয়া দেখে না। কিন্তু যে ব্যক্তি দেখিতে শিখিয়াছে সে জানে যে মাটীর নীচের গুপ্ত শিকড় লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া গাছকে সর্ব্বদা জীবনের রস যোগাইতেছে এবং সেই জীবনই ফলে ফুলে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। প্রত্যেক জাতিও এই গাছের মত, তাহার ফুলের বিকাশ ও ফলের প্রকাশের মূল শিকড় কোন্ নিভৃত প্রদেশে থাকিয়া যে কাজ করিতেছে তাহার খোঁজ সাধারণ মানুষ রাখে না।

মানুষ সে খোঁজ রাখুক আর নাই রাখুক কিন্তু এ কথা সত্য যে নারীই সমাজের প্রাণ। ইউরোপের বিখ্যাত নাট্য শিল্পি ইব্‌সেন্ (Ibsen) বলিয়াছেন "It is you, women, who are the pillars of society." রমণীগণই প্রত্যেক সমাজের ভিত্তি; সে ভিত্তি যদি সুস্থ ও সবল না হয় তাহা হইলে সমাজ টিকিবে কি করিয়া? ইব্‌সেন্ বলেন "The spirits of Truth and of Freedom—these are the Pillars of Society. সুতরাং যে সমাজে সত্য ও স্বাধীনতার মর্য্যাদা নাই সে সমাজকে ভিত্তিহীন বলা যাইতে পারে।

ইব্‌সেন্ সমাজে রমণীগণের যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন ইহাই তাঁহাদের প্রকৃত স্থান; সে স্থান সকলের নীচে হইয়াও সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চে। সমাজকে উন্নত করা, নির্ম্মল করা এবং শক্তিসম্পন্ন করা অন্য কোনও সংস্কারকের কাজ নয়,—বক্তৃতা দিয়া, প্রবন্ধ লিখিয়া সমালোচনা করিয়া সমাজের প্রকৃত উন্নতি হয় না। রমণীই সমাজের প্রকৃত সংস্কারক, রমণীগণের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই সমাজেরও পরিবর্ত্তন ঘটে। পতিত জাতি যদি উঠিতে চায় তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহার কতকগুলি সুমাতার প্রয়োজন। নেপোলিয়ান বলিয়াছেন "The country needs nothing so much to promote its regeneration as good mothers." একথা যে কতদূর সত্য স্বয়ং নেপোলিয়ানই তাহার প্রমাণ। শুধু জন্মদান করিলেই নেপোলিয়ানের মত পুত্রের মাতা হওয়া যায় না, পুত্রকে শিক্ষাও দান করিতে হয়। থিয়োডোর পার্কার ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইহার আর দুইটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

সাধারণতঃ লোকের ধারণা যে স্ত্রীলোকগণ পুরুষাপেক্ষা সকল বিষয়েই ছোট। শারীরিক অথবা মানসিক কোনও বিষয়েই তাহারা পুরুষদের সমকক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু এ কথা যে সত্য নয় ইতিহাস হইতে তাহার প্রচুর প্রমাণ সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু আবার একদল লোক আছেন তাঁহাদের মত এই যে রমণীসমাজকে সকল বিষয়ে পুরুষদের সমান অধিকার না দেওয়া নিতান্তই একদেশদর্শিতা ও স্বার্থপরতা। উভয় সমাজের সকল বিষয়ে সমান অধিকার থাকা উচিত। কিন্তু তাহাদের এই মত যে ভ্রান্ত তাহা বুঝিতে বিশেষ বেগ পাইতে

হয় না, কাহাকেও ইহা বুঝাইয়া দেওয়া বোধ হয় আবশ্যক হয় না। তাঁহারা নিশ্চয়ই বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখেন নাই নতুবা স্ত্রী পুরুষের এত বড় স্বাভাবিক পার্থক্যটা কি করিয়া তাঁহাদের চক্ষু এড়াইয়া গেল! স্ত্রী-পুরুষে যদি কোন রকম ভেদই না থাকিবে তাহা হইলে ভগবান স্ত্রীকে স্ত্রী এবং পুরুষকে পুরুষ করিয়া গড়িয়াছিলেন্ কেন? আর ইহাও দেখা গিয়াছে যে যাঁহারা স্ত্রী পুরুষের কর্ত্তব্যকে একাকার করিতে চাহিয়াছেন তাঁহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই।

টেনিসন্ ইহার একটা সমন্বয় করিতে চাহিয়াছিলেন—তিনি বলিয়াছেন যে রমণী পুরুষের অসম্পূর্ণ সংস্করণ নহে, কিম্বা রমণী যে চেষ্টা করিলে পরিপূর্ণ পুরুষ হইতে পারেন সে কথাও সত্য নহে। রমণী রমণী, নারীত্বের ভিতরেই তাঁহার পরিপূর্ণ রূপ, রমণী রমণীরূপেই সম্পূর্ণ।

"Woman is not undeveloped man but diverse"

তিনি রমণীর স্থান পুরুষের পার্শ্বে নির্দ্দেশ করিয়াছেন উপরেও নয়, নীচেও নয়। তিনি বলেন যে রমণী ও পুরুষ উভয়ে মিলিয়া সমাজকে সম্পূর্ণতা দান করে এবং সমাজের নিকট উভয়ের মূল্যই সমান,—কেহ কাহারও অপেক্ষা বড় নয়।

"The woman's cause is man's they rise or sink
Together, dwarfed or godlike, bound or free:
If she be small, slight natured, miserable,
How shall men grow?"

নারী যদি অশিক্ষিত, নীচ এবং হীন হয় তবে পুরুষ মহৎ হইবে কি করিয়া? তাহা যে হইতেই পারে না। রমণী তাহার ক্ষুদ্রতা লইয়া পুরুষের উন্নতি-পথের বৃহৎ বাধা হইয়া দাঁড়াইবে। তাই টেনিসন্ বলেন যে পুরুষ পুরুষরূপেই সম্পূর্ণ হইয়া উঠুক এবং নারী নারীরূপেই বিকশিত হইয়া উঠুক, তবেই তাহাদের মিলন সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হইবে। তখন একজন আর একজনের উন্নতি পথের প্রতিবন্ধক স্বরূপ না হইয়া সহায় স্বরূপ হইবে—"Each fulfils defect in each."—ইহা খুব ভাল আপোষের কথা বটে কিন্তু আপোষ হইয়াছে বলিয়াত মনে হয় না। তাহা হইলে কিছু দিন আগে লয়েড্ জর্জ্জের বাড়ীর জানালা গুলির এরূপ দুরবস্থা হইত না।

মূল কথা হইতেছে এই যে আমরা পুরুষ হইয়া রমণীদের সমস্যা মীমাংসা করিতে পারি না। আমরা তাহাদের যে স্থান নির্দ্দেশ করিব হয়ত তাহা তাহাদের যথার্থ স্থান নয়। হয়ত আমাদের নির্দ্দিষ্ট স্থান তাহাদের মনঃপূত হইবে না,—তাহাকে তাহারা স্বীকার করিতে চাহিবে না। তার পর আমাদের মধ্যেই কেহ তাহাদিগকে ঊর্দ্ধে, অধোতে অথবা পার্শ্বে

স্থাপন করিতেছেন সুতরাং সমাজে তাহাদের যথার্থ স্থান কোথায় সে বিষয়ে সকলের একমত হওয়া সম্ভবপর নয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে নারী-সমস্যা লইয়া পুরুষদের মাথা ঘামান নিষ্প্রয়োজন। তাহাদিগকে হাত পা বাঁধিয়া রাখিতে হইবে কি মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত ছাড়িয়া দিতে হইবে তাহার বিচার করিবার জন্য আমাদের গম্ভীরভাবে বিচারকের আসনে বসিবার কোনও প্রয়োজন নাই। তাহাদের সমস্যা তাহারাই মীমাংসা করিয়া লইবে। আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া। যে পর্য্যন্ত না আমাদের জনসাধারণ এবং আমাদের দেশের রমণীগণ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবে সে পর্য্যন্ত আমাদের দেশের উন্নতি নাই, জাতির মঙ্গল নাই এবং দেশের কল্যাণ নাই। সমাজে রমণীর স্থান নির্দ্দেশ করিতে না গিয়া তাহাদিগকে শিক্ষাদান করিলে তাহাদের যথার্থ উপকার করা হইবে এবং সমাজে তাহাদের স্থান কোথায় এই প্রশ্নের মীমাংসায় তাহাদিগকে সাহায্য করা হইবে। আমরাও অনেক খানি দুশ্চিন্তার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইব।

কামনা।

১

জগদীশ!
আমারে তোমার বিশ্বে দাও বিলাইয়া
আমি বড় স্বার্থপর
বেঁধে এক ক্ষুদ্র ঘর,
রেখেছি তাহারি মাঝে ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া।
যা কিছু সুন্দর পূত,
গিরি, নদী, চন্দ্র, সূর্য্য,
যা, সব নয়নে আসে মধুটী মাখিয়া—
যত কিছু স্নেহ-প্রীতি,
আনন্দ, সুখের স্মৃতি,
খ্যাতি, কীর্ত্তি, মনুষ্যত্ব—তৃপ্তি যা' লভিয়া
আমি ভাবি সবি বুঝি আমারি লাগিয়া।

২

আমি কে বুঝিনা নাথ! স্বার্থ কিবা মম,
আমি যে কি অণু কণা,
তাও চিত্ত জানিল না,
আমার নিজস্ব কিবা চির প্রিয়তম?
কার তরে আয়োজন,
জীবনের প্রয়োজন,
শুধু খুঁজি—বুঝি না'ক বৃথা পরিশ্রম।
তাই আজি মাগি ভিক্ষা,
তুমি নিজে দেহ শিক্ষা,
করুণার কল্পতরু, গুরু হয়ে মম,
চূর্ণ কর রুদ্ধ জ্ঞান ভস্ম কর ভ্রম।

৩

আমারে দেখাও দেব! উন্মীলি নয়ন,
তোমারি লাগিয়ে আসা,
তোমাতে মিশায়ে আশা,
করি তব শুভ ইচ্ছা সাদরে বরণ।